উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাউফল, পটুয়াখালী

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · Norwegian Embassy · Sweden · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থান ভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরনের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়াও মানব সৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরনের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশে হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়নি। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আপদ সমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য বাউফল উপজেলায় কার্যকারী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করেন।

কর্ম পরিকল্পনাটি প্রনয়নে এলাকার নারী পুরুষ , কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীন ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UzDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত সুশীলন এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বক প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অবসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশ গ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগনের সহায় সম্পত্তি, জান-মাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করন, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করন, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপন, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপির সহায়তায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রণয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ব্যক্তিবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বাউফল উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

(আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মজিবুর রহমান)
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাউফল, পটুয়াখালী।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
টেবিলের তালিকা	iv
চিত্রের তালিকা	v
গ্রাফচিত্রের তালিকা	v
মানচিত্রের তালিকা	v
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-২১**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ বাউফল উপজেলার পরিচিতি	২
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৩
১.৩.২ আয়তন	৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৪
১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৪
১.৪.১ অবকাঠামো	৫
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৩
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৮
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	২০
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**২২-৩৪**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২২
২.২ উপজেলার আপদ সমুহ	২৩
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	২৩
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৫
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৬
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২৭
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৯
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র	২৯
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩২
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৩
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩৩
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩৪
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	**৩৭-৫১**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৭
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৯
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪১
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪২
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪২
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪৪
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৪৯
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী	৫০

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান **৫২-৬৬**

৪.১ জরুরী সাড়া প্রদান (EOC) ৫২

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৫২

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৫৪

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৫৬

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৫৬

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৫৬

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৫৬

৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৫৬

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৫৭

৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৫৭

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৫৭

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫৭

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫৭

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫৭

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫৮

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৫৮

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫৮

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬১

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬৫

৪.৬ অর্থায়ন ৬৫

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬৮

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৬৯

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৬৯

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৬৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৬৯

৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৬৯

সংযুক্তি ১ : আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৭০

সংযুক্তি ২ : উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭১

সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭৩

সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭৬

সংযুক্তি ৫: এক নজরে বাউফল উপজেলা ৭৯

সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৮০

সংযুক্তি ৭: জেলা ও উপজেলা জি,ও কোড ৮১

সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: জিও কোড নম্বর সহ উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ৩

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪

টেবিল ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে বাউফল উপজেলার রাস্তা। ১২

টেবিল ১.৪:ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, ঈদগা। ১৬

টেবিল ১.৫: পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত। ১৮
টেবিলঃ ১.৬: আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা। ১৯
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ২২
টেবিল ২.২ উপজেলার আপদ সমুহ ২৩
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২৫
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২৬
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২৭
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ৩২
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৩
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ৩৩
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ৩৪
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ৩৪
টেবিল ৩.১: বাউফল উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ৩৭
টেবিল ৩.২: বাউফল উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৩৯
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪১
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪২
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৪
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৯
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৫০
টেবিলঃ ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। ৫২
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৫৪
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৮
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬৩
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার অবকাঠামো/ সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৬৫
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৬৭
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৬৭
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৬৮
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৬৯

চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: বাউফল উপজেলা পরিষদ। ২
চিত্রঃ ১.২: বাউফল উপজেলার ঐতিয্যবাহি মৃৎশিল্প। ৪
চিত্রঃ ১.৩: বাউফল উপজেলার তেতুলিয়া নদীর তীরে ভাংগা বাধ। ৫
চিত্রঃ ১.৪: উপজেলার একটি নদী সংলগ্ন স্লুইচ গেট। ৫
চিত্রঃ ১.৫: বাউফল উপজেলার মাটির রাস্তা ৬
চিত্রঃ ১.৬: বাউফল উপজেলার পাঁকারাস্তা ৬
চিত্রঃ ১.৭: উপজেলার সেচ ব্যবস্থার চিত্র। ১২
চিত্রঃ ১.৮: বাউফল উপজেলার কালাইয়া বন্দর বাজার। ১৩
চিত্রঃ ১.৯: বাউফল উপজেলার নদীর তীর উপকুলীয় কাঁচাঘর বাড়ী। ১৩
চিত্রঃ ১.১০: কাছিপাড়া ইউনিয়নের রশিদ মিয়া ডিগ্রী কলেজ ১৫
চিত্রঃ ১.১১: বাউফলজৈনপুরী পীর সাহেবের খানকা মসজিদ। ১৬
চিত্রঃ ১.১২: বাউফল উপজেলার একটি ঈদগাঁ ময়দান ১৬
চিত্রঃ ১.১৩: আদাবাড়ীয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ১৭
চিত্রঃ ১.১৪: উপজেলায় একটি রাস্তায় সামাজিক বনায়ন ১৭
চিত্রঃ ১.১৫: বাউফল উপজেলার ভুমি জমি ব্যবহার। ১৯
চিত্রঃ ১.১৬: উপজেলার একটি কৃষি জমি ২০
চিত্রেঃ ১.১৭:বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া নদী। ২০
চিত্রঃ ১.১৮: বাউফল উপজেলার একটি পুকুর। ২১
চিত্রঃ ২.১ উপজেলা দুর্যোগের সামগ্রিক ইতিহাস ২২
চিত্রঃ ২.২: জলচ্ছাসে প্লাবিত উপজেলার একটি গ্রাম। ২৩
চিত্রঃ২.৩: বন্যা পানিতে নিম্নজিত উপজেলার বাড়ীঘর ২৪
চিত্রঃ ২.৪: কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম। ২৪
চিত্রঃ ২.৫: ঘূর্ণি ঝড়ের একটি চিত্র। ২৪
চিত্রঃ ২.৬: নদী ভাঙ্গনে উপজিলার নদীর তীরের কৃষি জমি। ২৪

গ্রাফ চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থান ১৪
চিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার ১৪
চিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ পরিসংখ্যান ১৫

মানচিত্রের চিত্রের তালিকা		পৃষ্ঠা
	মানচিত্র ১.১: উপজেলার মানচিত্র	২১
	মানচিত্র ২.১: উপজেলার সামাজিক মানচিত্র	৩০
	মানচিত্র ২.২: উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩১
	সংযুক্তি ৯: আপদের মানচিত্র (সাইক্লোন)	৯২
	সংযুক্তি **১০**:আপদের মানচিত্র (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)	৯৩
	সংযুক্তি **১১**: আপদের মানচিত্র (বন্যা)	৯৪
	সংযুক্তি **১২**: আপদের মানচিত্র (অতিবৃষ্টি)	৯৫
	সংযুক্তি **১৩**: আপদের মানচিত্র (নদীভাঙ্গন)	৯৬
	সংযুক্তি **১৪**: আপদের মানচিত্র (জলচ্ছাস)	৯৭
	সংযুক্তি **১৫**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)	৯৮
	সংযুক্তি **১৬**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন)	৯৯
	সংযুক্তি **১৭**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)	১০০
	সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	১০১
	সংযুক্তি **১৯**: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিবৃষ্টি)	১০২
	সংযুক্তি **২০**: ঝুঁকির মানচিত্র নদীভাঙ্গন)	১০৩
	সংযুক্তি **২১**: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস)	১০৪
	সংযুক্তি **২২**: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)	১০৫

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কাযকারীতা, নিবিড় ও ফলাফলধর্মী কমপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশগ্রহণের উপরে নিভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলা এর মধ্যে অন্যতম। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপাজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে। ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ উপজেলায় ঘুর্ণীঝড়, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, আইলা, সিডর, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, বন্যা, খরা কোন না কোন সময় আঘাত হেনেছে। দুর্যোগের ইতিহাস পর্যোবেক্ষন করে দেখা যায় যে ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোণ, বন্যা, নদীভাঙ্গন জলচ্ছাস এই এলাকার প্রধান দুর্যোগ। হিমালয়ের কোলঘেষে ছোট্ট বদ্বীপ, বাংলাদেশ। নদী মাতৃক এ দেশে যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলা ভূমি। প্রকৃতি আর জনপদ যেন এখানে মিলে মিশে এক অপরূপ ভালোবাসার সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছে। প্রকৃতি এখানে দ্বৈত স্বাতন্ত্রে, নিজস্ব স্বরূপে বলীয়ান। কখনও সে অসম্ভব কোমল সৌন্দর্যে বিকশিত, আবার কখনও সে, ভীষণ ভয়াল মূর্তীতে মৃত্যু সংহারী রূপে ধাবমান, প্রানঘাতী। ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোণ, বন্যা, নদীভাঙ্গন যেন এদেশের চিরাচরিত প্রাকৃতিক ঘটনা। আবহমান কাল ধরেই বাংলার মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে, বেচে আছে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে। দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য করা হবে।

পটুয়াখালী জেলা গঠনকারী এলাকা প্রাচীন রাজত্ব চন্দ্রদীপ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯০ খ্রিঃ লর্ড কর্নওয়ালিস ভারত শাসন সংস্কার আইনে বাকেরগঞ্জ জেলাকে ১০টি থানায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে বাউফল থানা অন্যতম। তাছাড়া ১৮৬৭ সালের ২৭ মার্চ কোলকাতা গেজেটে পটুয়াখালী মহকুমা সৃষ্টির ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এ মহকুমার অধীনে ৪ টি থানার মধ্যে বাউফল অন্তর্ভূক্ত ছিল। পূর্বে এ এলাকায় ছিল অনেক ধরণের বৃক্ষাদি, এই বৃক্ষাদির মধ্যে এক ধরণের গাছ জনসাধারণের কাছে বাউ গাছ নামে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল এবং ঐ গাছের নাম অনুসারে অত্র এলাকার নাম হয় বাউফল। ১৮৭৪ সালের আগস্ট মাসে যখন এখানে পুলিশ স্টেশন করা হয় তখন উক্ত নাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আগা বাকের খাঁর শাসন আমলে দক্ষিণ বাংলার ইতিহাস অনুযায়ী অত্র এলাকার নাম বাউফল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় ০২ জুলাই, ১৯৮৩খ্রিস্টাব্দে। উপজেলার জনসাধারন প্রকৃতিগতভাবেই উৎসব প্রিয়। এই জনপদের ধর্মীয় ও সমাজিক উৎসবগুলোতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহন লক্ষণীয়। এখানে প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর পাশাপাশি জগদাত্রীপূজা,নীল পূজা,মনসা পূজা, নাম কীর্তন, পৌষ সংক্রান্তিতে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা, দয়াময়ীর মেলা প্রধান। এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায় উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও বাউফল উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ বাউফল উপজেলার পরিচিতি

পলি, দো-আশঁ ও এটেল মাটি সমৃদ্ধ বাউফল উপজেলা। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এ এলাকার অন্যতম ঋতু বৈচিত্র। নাতিশীতোষ্ণ বাউফল অঞ্চলে শীত গ্রীষ্মের আমেজে ভরপুর।বাউফল উপজেলার উত্তরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী সদর ও দুমকী উপজেলা, দক্ষিনে গলাচিপা উপজেলা এবং পূর্বে তেঁতুলিয়া নদী। বাউফল উপজেলা বাংলাদেশের সাগর কন্যা পটুয়াখালী জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি নন্দিত জনপদ হিসেবে পরিচিত। জেলা সদর থেকে মাত্র ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। এ উপজেলায় বিখ্যাত কালাইয়া কমলা রানীর দীঘি রয়েছে। বাউফল ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ছিল ভরপুর। সুনিবিড় অরণ্যানী, উদ্ভিদ-প্রাণী এবং নদীনালা, জলাশয় পূর্ণ এ অঞ্চলটি এর অংগকে সাজিয়ে তুলছিল সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের পূর্বে বিশাল তেতুঁলিয়া নদী, পশ্চিমে খরস্রোত লোহালিয়া নদী ও উত্তর-পশ্চিমে কারখানা নদী বয়ে গেছে। এছাড়া উপজেলার মধ্যখানে ছোট-বড় অনেক নদী ও খাল রয়েছে। সমুদ্র উপকুলীও অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলার আওতায় ঘরবাড়ি সাধারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট, গোলপাতা, খড়, মাটির টালি, ইট, বালি, রড, সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। এ অঞ্চলে কাঠের তৈরী পাটাতন দোতলা লক্ষ্য করা য়ায়, তাছাড়া এ এলাকায় ইট,বালি,সিমেন্ট,রড় দ্বারা তৈরী

চিত্রঃ১.১: বাউফল উপজেলা পরিষদ।

দালানকোঠার সংখ্যা খুবই কম।

১.৩.১. ভৌগোলিক অবস্থান

বাউফল উপজেলা ২২০৮০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৩৮ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। বাউফল উপজেলার উত্তরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী সদর ও দুমকী উপজেলা, দক্ষিনে গলাচিপা উপজেলা এবং পূর্বে তেঁতুলিয়া নদী। বাউফল উপজেলা বাংলাদেশের সাগর কন্যা পটুয়াখালী জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি নন্দিত জনপদ হিসেবে পরিচিত। জেলা সদর থেকে মাত্র ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত।এ অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। এ উপজেলায় বিখ্যাত কালাইয়া কমলা রানীর দীঘি রয়েছে।

১.৩.২ আয়তন

বাউফল উপজেলার আয়তন ৪৮৭ বর্গ কিমি নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ১৪ টি। মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১২৬ টি, গ্রাম ১৪৭টি, মহল্লা ১৩৫টি। বাউফল উপজেলার অন্তর্ভূক্ত বাউফল পৌরসভা বর্তমানে বি গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। নিম্নে জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নামঃ

টেবিল নম্বর ১.১: জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম।

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোডনম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
বাউফল (৩৪)	আদাবারিয়া (১০)	আদাবাড়িয়া, আতশখালি, দক্ষিণ লক্ষিপাশা, উত্তর লক্ষি পাশা, কাশিপুর, মাধবপুর, সাবুপুর, সাপলেজা, মহেশ্বরদী। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৯ টি)
	বাউফল (২৯)	বাউফল, আলিপুর, বিল বিলাশ, দক্ষিণ হোস্নাবাদ, গোশিঙ্গা, তায়না, জৌতা। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৭ টি)
	দাস পাড়া (৩৫)	দাস পাড়া, চর আল্লি, বাহির দাস পাড়া, খাজুর বাড়িয়া। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৪ টি)
	কালাইয়া (৫৩)	কালাইয়া, শাওলা, কর্পূরকাঠি, দিয়ারা কচুয়া, চর মিজান, বাজে সন্ধি, চর বলন্তি। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৭ টি)
	নওমালা (৮৩)	নওমালা, বট কাজল, ভাংড়া, মাওসাধি, নিজবাট কাজল। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৫ টি)
	মদনপুর (৭৭)	মদনপুর, চান্দাপাড়া, দৈপাশা, মাঝপাড়া, রাম লক্ষণ হাওলা। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৫ টি)
	বগা (১১)	বগা, বামনীকাঠী, বনজোরা, চাবুয়া, চান্দপাল, ধাউরাভাঙ্গা, কাউখালি, মাধবপুর, পশ্চিম কাইনা, রাজনগর, সাবুপুর, সন্ন্যাশি কান্দা, শাপলা খালি। (মোট মৌজা সংখ্যা= ১৩ টি)
	কনকদিয়া (৬৫)	কনকদিয়া, আমিরাবাদ, আইলা, বাউলতলি, বিপাশা, হোগলা, ঝিলনা, কলতা, কাঠিকুল, কুম্ভখালি, নারায়নপাশা। (মোট মৌজা সংখ্যা= ১১ টি)
	সূর্য্যমনি (৯৫)	সূর্য্যমনি, গাজিমাঝি, গোয়ালিয়া বাঘা, ইন্দ্রাকুল, কালিকাপুর, মিঠাপুকুরিয়া, নারায়নপুর, পাঙ্গাশিয়া, রামনগর, সানেশ্বর। (মোট মৌজা= ১০ টি)
	কেশবপুর (৭১)	কেশবপুর, বাজেমহল, ভরপাশা, চর হেদায়েত আলি, চর মবিনপুর, ফাজিল পুর, মল্লিকডোবা, মমিনপুর, জাফরাবাদ। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৯ টি)
	ধুলিয়া (৪১)	ধুলিয়া, আদাবড়াল, আলোকি চান্দকাঠি, বসুদেবপাশা, চান্দকাঠি, চর বসুদেবপাশা, চর চাঁদ কাঠি, ঘুরচাকাঠি, মঠবাড়িয়া, তেতুলিয়া, উত্তর হোস্নাবাদ। (মোট মৌজা সংখ্যা= ১১ টি)
	কালিসুরি (৫৯)	কালিসুরি, বড় আড়াইনাথ, চিতকা, দক্ষিণ কবিরকাঠি, ধুলাপাড়া, পাতিলাপাড়া, ওনাহরা, রাজাপুর, রংভৈরব, শিবপুর, সিংড়াকাঠি, উত্তর কবির কাঠি। (মোট মৌজা= ১২ টি)
	কাছিপাড়া (৪৭)	কাছিপাড়া, আমরখালি, আনারশিয়া, চর রঘুনাথপুর, ছত্রাকান্দা, দেওবাশদিয়া, কারখানা, মান্দারবন, পাকডাল। (মোট মৌজা সংখ্যা=০৯টি)

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোডনম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
	নাজিরপুর (৮৯)	আলোগি, বাকলা তাতেরকাঠি, বড় তালিমা, চর বরেট, চর ইশান্ত, চর কচুয়া, চর মিয়াজান, চর নিমদি, চর পাচখাজুরিয়া, চর রায় সাহেব, চর ওয়াদেব, তাতেরকাঠী, ছোট তালিমা, ধান্দিকচুয়া, কিস্মত পাচখাজুরিয়া, নাজিরপুর তাতেরকাঠি, নিজ তাতেরকাঠি, নিমদি, রামনগর তাতেরকাঠি, সুলতানাবাদ তাতেরকাঠি। (মোট মৌজা সংখ্যা= ২০ টি)

১.৩.৩ উপজেলার জনসংখ্যা

পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,১০,৫০৮ জন যার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা ১,৪৭,২৩২ মহিলা সংখ্যা ১,৬৩,২৭৬ জন এর মধ্যে ২,১৬,৯৯৬জন মুসলিম, ১১,৬২৮জন হিন্দু, বৌদ্ধ ১জন, আন্নান্য ৬জন। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬২৬ জন/ প্রতি বর্গ কিমি, মোট ৬৭,৮৩৩টি পরিবার বসবাস করে।

টেবিল নম্বর ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫) %	বৃদ্ধ (৬০+) %	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
আদাবারিয়া	৮,৩৪০	৯,৩১৯	৩৯.৪	৮.৬	১.২	১৭,৬৫৯	৩,৭৮৭	১২১৫৬
বাউফল	৯,৯৭৮	১১,১১৬	৩৭.৪	৯.৩	১.২	২১,০৯৪	৪,৭১৬	১৫৫৪২
দাস পাড়া	৯২৯৬	৯৭৫৬	৩৭.৩	৯.৩	১.২	১৯০৫২	৪০৩৫	১৩৪৫১
কালাইয়া	১২২৪৭	১২৮৭৬	৩৬	৯.১	২.১	২৫,১২৩	৫,৫২৮	১৭৭২১
নওমালা	৮,৬৯০	৯,৮৭০	৪০.১	৮.৯	২.০	১৮,৫৬০	৪,১০৩	১৩৪৬৮
মদনপুর	৭,৭৯৮	৯,০২৬	৩৬.৪	১০.৬	১.৩	১৬,৮২৪	৩,৭৬৮	১২২৬৭
বগা	১০,৬৩৭	১১,৯২২	৩৬.২	৯.৫	১.১	২২,৫৫৯	৪,৮৫৯	১৬৮১৫
কনকদিয়া	৮,৮২৪	১০,৬৯৫	৩৬.৭	১০.৬	২.১	১৯,৫১৯	৪,৪৭১	১৪৮৪৭
সূর্য্যমনি	৯,২১৩	১১,১৩০	৩৭.৮	৯.৮	১.৭	২০,৩৪৩	৪,৫৫৪	১৪৮৮১
কেশবপুর	১৩,২৯০	১৪,৪২৮	৩৭.৬	৯.৩	১.৭	২৭৭১৮	৫,৯১৬	১৮৫৬৪
ধুলিয়া	৮,৩২৬	৮,৫১৫	৩৫.৭	৯.৪	.৯০	১৬,৮৪১	৩,৯৯১	১১৫৮৩
কালিসুরি	১০,৬৪৩	১১,৬০৬	৩৪.৭	৯.৮	১.৬	২২,২৪৯	৫,২৭৪	১৫৪১০
কাছিপাড়া	৭,৬৭৫	৮,৭৬১	৩৫.৫	১০.৮	১.৭	১৬৪৩৬	৩,৯৫০	১১৮৫৫
নাজিরপুর	১৩৯৩৫	১৪,৯৩৭	৩৮.৯	৮.২	১.৪	২৮,৮৭২	৬,৩৪৩	১৭৩৪৭
পৌরসভা	৮,৩৪০	৯,৩১৯	৩৯.২	১৫.৯	১.৪	১৭,৬৫৯	২৪৬৭	৭৫০১০
মোট	**১৪৭২৩২**	**১৬৩২৭৬**	**৬৮.১**	**১৭.৪**	**২.৯**	**৩১০৫০৮**	**৬৭৮৬২**	**২৮০৯১৭**

তথ্য সূত্রঃআদমশুমারী, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

বাউফল মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি ও মৎস। বাউফল উপজেলার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ই কৃষি ও মৎস্যের উপর নির্ভরশীল। খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না হওয়াতে শিল্প-

চিত্রঃ ১.২: বাউফল উপজেলার ঐতিয্যবাহি মৃৎশিল্প।

কারখানা তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থাকলেও কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য বলতে বাঁধ, স্লুইস গেট,রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট ইত্যাদি বোঝায়। তবে এ উপজেলাতে ছোট পরিশরে কুটির শিল্প, মৃৎশিল্প, পাট শিল্প, বিড়ি শিল্প, গাছের ব্যবসা, মাছের ব্যবসা, চাল ও ডালের ব্যবসা রয়েছে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

বাউফল উপজেলায় অসংখ্য বাঁধ রয়েছে। কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে পুর্বশৌ্লা হয়ে বাজে সন্দীপ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ বাঁধ। দামনি কাঠী থেকে সন্যাসী কান্দা হয়ে দামনীকাঠী পর্যন্ত ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ। সন্যাসী কান্দা থেকে বগা ব্রীজ পর্যন্ত ০৯ কিঃমিঃ বাঁধ সহ এ উপজেলার চারপাশ দিয়ে ১২৭ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে যা আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া নারায়াণপাশা খাল, কুম্ভখালী খাল, আমিরাবাদ বাউলতলি খাল, পূর্ব নারায়াণ পাশা খাল, পাকশিরা খার খালে একটি করে রেগুলেটর নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া কালতা খালে ২টি রেগুলেটর আছে।

চিত্রঃ ১.৩: বাউফল উপজেলার তেতুলিয়া নদীর তীরে ভাংগা বাধ।

স্লুইস গেট

এলজিইডি এর তথ্য মতে এ উপজেলায় অসংখ্য স্লুইচগেট রয়েছে। পানি নিষ্কাশনের এক মাত্র পথ তেতুলিয়া হওয়ায় সবগুলো স্লুইচ গেটই উক্ত নদীর সংলগ্ন খালে। নারায়াণপাশা খাল, কুম্ভখালী খাল, আমিরাবাদ বাউলতলি খাল, পূর্ব নারায়াণ পাশা খাল, পাকশিরা খার খালে একটি করে রেগুলেটর নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া কালতা খালে ২টি রেগুলেটর আছে। যা বন্যা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অতিরিক্ত পানিও এ গেট গুলো মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

চিত্রঃ ১.৪: উপজেলার একটি নদী সংলগ্ন স্লুইচ গেট।

ব্রীজ ও কালভার্ট

বাউফল উপজেলায় মোট ২২৬ টি ব্রীজ ও ৬৪৮ টি কালভার্ট আছে। এছাড়া নুরিনপুর বাড়িপাশা নদীর উপর ধুলিয়া বাজার এর নিকটে একটি ১০ মিঃ গার্ডার ব্রীজ, কালিশূরী নদীর উপর ১২০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ, কনকদিয়া বাজারের নিকটে ১৫ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ, ছোটো বালিয়াতলি বাজারে বালিয়াতলি লঞ্চঘাট সংলগ্ন ৪৫ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ, মদনপুরা সরদার বাড়ীর নিকটে ২০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ, সূর্যমনি-কনকদিয়া বাজার খালের উপর ৩৬ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ, বগা ইউপি তে ঝিলনা বাজারে ঝিলনা খালের উপর ৩৬ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ, একটি ১৫ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ, বগা জিসি-কনকদিয়া হাট-সূর্যমনি-কালিশূরী জিসি সড়কে ২টি ২০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণাধীন রয়েছে। পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নে মোট কালভার্ট ৬৪৮টি। এছাড়া ৫৩ টি বক্স কালভার্ট ও ১৯ টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণাধীন রয়েছে। এর মাঝে বগা জিসি-খনকদিয়া হাট-সূর্যমনি-কালীশূরী জিসি রাস্তাতেই ১৬ টি বিভিন্ন আকারের বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা কালভাট ১৮টি, বগা (RHD) থেকে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট সংখ্যা ২৪ টি, মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালাইয়া

গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তায় কালভাট সংখ্যা ১৯টি, বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তায় কালভার্ট সংখ্যা ৩০ টি, কালিসুরি ইউপি (কুমারখালি ব্রিজ) থেকে কানাকান্দিয়া বাজার হয়ে নুরাইনপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৯টি, বগা ইউপি থেকে সাবুপুর হাট নওমালা পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১১টি।

রাস্তা

চিত্রঃ ১.৫: বাউফল উপজেলার মাটির রাস্তা

উপজেলায় মোট ২৫৮ টি রাস্তা রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৩০৪৩৭৯.৩১ কি:মি:। এই রাস্তাঘাট গুলি দুর্যোগ কালিন সময় গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া সহ অন্যান্ন পশুপাখির আশ্রয় স্থান হিসাবে ব্যাবহার হয়। এলজিডি এর তথ্য মতে বাউফল উপজেলের রাস্তাগুলো নিম্নে দেয়া হল-

বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত ১৪.৫কিমিঃ রাস্তা । যার মধ্যে ১৪.৫ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভাট সংখ্যা ১৮টি। বগা (RHD) থেকে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৪.৭কিমিঃ । যার মধ্যে ১৪.৭ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ২৪ টি। মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালাইয়া গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৪.৭৫কিমিঃ । যার মধ্যে ১৪.৫ কিমিঃ ই পাঁকা ও .০৫ কাঁচারাস্তা রয়েছে। এখানে কালভাট সংখ্যা ১৯টি। বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৭.৯৯কিমিঃ । যার মধ্যে ১৭.৯৯ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ৩০ টি। মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৪কিমিঃ। যার মধ্যে ১৪ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ৩০ টি। কালাইয়াবগ্রথ সেন্টার থেকে নওমালা ইউপি হয়ে হাজির হাট হয়ে পটুয়াখালি জেলা হেড কোয়াটার রোড(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৯.৪৪কিমিঃ । যার মধ্যে ১৯.৪৪ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ১৮ টি। বগা গ্রথ সেন্টার থেকে সোনামিয়ারহাট হয়ে টাগরীরহাট হয়ে বড়গোপালদি হয়ে দশমিনা উপজেলা হেড কোয়াটার(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০.২৮কিমিঃ । যার মধ্যে ১০.২৮ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৯ টি। বাজার থেকে দশমিনা উপজেলা (বাউফলের অংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০২৬কিমিঃ । যার মধ্যে ১০.২৬ কিমিঃ ই পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৬টি।

বাউফল ইউনিয়ন মোট রাস্তা

চিত্রঃ ১.৬: বাউফল উপজেলার পাঁকারাস্তা

কালিসুরি ইউপি (কুমারখালি ব্রিজ)থেকে কানাকান্দিয়া বাজার হয়ে নুরাইনপুর বাজার পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ১২.৫কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ৭.৩কিমিঃ, পাঁকা ৫.২কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৯টি। বগা ইউপি থেকে সাবুপুর হাট নওমালা পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ১১.৭৮কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ৭.২৮কিমিঃ, পাঁকা ৪.৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১১টি। মদনপুরা ইউপি থেকে কানাকান্দির বাজার পর্যন্ত ১৪.৮৫ কিমিঃরাস্তা, পাঁকা ১৪.৮৫কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ২৯টি। কালিসুরি ইউপি থেকে পোনাহরা মাদ্রাসা হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত ৭.৮৯ কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ২.১৪ কিমিঃ, পাঁকা ২.৭৫ কিমিঃ ইটের রাস্তা ৩কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৭টি। কালিসুরি ইউপি থেকে কাছিপাআ হয়ে গপালিয়া বাজার পর্যন্ত ১০.২৮কিমিঃরাস্তা, পাঁকা ১০.২৮কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১১টি। ধুলিয়া ইউপি থেকে রাবাইর বাজার হয়ে মঠবাড়ীয়া হাই স্কুল হয়ে কালামির বাজার পর্যন্ত ৫.৫কিমিঃ, কাঁচা .২৬কিমিঃ, পাঁকা ৫.২৪কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১০টি। কালিসুরি ইউপি থেকে ধুলিয়া ইউপি হয়ে লঞ্চঘাট বাজার পর্যন্ত ৬.২২কিমিঃ, পাঁকা ৬.২২কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১২টি। ধুলিয়া বাজার থেকে জামালকাঠি হয়ে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত ৫.২৫কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ৫.১৯কিমিঃ, পাঁকা .৬কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪টি। ধুলিয়া বাজার থেকে কেশবপুর নাজিরপুর হয়ে বাউফল উপাজেলা পর্যন্ত ২১.২৭কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৭.০৩কিমিঃ, পাঁকা ১১.৭৫কিমিঃ ইটের রাস্তা ২.৫কিমিঃ এই

রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ২৯টি। কেশপপুরি ইউপি থেকে বাজেমহল হাই স্কুল হয়ে মনিপুর গ্রথ সেন্টার হয়ে বাদামতলির হাট পর্যন্ত ৫.৩কিমিঃরাস্তা,কাঁচা ৩.২৫কিমিঃ, পাঁকা ১.৭কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৯টি। কানাকান্দি বাজার (উপজেলার রোড) থেকে কানাকান্দি জিলনাবাজার পর্যন্ত ৭.৮কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৫.৩কিমিঃ, পাঁকা ২.৫ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৫টি। কানাকান্দি ইউপি (আমড়িবাধ বাজার) থেকে মধ্য মদনপুরা বাজার হয়ে চৌরাস্তা বাজার হয়ে তেতুলতলি নদী রোড় পর্যন্ত ১৫.৮কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ১৩.২কিমিঃ, পাঁকা ১.৫কিমিঃ ইটের রাস্তা ১.০৫ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪টি। নাজিরপুর ইউপি থেকে উপজেলা হেড কোয়াটার হয়ে দাসপাড়া ইউপি হয়ে মইসাদি বাজার পর্যন্ত ১২.২৬ কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ৪.১২ কিমিঃ, পাঁকা ৬.৯৫কিমিঃ ইটের রাস্তা ১.৫৬ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৫ টি। কালাইয়া (লঞ্চঘাট)থেকে বাগীহাট পর্যন্ত ১০.৪কিমিঃরাস্তা,তার মধ্যে পাঁকা ১০৪ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪ টি। কালাইয়া ইউপি (ল্যাংডা মুন্সির পোল) থেকে হাসনাবাদ বাজার হয়ে সিবপুর বাজার হয়ে দশমিনা হয়ে লেবুখালি পটুয়াখালি মেইন রোড পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ১৪.৬৫কিমিঃ। তার মধ্যে কাঁচা ৯.৬ কিমিঃ, পাঁকা ৫.০৫ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১২ টি। বাউফল হেড কোয়াটার থেকে নওমালা ইউপি অফিস রোড পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ১০কিমিঃ।তার মধ্যে কাঁচা ২কিমিঃ, পাঁকা ৮কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১১টি। কানাকান্দি ইউপি থেকে বিরপাশা বাজার হয়ে সিটকা চেয়ারম্যান বাজার হয়ে মইসাদি বাজার পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ১১.৫১কিমিঃ।তার মধ্যে কাঁচা ১০.৪৬কিমিঃ, পাঁকা ১.০৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১১টি। মদনপুরা ইউপি(কাগজির পুল)থেকে বাবুর হাট হয়ে মাইসাদি বাজার পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ৯.৫কিমিঃ।তার মধ্যে কাঁচা ৬.৭কিমিঃ, পাঁকা ২.৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৬টি। নুরাইনপুর বাজার থেকে সুরাজমনি ইউপি হয়ে বাদেরহাট পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ৮.১৮কিমিঃ।তার মধ্যে কাঁচা ৩.৯৮কিমিঃ, পাঁকা ৪.২কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৬টি। বগা (বাহেরাগর পুকুর পাড়) থেকে আশুরির হাট পর্যন্ত মোট দৈঘ্য ৬.৫কিমিঃ।তার মধ্যে কাঁচা ৬.৫কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৫টি। বাউফাল ইউপি (শেরে-বাংলা রোড)থেকে নওমালা বিডিসি রোড পর্যন্ত ৮.২৫ কিমিঃ রাস্তা,পাঁকা ৮.২৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৯টি। কালিশুরি ইউপি থেকে প্যনার বাজার হয়ে হোস্নাবাদ হাট পর্যন্ত ৫.৫ কিমিঃ রাস্তা,পাঁকা .১৫ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৮টি। কালিশুরি ইউপি থেকে কেশবপুরহাট হয়ে নুরাইনপুর খেয়াঘাট হয়ে তালতলি বাজার রোড পর্যন্ত ১২কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৪.২কিমিঃ, পাঁকা ২.২২কিমিঃ, ইটের রাস্তা ৫.৫৮কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৬টি। নুরাইনপুর বাজার থেকে মধ্যেরহাট হয়ে আকবারি দাখিল মাদ্রাসা হয়ে সুরাজমনি ইউপি পর্যন্ত ৩.৯ কিমিঃরাস্তা,কাঁচা ২.৯ কিমিঃ, পাঁকা ১ কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ৪টি। বত্তলা বাজার থেকে সুরাজমনি ইউপি হয়ে কানাকান্দি বাজার পর্যন্ত ৪.৭কিমিঃ রাস্তা,কাঁচা ৪.৭কিমিঃ,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ৩টি। মদনপুরা ইউপি (বিলবিলাস বাজার) থেকে ডগরাবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে উঃমদনপুরা দাখিল মাদ্রাসা হয়ে রামনাবাধ বোড বাজার হয়ে চন্দ্রাপারা বাজার রোড পর্যন্ত ৭.২৫কিমিঃরাস্তা, কাঁচা ৬.৬৫ কিমিঃ,ইটের রাস্তা .৬ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ৭টি। কেশবপুর ইউপি থেকে রাবিরবাজার হয়ে ধুলিয়া ইউপি রোড পর্যন্ত ৮.৯কিমিঃ রাস্তা,কাঁচা ৭.৯কিমিঃ, পাঁকা ১কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪ টি। কালিশুরি ইউপি থেকে (কুমারখালি ব্রীজ) হয়ে সিতকাবাজার হয়ে হিসবুল্লাবাজার পর্যন্ত ৫.৫কিমিঃরাস্তা, কাঁচা .৬কিমিঃ, পাঁকা .৯কিমিঃ ইটের রাস্তা ৪কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪টি। উপজেলা হেড কোয়াটের (বাংলাবাজার)থেকে বড়দালিমা হয়ে কালাইয়া ইউপি পর্যন্ত ৪.৫কিমিঃ রাস্তা,কাঁচা ১.৫কিমিঃ, পাঁকা ৩কিমিঃ,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪টি। আদাবাড়ীয়া ইউপি থেকে হাতেম মৃধারহাট হয়ে হাজিরহাট হয়ে দশমিনা উপজেলা পর্যন্ত ৯.৫কিমিঃরাস্তা, কাঁচা .৮কিমিঃ, পাঁকা ৮.৭কিমিঃ ইটের রাস্তা,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৯টি। বগা উপজেলা থেকে জেলে বাজার হয়ে বিরপাশা বাজার রোড পর্যন্ত ৯.৪কিমিঃ রাস্তা,তার মধ্যে কাঁচা ৯.৪কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৫টি। বাউফল ইউপি থেকে বিলবিলাস বাজার হয়ে মধ্য মদনপুরাবাজার হয়ে কেসবপুর বাজার হয়ে মমিনপুর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত ২০.৪৫কিমিঃরাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১৪.৯৯কিমিঃ,পাঁকা ২.৫৫কিমিঃ ইটের রাস্তা ২.৭১কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৫টি। এখানে আরও ১টি কাল্ভাট প্রয়োজন। ধুলিয়া ইউপি থেকে হোস্নাবাধ বাজার পর্যন্ত ৫.৮কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ২.৫৯কিমিঃ, পাঁকা ৩.২১কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৪টি। বাউফল (বিলবিলাস বাজার) থেকে অলিপুরা বাজার হয়ে চেয়ারম্যান নুরু মিয়ার বাড়ী হয়ে কালাইয়া ইউপি পর্যন্ত ১২.৫কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৯.২কিমিঃ, পাঁকা ৩.৩কিমিঃ ইটের এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১৪টি। কাছিপাড়া ইউপি থেকে জয়বাঙ্গিলা বাজার হয়ে কারখানা বাজার হয়ে পড়ীরহাট হয়ে দরিয়াবাধ(UZR) পর্যন্ত ১১.৫কিমিঃ রাস্তা,কাঁচা ৭ কিমিঃ, পাঁকা ৪.৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ১০টি। নাজিরপুর ইউপি থেকে নিমদি লঞ্চঘাট হয়ে বাক্লা তাতেরকাঠীর হাট হয়ে নুরাইনপুর বাজার পর্যন্ত ১২.৪কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ১১.৪৫কিমিঃ, পাঁকা .৬কিমিঃ ইটের রাস্তা .৩৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৭টি। নুরাইনপুর ইউপি থেকে ধান্দী সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ হয়ে চন্দ্রপাড়া বাজার রোড পর্যন্ত ৩.৯কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৩.৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা .৪কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৩টি। নাজিরপু ইউপি থেকে ধানন্দী রেজিঃ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে কালাইয়া গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত ৭.৯৫কিমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৭.৯৫কিমিঃ,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০১টি। কাছিপাড়া ইউপি হয়ে হিসজ্জাতাত সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ হয়ে বাহিরচর বাজার রোড পর্যন্ত ৪.৮কিমিঃরাস্তা কাঁচা ৩.৮কিমিঃ,পাঁকা রাস্তা ১কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০২টি। বগা ইউপি থেকে বাম্নিকাঠী বাজার হয়ে পটুয়াখালি এইচ/কিউ (বাউফলের অংশ)পর্যন্ত মোট ৬.৫কিমিঃরাস্তা,কাঁচা ৫কিমিঃ, পাঁকা রাস্তা ১.৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৩টি। আদাবাড়ীয়া ইউপি থেকে আশুরিয়ারহাট(UZR) পর্যন্ত ৩.৫কিমিঃরাস্তা,তার মধ্যে কাঁচা

৩.৫কিমিঃ,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৪টি। দাসপাড়া ইউপি থেকে চর আলোগী সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ হয়ে মহিসাদি বাজার পর্যন্ত মোট ৭.৬৩কিমিঃরাস্তা,কাঁচা ৫.১৫কিমিঃ,পাঁকা রাস্তা ২.৫কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৪টি। কনকদিয়া ইউপি থেকে বউলতলি বাজার হয়ে জেলে বাজার পর্যন্ত ৭.৫কিমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৭.০৮কিমিঃ, পাঁকা রাস্তা .৪২ কিমিঃ এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০২টি। নাজিরপুর ইউপি থেকে চর রায় সাহেবের বাজার হয়ে ওয়াডলিবাজার পর্যন্ত মোট ৯.৫কিমিঃ রাস্তা,কাঁচা ৯.২কিমিঃ,পাকা রাস্তা .৩কিমিঃ এই রাস্তায় কোন কালভার্ট নেই। কানাকান্দী ইউপি থেকে দিপাশিয়া বাজার হয়ে মদনপুরা বোড সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে জারখালিব্রীজ হয়ে নাজিরপুর হাই স্কুল হয়ে নাজিরপুর ইউপি (তেতুলিয়া নদীঘাট) পর্যন্ত ১৬.৫কিমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১৬.৫কিমিঃ,এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৪টি। কেশবপুর ইউপি (বাহিরহাট) থেকে মমিনপুর গ্রথ সেন্টার হয়ে কালামির বাজার পর্যন্ত ৭কিমিঃরাস্তা,তার মধ্যে কাঁচা ৭কিমিঃ, এই রাস্তায় কালভার্ট রয়েছে ০৩টি।

ভিলেজ রোড-A

বাহির চর হাট থেকে কারখানা ব্যাংক পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৫মিঃ,৫.৫ কিমিঃকাঁচা, ১ কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৬ টি। কাছিপারা তালুকদার বাড়ী থেকে দরিয়াবান্দা হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ৫.৪কিমিঃ মধ্যে ৫.৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৭ টি। সানানখোলা থেকে ধলাপাড়া সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা ৬.৫৩কিমিঃ, ৬.৫৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। মাথাবাড়ীয়া খানবাড়ী থেকে কালিশুরি ব্রীজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.২ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। শিকদার বাজার থেকে এস,এম সেলিম পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩৭কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৩৭ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৬ টি। কালামিয়াহাট হয়ে জাফরাবাদ হয়ে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা৬.৫৪কিমিঃ। যার মধ্যে ৬.৫৪ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৭ টি। গোলাম হোসেন শিকদার থেকে জাফরাবাদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.৫ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। গাজীমাঝি লঞ্চঘাট থেকে সিতকাবাজার হয়ে গুলবাগ পর্যন্ত মোট রাস্তা০৪কিমিঃ । যার মধ্যে ০৪ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪টি। জনতাসাংগ থেকে গুলবাগ পাঁকা মসজিদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৮৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.৮৫ কিমিঃ কাঁচ ও ১কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। হাসেম হাওলাদের বাড়ী থেকে জাইলনা লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৬৩কিমিঃ । যার মধ্যে ৬.৬৩ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। বীরপাশা লতিফের বাড়ী থেকে জয়গোড়া অকনের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৪কিমিঃ । যার মধ্যে ১.৯৪কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। চর ওয়াদেল এনায়েতুল্লারবাড়ী থেকে চর রায়সাহেব পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৩৮কিমিঃ । যার মধ্যে ৬.৩৮ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। আয়নাবাস কালাইয়া থেকে কারপুরকাঠী খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.২কিমিঃ । যার মধ্যে ৬.১ কিমিঃ কাঁচ ও ১কিমি পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। কালাইয়া বগি বাজার থেকে জাহঙ্গীর রোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ২.৫ কিমিঃ কাঁচ ও ২ কিমিঃপাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। পুঃখাজুরাবাড়ীয়া থেকে কালাইয়া ডিসি রোড পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৮কিমিঃ । যার মধ্যে ৬.৮ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। মিরদাবাড়ী থেকে খান বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭৯কিমিঃ । যার মধ্যে ২.৭৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কোন কালভার্ট নেই। খাজুরবাড়ীয়া স্কুল থেকে কলেজ রোড পর্যন্ত মোট রাস্তা৫.৩৯কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.৩৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। কালাইয়া ডিসি রোড থেকে দাসপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১৯কিমিঃ, যার মধ্যে ১.১৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কোনকালভার্ট নেই। আরো ১টি প্রয়োজন। গোসিংগা রেজিঃসঃপ্রাঃ বিদ্রাঃ থেকে আব্দুল হকের বাড়ী হয়ে রাশিদা মাদ্রাসা হয়ে বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৫ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। ডিসিরোড থেকে হোলাবানিয়াহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৯কিমিঃ, যার মধ্যে ৩.৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। নোমালা সোনামারুহাট থেকে ডিসিরোড পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৭কিমিঃ। যার মধ্যে ৬.২ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা ও .৫কিমিঃপাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। পাতিলাপাড়া হাতেমআলি রেজিঃসঃপ্রাঃবিদ্যাঃ হয়ে কালিশুরি বাহিরচর রোড পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫১কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.৫১ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। বাহিরচর গ্রথ সেন্টার থেকে হাজিপুর লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৬কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৪৬ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। কুমারখালী থেকে হিজবুল্লাবাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৯৪কিমিঃ। যার মধ্যে ২.০৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা,.৮কিমি পাঁকা রাস্তা ও ১.০৫কিমি ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। ভরনতলা হাট থেকে মিহিন্দিপুরহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৬কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.৬ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ৪ টি। ঘুরচাখাতি মঠবাড়িয়া খানকা থেকে মিহিন্দিপুর কালিশুরি রোড পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৪কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৯৪ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। কালিশুরি থেকে চিকনিকান্দি হাই স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫৩কিমিঃ । যার মধ্যে ২.৫৩ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। কালিসুরি গোয়াইলাবাড়ী ব্রীজ থেকে কমলাপুর রানীবাড়ী

পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.০৮কিমিঃ। যার মধ্যে ৪.০৮ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ১২ টি। আরো ০৩টি প্রয়োজন। N.S হাইস্কুল থেকে কেশবপুর কলেজ হয়ে বাজেমহল হাইস্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৯৩কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৯৩ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। সানশের আব্দুল আজিজ রারি বাড়ী থেকে ইসানউদ্দিন আকন বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ০৪কিমিঃ। যার মধ্যে ০৪ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। পাড়েরহাট থেকে জাইলনা সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে জাইলনা লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৭৫কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৭৫ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। বাহিরচর GCCR থেকে আইলাগাজীবাড়ী হয়ে জাইলনা লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৬কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৪৬ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। HRD পাতেরপোল থেকে শিবুপুরাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৭ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা ও ১কিমিঃ পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। নাগরেরহাট থেকে মহিসাদি পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৫কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৪৫ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। পঃ পাশের চাবুয়া মাদ্রাসা থেকে ভাংরা সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫৯কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৫৯ কিমিঃ কাঁচ রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। বালিয়া সঃ প্রাঃবিদ্যাঃ থেকে সাবুপুর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭৩কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৭৩ কিমিঃ পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। আয়নাবাজ কালাইয়া বহরাম্পুর ব্রীজ থেকে সৌলা ওইয়াপদা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫৬কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৫৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। সাউথ সিদে থেকে কালাইয়া বন্দর হয়ে কালাইয়া হাসেম হাওলাদের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। সৌলা বগি ব্রীজ থেকে ওয়াপদা ভেরিবাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯কিমিঃ। যার মধ্যে ০.৯ কিমিঃ পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। মধ্য মদমপুরা বীজ থেকে রামনগর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৫ কিমিঃ পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫টি। চর রায় সাহেব জামে মসজিদ থেকে চর নিমদীখেয়াঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৭কিমিঃ। যার মধ্যে ২.২৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০ টি। আরো ২টি প্রয়োজন। চন্দ্রপাড়া থেকে চর নিমদি খেয়াঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.২৯কিমিঃ। যার মধ্যে ৪.২৯ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। পুঃ নওমালা কলেজ থেকে ডিসি রোড় হয়ে নুরুল হুদার বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩৭কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৮৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৫ কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। নওমালা ডিসি রোড় থেকে বাটখালি আঃকাদের এর বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৪.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমিঃ পাঁকারয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। ধুলিয়াবাজার থেকে মঠবাড়ীয়া হাই স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭৫কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৭৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। দফাদার বাড়ী থেকে বারুউগীপাড়া সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬৬কিমিঃ। যার মধ্যে ০.২৯ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৩৮কিমিঃপাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০ টি। বাউফল নওমালা বিসি রোড় (হাশেম আলী হাওঃবাড়ী) থেকে শের-এ-বাংলা রোড় নুকালনাবি বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, .২কিমিঃপাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। মুসলিম পাড়া থেকে বাউফল বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১৬কিমিঃ। যার মধ্যে ১.১৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। বাহির চর থেকে কাছিপাড়া দাখিল মাদ্যাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৪কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। নুরাইনপুর (আফসার হাওঃবাড়ী) থেকে বেতালা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২কিমিঃ । যার মধ্যে ২.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। বীরপাশা থেকে খেয়াঘাট হয়ে জাইলনা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪কিমিঃ। যার মধ্যে ৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫টি। বগা বীজ (UZR)থেকে শাপলাখালি সঃপ্রাঃবিদ্যাঃহয়ে দিপাশাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৮.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। গলাবাড়ীয়া বীজ থেকে মদনপুরা ইউপি সংযোগ রোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৫ কিমিঃ পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। বহরামপুর থেকে ওয়াপদা ভেরিবাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৭৯কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৭৯ কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। সুরাজমনি ব্রীজ থেকে বেতালা বাজার হয়ে পুঃনুরাইনপুর(RPS) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। রাখাচন্ডি মেইন রোড় থেকে অলিপাড়া কাচারিবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.০৯কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.০৯ কিমিঃ কাঁচা,১কিমিঃ পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। ডিসি রোড় থেকে আশুর্য হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০.৭৮কিমিঃ। যার মধ্যে ৯.৪২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৩৬ কিমিঃ পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৬ টি। ধানন্দী বিশ্বাস বাড়ী থেকে ধানন্দীসঃপ্রাঃবিদ্যাঃহয়ে - নাসু খানবাড়ী হয়ে চৌরাস্তাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩কিমিঃ। যার মধ্যে ৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪টি। সাহাগাজীর বাড়ী থেকে ডিসী রোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৪.৫৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে ক্লাবঘর রোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ০.৫ কিমিঃ কাঁচা

রাস্তা,৩কিমিঃ পাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। কালিসুরী থেকে বাহিরচর ইউজেডআর হয়ে কামাল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী হয়ে কালিসুরি গোপালারোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, .৯পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। কালিসুরি গ্রথ সেন্টার থেকে জেএন মাদ্রাসা হয়ে মেহেন্দীপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.২কিমিঃ। যার মধ্যে ৪.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫ টি। কানাকান্দি ইউপি (কালা খানের বাড়ী) থেকে ইঞ্জিঃআঃখালেকুর খানের বাড়ী হয়ে বীরপাশা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। দক্ষিন পাশের গনি শরিফের বাড়ী থেকে বাউফল চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭কিমিঃ। যার মধ্যে ২.৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। সিতকা চেয়ারম্যান বাজার থেকে হিজবুল্লা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৩.৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, .৮কিমি পাঁকারাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। কাশিপুর খেয়াঘাট থেকে শাহজাহান পানশেদ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩৯কিমিঃ । যার মধ্যে ২.৩৯ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। জি সি সি আর পঃমদনপুরা সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে দিপাশা খেয়াঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬কিমিঃ । যার মধ্যে ৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪ টি। বীরপাশা ঈদগাঁ ময়দান থেকে মল্লিকডুবা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.০৩কিমিঃ। যার মধ্যে ২.০৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। বাউফল থেকে কালিশুরি ইউ জেড আর জামে মসজিদ থেকে মধ্য গোয়ালিয়াবাঘা আর পি এস হয়ে ইঞ্জিঃ রুহুল আমিন শিকদারের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭কিমিঃ। যার মধ্যে ১.৪৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ০.৭৫কিমিঃপাকা রাস্তা, .৫ কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। বড়দালিমা (আজিজ দফাদারের বাড়ী) থেকে আলী আহাম্মদের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩২কিমিঃ,এর মধ্যে ২.২৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩টি। মদনপুরা নতুন হাট থেকে শাপলাখালি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৪কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৬ টি। কালিশুরি ইউপি থেকে পোনাহরাহাট হয়ে কালিসুরি গোপালিয়া রোড় (চেয়ারম্যান হাট) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৬.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। আনারসিয়া এহিয়া বাড়ী থেকে কারখানা উচ্চ বিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.০৭কিমিঃ । যার মধ্যে ৪.৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩ টি। বগা থেকে বাহিরচর জি সি সি আর (কুম্বাখালি আর,পি,এস) হয়ে কালতা সঃপ্রাঃবিদ্যাঃপর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ১.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমি ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। কাছিপাড়া আলতাফ মীরের বাড়ী থেকে গোপালিয়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩৮কিমিঃ । যার মধ্যে ২.৩৮কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২টি। দ; জয়বানগীলা বাজার থেকে মান্দারবন জোমাদ্দার বাড়ী আর পি এস হয়ে কারখানা লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৩.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০ টি। এখানে ০১ টি কালভাট প্রয়োজন। মন্দেরবন রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে এ কে এম ডি সোয়েব বস্ত্রী(হাবলু)সাহেবের বাড়ী হয়ে পাকডাল টেকনিক্যাল কলেজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২কিমিঃ । যার মধ্যে ২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০ টি। বগা বাহির চর জি সি সি আর (সাহেবউদ্দিন মেধার বাড়ী)থেকে বাহিরচর লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.০৮কিমি । যার মধ্যে ৩.০৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। এখানে ০১ টি কালভাট প্রয়োজন। চন্দ্রপাড়া ব্রীজ থেকে সুরাজমনিন উচ্চ বিদ্যাঃ হয়ে রামানাগঞ্জ বোর্ড সঃপ্রঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫কিমিঃ । যার মধ্যে ৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। মদুনপুর ইউপি (কাগজির পুল)থেকে মৃদার হাট হয়ে চন্দ্রপাড়া হয়ে চৌ্রাস্তা বাজার রোড পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা ০.৫কিমিঃইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৪টি। কানাকান্দি ইউপি থেকে দিপাসা বাজার হয়ে আফসারের গারাগে হয়ে সাবুপুর বাজার হয়ে নাগেরহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৮.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা২.৩কিমিঃপাঁকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৮টি। আধাবাড়ীয়া ইউপি থেকে বাঁদের হাট ইউজেডআর পর্যন্ত মোট রাস্তা৫.৮কিমিঃ। যার মধ্যে ৫.৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১ টি। বাউফল উপজেলা এইচ কিউ (গলাবাড়ীয়া) থেকে আলীহেকমা ফাউন্ডেশন হয়ে বিলবিলাস হাই স্কুল হয়ে কাইনাবাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৫কিমিঃ। যার মধ্যে ৬.৪৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, .৪২কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২ টি। কানাকান্দা ইউপি থেকে বাঁদেরহাট হয়ে হিজবুল্লা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৬কিমি, যার মধ্যে ৫.৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২টি। বগা ইউপি থেকে হোগলা সঃপ্রাঃবিদ্যাঃহয়ে কানাকান্দি ইউপি বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৪কিমি। যার মধ্যে ৩.৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। নওমালাইউপি থেকে সাবুপুর বাজার হয়ে বাউফল হয়ে পটুয়াখালি আর এইচ ডি (কাদেরের গ্যারেজ) বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫কিমি। যার মধ্যে ৬.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমিঃ পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩টি। বাউফল ইউপি থেকে হস্নাবাদ মাদ্যাসা হয়ে হস্নাবাদ বাজার হয়ে বেতালা বাজার হয়ে হাসান আলী হাওলাদারবাড়ী হয়ে আলীপুর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫কিমি। যার মধ্যে ৮.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১

টি।কাছিপাড়া ইউপি (হেলথ কমপ্লেক্স)থেকে জয়বানগিলা বাজার হয়ে ঈদ গাঁ মাঠ হয়ে মাদারবন বাজার বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৬কিমি। যার মধ্যে ৫.২৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। নাজিরপুর ইউপি থেকে সুতানাথ বাজার হয়ে চৌরাস্তা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৭কিমি। যার মধ্যে ৬.৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২টি। এখানে আরো ০২ টি কালভাট প্রয়োজন। কালাইয়া ইউপি (জৈইনপুর খাঙ্কা)কচুয়া লঞ্চঘাট চর মিয়াজান বাজার বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.২কিমি । যার মধ্যে ৮.৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা,.৯কিমি পাঁকারাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২টি। উপজেলা এইচ/কিউ (বাংলাবাজার) থেকে সুতানাবাদ বাজার বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.১কিমি। যার মধ্যে ২.২৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্ত,.৮৬কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। কানাকান্দী ইউপি (কানাকান্দীবাজার)উঃপঃমদনপুরা দাখিল মাদ্রাসা হয়ে মদুনপুরা বাজার হয়ে বাংলাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫কিমি। যার মধ্যে ৮.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫টি। কালাইয়া ইউপি (কমলার দিঘিরপার) থেকে তীন্দকান হয়ে সালিহা ঈদ গাঁ জামে মসজিদ হয়ে বগি বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৮কিমি। যার মধ্যে ৬.৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা,১.৫কিমি ইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫টি। চন্দ্রপাড়া বাজার ইয়হেকে বাদশাহবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে তাতেরকাঠী উচ্চ বিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫কিমি। যার মধ্যে ৪.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। ইউ,জেড,আর জুমাদ্দার বাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে বাউফল এইচ/কিউ হয়ে দিপ্তিবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৭কিমি,যার মধ্যে ২.৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমিঃ পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩টি। তেতুলতলা নদী থেকে তাতেরকাঠী হাই স্কুল হয়ে ফরাজীবাড়ী হয়ে ইউ জেড আর নেহার নুরাইনপুর কলেজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.২কিমি। যার মধ্যে ৪.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৩টি। বামনিকাঠী সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে কাউখালি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে কাউখালী আর,পি,এইচ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫কিমি, যার মধ্যে ৪.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। এখানে ০১ টি কালভাট প্রয়োজন। গোসিংগা (আর,এইচ,ডি) থেকে রাসিদা মাদ্রাসা হয়ে বিলবিশ্বাস মোল্লাবাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫কিমি,যার মধ্যে ১.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমি পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০২টি।

ভিলেজ রোড়-বি

আনারসিয়া থেকে ইব্রাহিম মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫৫কিমি,যার মধ্যে ২.৫৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, .৯৫কিমিঃইটের রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০৫টি। মৃধাবাড়ী থেকে কাছিপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৩কিমি,এর মধ্যে ২.৪৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। গোপালিয়া বাড়ী থেকে খানবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩১কিমি । যার মধ্যে ২.৩১ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। গনির বাড়ী থেকে সমাদ্দার বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯২কিমি,যার মধ্যে ১.৯২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। গাজীর চর থেকে সিবপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৮৩কিম,যার মধ্যে ৪.৮৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। চানকাঠী থেকে ফাশিকাটা ব্রীজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫কিমি,যার মধ্যে ১.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০১টি। সরদার বাড়ী থেকে হোস্নাবাদ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৭৪কিমি,যার মধ্যে ৬.৭৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১কিমি পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। মোল্লাবাড়ী থেকে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪৯কিমি,যার মধ্যে ১.৪৯ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। আফতার উদ্দিন হাওলাদার বাড়ী থেকে জি পি এস পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.২১কিমি,যার মধ্যে ৯.২১ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আবিদআলী খানবাড়ী থেকে কেশবপুর ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৩৪কিমি,যার মধ্যে ৭.৩৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। আজাহার আলীর বাড়ী থেকে কেশবপুর ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৬৮কিমি। যার মধ্যে ৬.৬৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। কাদেরকাজীর বাড়ী থেকে গাজী মাঝি GCCR পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.০৫কিমি,যার মধ্যে .৯৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১.১কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। আজিজ রাড়ির বাড়ী থেকে খলিফার বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমি,যার মধ্যে ৩.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। হোসেন আলী খান বাড়ী থেকে নুরাইনপুর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫৩কিমি,যার মধ্যে ৩.৫৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। সেলিম হাওলাদারবাড়ী থেকে উঃকানাকান্দী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.২৫কিমি,যার মধ্যে ৬.২৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আমিরাবাদ খানবাড়ী থেকে জয়গোড়ামোজাফফারের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২কিমি,যার মধ্যে ৫.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। কুম্বখালি দাইবাড়ী থেকে আমিরাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩কিমি,যার মধ্যে ৩.৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। কর্ম্মকার বাড়ী থেকে বগা ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৩৭কিমি। যার মধ্যে ৫.৩৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। মদনপুরা খান বাড়ী থেকে জালাল শিকদার বাড়ী হয়ে মদনপুরা সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৮৪কিমি,এর মধ্যে ২.৮৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বোতলাবাজার থেকে রাজাপুর হাই স্কুল হয়ে ইন্দ্রাকুল হাই স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৬কিমি,এর মধ্যে ৪.৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা .৪কিমিঃ ইটের রাস্তা। নাজিরপুর থেকে সাহিসা খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.২কিমি,এর মধ্যে ৩.২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা

রয়েছে। চন্দ্রপাড়া হাট থেকে তালতলি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.০৩কিমি,এর মধ্যে ৪.০৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। নিমদি লঞ্চঘাট থেকে গনি সওদাগরের বাড়ী হয়ে আলী হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৭৬কিমি,যার মধ্যে ৫.৭৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। নুরাইনপুর বাজার বাইপাস রোড় পর্যন্ত রাস্তা ১কিমি,যার মধ্যে ১ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। ইব্রাহিম মৃধার বাড়ী থেকে দাসপাড়া গগন গাজীর বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৫কিমি,যার মধ্যে ৩.৭৫কিমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৫কিমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে। নারায়নপাড়া থেকে হোম্নাবাদ দাসপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৫কিমি । যার মধ্যে ২.৪৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। বাবুচীবাড়ী থেকে দাসপাড়া সিকদারবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৩কিমি,এর মধ্যে ২.৪৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বাউফল কলেজ থেকে নুরী সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৮কিমি । যার মধ্যে ২.৮ কিমিঃইটের রাস্তা রয়েছে। গুলতামৌজা কাদের গাজিরবাড়ী থেকে আদাবাড়িয়া মকবুল পন্ডিত পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫কিমি । যার মধ্যে ৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বাটকাজল সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে নওমালাইউপি অফিস পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৮কিমি । যার মধ্যে ৫.৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। মাতবরের হাট থেকে রাজাপুর প্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৬৭কিমি, যার মধ্যে ৩.৬৭ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আইজুদ্দিন হাওলাদার বাড়ী থেকে বীরপাশা হাই স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৮কিমি,যার মধ্যে ২.৮ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। রাজাপুর নিরোধ হাওঃবাড়ী ব্রীজ থেকে রাজাপুর দীঘিরপাড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫কিমি । যার মধ্যে ৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আনারসী সেরাজখাল বাড়ী থেকে রাজাপুর RPS পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫কিমি,যার মধ্যে ৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। কারখানা লঞ্চঘাট থেকে কারখানা মানিকগাজীবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩কিমি, যার মধ্যে ৩কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এখানে কালভার্ট সংখ্যা ০টি। ভুইয়াবাড়ী থেকে ভুইয়ারহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫কিমি,যার মধ্যে ২.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বাজেমহল সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে পঃপাশের হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯কিমি ,যার মধ্যে ১.৯কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এস এম সেলিম হাউজ থেকে জিয়াউদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১কিমি,যার মধ্যে ১.১ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। রারিবাড়ী GPS থেকে ধুলিয়া খন্দকারবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬কিমি,যার মধ্যে ১.৬কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বাউফল বগা ভারাইন খাল থেকে রামনগর নদী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫কিমি যার মধ্যে ২.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। উঃমদনপুরা RPS থেকে মধ্য মদনপুরা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.০৬কিমি,যার মধ্যে ২.০৬ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। সাহনেওয়াজসেকেন্দা থেকে কাউখালী রতনের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২২কিমি, এর মধ্যে ২.২২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। সাহনেওয়াজসিকেন্দার থেকে গিয়াসুদ্দিন পন্ডিত বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫কিমিঃ,যার মধ্যে ১.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বামনিকাটি বাজার থেকে কাউখোলা গিয়াস উদ্দিন মেম্বারবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২কিমি,যার মধ্যে ২ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। চাবুয়া আলম মেম্বরেরবাড়ী থেকে বালিয়া GPS পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩কিমি । যার মধ্যে ৩ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ধাউড়াবুনিয়া GPS থেকে দাসের হাওলা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫কিমি । যার মধ্যে ৩.৫ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা রয়েছে।

টেবিলঃ ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে বাউফল উপজেলার রাস্তার দৈর্ঘ্য।

রাস্তার প্রকার	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	এইচ বি বি কিঃমিঃ	সিসি কিঃমিঃ
উপজেলা রাস্তা	৮টি	১১৫.৮৮	১১৫.৩৩	০.০৫ কিমিঃ	১০.০০	১০.৩৫
ইউনিয়ন রাস্তা	৪৬টি	৪২৪.৬৫	১৭১.১৩	২৪১.৬৭	-	-
গ্রাম্য রাস্তা এ	১১৩টি	৪৬৬.৮২	৬০.৫০	৪০২.২৩	-	-
গ্রাম্য রাস্তা বি	১৯১টি	১২৯৭.৫৬	৩৬৬.৫১	৯১৬.১০	-	-
মোট	**২৫৮টি**	**২৩০৪.৫১**	**৭১৩.৪৭**	**১৫৬০.০৫**	**১০.০০**	**১০.৩৫**

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা এল,জি,ই,ডি অফিস,বাউফল

সেচ ব্যবস্থা

বাউফল উপজেলার কৃষি নির্ভর এলাকা হওয়ায় কৃষি কাজ এ অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলা ধান, বাদাম, আলু, পান, তরমুজ চাষের জন্য বিখ্যাত। এ জেলায় প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খেসারী, মুগ,তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি উৎপাদন হয়। এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থার জন্য নদী, খাল ও বৃস্টির পানি ব্যবহার করে। পাশাপাশি শুস্ক মৌসুমে এন জি ও কতৃক বসানো গভির নলকূপ ব্যবহার

চিত্রঃ ১.৭: উপজেলার সেচ ব্যবস্থার চিত্র।

করে থাকে। যদিও বর্তমানে ধান চাষ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবুও ধানসহ অন্যান্য চাষের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ উপজেলাতে সরকারী ভাবে বসানো ৪২২৩ টি গভীর নলকূপ রয়েছে। এ উপজেলাতে কোন বরেন্দ অফিস নেই। কৃষি নির্ভর এ উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত মোট জমি রয়েছে ৮৪,১১৫ একর । শুষ্ক মৌসুমে এ জমিগুলোতে প্রচুর সেচের প্রয়োজন হয়। তাই সেচ কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নদী,খাল ও বৃস্টির পানির পাশাপাশি এন জি ও কতৃক বসানো গভির নলকুপ। যা প্রয়জনের তুলনায় খুবই কম।

হাটবাজার

বাউফল উপজেলা কৃষি ও মৎস প্রধান হলেও এখানে কোন বড় ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। তবে এ উপজেলায় বেশ কয়েকটি স-মিল,আটা ময়দার মিল, ঝালাই শিল্প ও ইট ভাটা ইত্যাদি শিল্প রয়েছে। উপজেলা টি সামুদ্রীক উপকুলিও অঞ্চল হওয়ায় এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি হাট বাজারে মৎস চাষ,ধরার উপকন পাওয়া যায়। তাছাড়া বাউফলের মৃৎশিল্পীদের তৈরি বিলাস সামগ্রী এখন বিশ্ব বাজারে পটুয়াখালীর বাউফলের মাটির তৈরি মৃৎশিল্প বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে নান্দনিক বৈচিত্রের শৈল্পিক সম্ভার নিয়ে এখন বিশ্ব বাজারের বিপনীতে ঠাঁই নিয়েছে। মৃৎশিল্পীদের মাটির তৈরি দৃষ্টিনন্দন বিলাস সামগ্রী ইটালি, কানাডা, অষ্ট্রোলিয়া, ফ্রান্স , ডেনমার্ক,ইউকে, স্পেন , জাপান , ইউএস এ ও নিউজীল্যান্ডে বেশ চাহিদা থাকায় ওই সমস্ত দেশে রপ্তানি হয়। এই কৃষিজ শস্য বাজারজাত করতে এ উপজেলায় মোট ৭৭ টি হাট-বাজার রয়েছে। তার মধ্যে আদাবারিয়া ০৮টি, বাউফলে ০৫টি,দাশপাড়া ০৪টি, কালাইয়া ০৩টি, নওমালা ০৬টি, মদনপুর ০৪টি, বগা ০৫ টি, কনকদিয়া ০৫টি, সূর্য্যমনি ০৬টি, কেশবপুর ০৯টি, ধুলিয়া ০৪টি, কালিশুরী ০৭ টি, কাছিপাড়া ০৬টি, ও নাজিরপুর ০৫টি। এ সব হাটবাজার থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে ধান, চাল, তরমুজ, আঁখ, কলা, পেঁপে, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

চিত্রঃ ১.৮: বাউফল উপজেলার কালাইয়া বন্দর বাজার।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

একটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের সমৃদ্ধি সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বাউফল উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রার্থনাস্থান, খেলার মাঠ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অত্র এলাকায় অবস্থিত এনজিও সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করায় তাদেরকেও সামাজিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘরবাড়ি

সমুদ্র উপকুলীও অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলার আওতায় ঘরবাড়ি সাধারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট, গোলপাতা, খড়, মাটির টালি, ইট, বালি, রড, সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। এ অঞ্চলে কাঠের তৈরী পাটাতন দোতলা লক্ষ্য করা য়ায়, তাছাড়া এ এলাকায় ইট, বালি,সিমেন্ট, রড় দ্বারা তৈরী দালানকোঠার সংখ্যা খুবই কম। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো পাটাতন ও টপ সিস্টেমের তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি পাকা ঘর বাড়ি তৈরির প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভু প্রকতি অনুসারে এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি এটেল, দোয়াশ ও পলি। গ্রাফচিত্রে ঘরবাড়ীর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, ২০১১)*

চিত্রঃ ১.৯: বাউফল উপজেলার নদীর তীর উপকুলীয় কাঁচাঘর বাড়ী।

বিশুদ্ধপানি

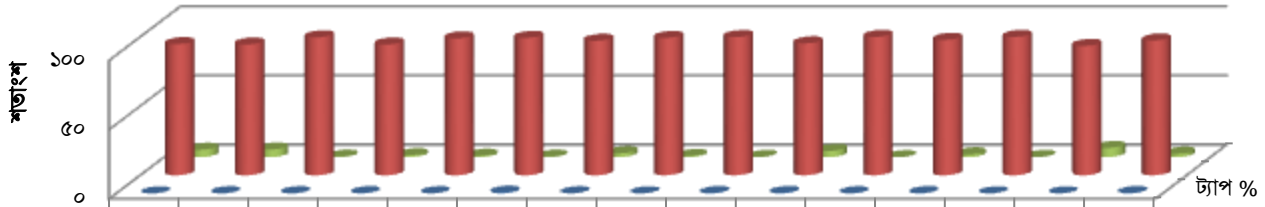

	আদাবারিয়া	বাউফল	দাসপাড়া	কালাইয়া	নওমালা	মদনপুর	বগা	কনকদিয়া	সূর্য্যমনি	কেশবপুর	ধুলিয়া	কালিসুরি	কাছিপাড়া	নাজিরপুর	পৌরসভা
ট্যাপ %	০	০.১	০.১	০.২	০.১	০.৫	০.১	০	০.২	০.৩	০.১	০.২	০	০	০.২
টিউবয়েল%	৯৪.৭	৯৪.৪	৯৯.৬	৯৪.৪	৯৮.৯	৯৯.২	৯৭.১	৯৯.২	৯৯.৮	৯৫.৩	৯৯.৯	৯৭.৮	৯৯.৯	৯৩.৪	৯৭.৪
অন্যান্য%	৫.৩	৫.৫	০.৩	১.৪	১.	০.৩	২.৮	০.৮	০.১	৪.৫	০	২.	০.১	৬.৬	২.৪

গ্রাফচিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থা। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাউফল উপজেলায় সকল এই উপজেলাতে শতকরা ২.২% পাকা, ৫.৭% আধাপাকা, ৯১.৩% কাচা এবং ০.৮% ঝুপড়ি আছে। যেহেতু এই সব ইউনিয়নে কাঁচা ও আধাপাকা ঘরের সংখ্যা অত্যাধিক এবং চর অঞ্চলে ঝুপড়ি ঘর বেশী সুতরাং বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়,জলচ্ছাস, ঘুর্ণীঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্র ইউনিয়নের মানুষ ও গবাদিপশু অত্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় বসবাস করে ও প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পানি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে বাউফল উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যায় বলে মাঝে মাঝে পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। পানীয় জলের অভাব পুরনের জন্য এ উপজেলায় ৪২২৩ টি গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়া উপজেলা বাসী তাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, দৈনিক ব্যবহার্য, কৃষি ও অন্যান্য কাজে যে পানি ব্যবহার করে থাকে তার প্রধান উৎস মূলতঃ টিউবওয়েল, নদী, খাল। বাউফল উপজেলার শতকরা ০.১% ট্যাপ, ৯৭.৪% টিউবওয়েল ও ২.৫% অন্যান্য। এ উপজেলায় পানির বর্তমান স্তর ৮৫০-১০০০ ফিট। পানির বর্তমান স্তর থেকে লেয়ার কম হলে এ আঞ্চলের নলকুপে লবন পানি দেখা যায়। এ উপজেলাতে ৭৮টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে যা, বন্যা বা জলচ্ছাসের সময় ডুবে যায় না, এই উচু টিউবয়েল গুলি দুর্যোগ কালিন সময়ে উপজেলাবাসির সুপ্রিয় পানির অভাব পুরন করতে বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলি অফিসের তথ্য মতে কাছিপাড়া ২৯৯টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৫টি নস্ট রয়েছে। কালিশুরিতে ৩৫৩টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৮ টি নস্ট রয়েছে। ধুলিয়ায় ২৪৭ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১০ টি নস্ট রয়েছ। কেশবপুরে ৩৩২ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৬ টি নস্ট রয়েছে। সূর্য্যমনিতে ৩০০টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৫টি নস্ট রয়েছে।কনকদিয়াতে ২৪৬টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৭টি নস্ট রয়েছে,বগাতে ৩৪৬টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১২টি নস্ট রয়েছে, মদনপুরে ৩২৮ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৬ টি নস্ট রয়েছে, নাজিরপুরে ৩৫৯ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২০ টি নস্ট রয়েছে, কালাইয়াতে ৩২৬টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৯ টি নস্ট রয়েছে, দাসপাড়া ২৭৮ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১০ টি নস্ট রয়েছে, বাউফল ৩৯০ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৩ টি নস্ট রয়েছে,আদাবাড়িয়াতে ২২৩ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ০৭ টি নস্ট রয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃ উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাউফল)*

গ্রাফচিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

এ উপজেলায় পয়ঃনিস্কাশনের জন্য ব্যবহার করে শতকরা ১৯.৩ ভাগ সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ১৮.৬ ভাগ নন-সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ৫০.৭ ভাগ নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ২৮.৫ ভাগ পরিবারে অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিস্কাশন ল্যাট্রিন রয়েছে। এবং বাকি ১.৫ টিতে কোনো পয়ঃনিস্কাশন নাই। তাই সঠিক পয়ঃনিস্কাশন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিশ্চিত করতে উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিজ খরচে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় সাপেক্ষে নলকুপ মেরামত করে দেয়, সরকার নির্ধারিত মুল্যে স্লাব রিং বিক্রয়/সরবরাহ করে, পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে (সীমিত আকারে), উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরির ব্যাপারে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সহযোগিতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। *(তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাউফল)*

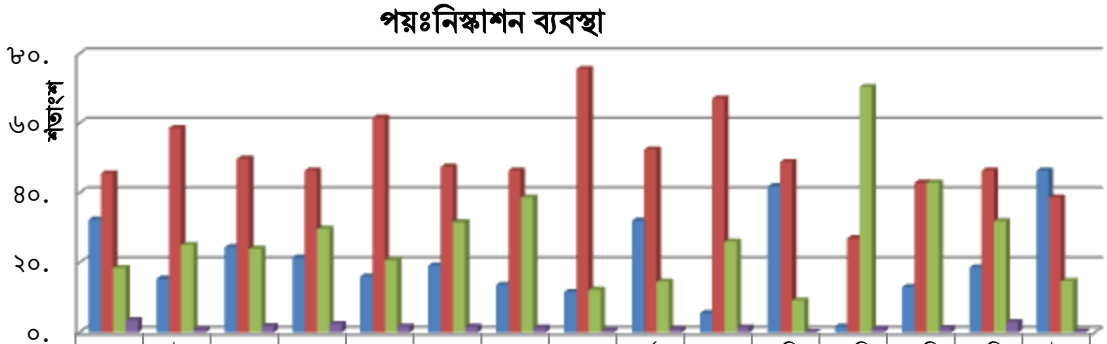

	আদা বারিয়া	বাউফল	দাস পাড়া	কালাইয়া	নওমালা	মদন পুর	বগা	কনক দিয়া	সূর্য্যমনি	কেশব পুর	ধুলিয়া	কালি সুরি	কাছি পাড়া	নাজিরপুর	পৌর সভা
সেনিটারী ওয়াটার সিল্ড %	৩২.৪	১৫.৪	২৪.৪	২১.৪	১৬.	১৯.২	১৩.৬	১১.৬	৩২.	৫.৫	৪১.৯	১.৭	১৩.	১৮.৬	৪৬.৪
সেনিটারী নন ওয়াটার সিল্ড%	৪৫.৬	৫৮.৬	৪৯.৮	৪৬.৪	৬১.৬	৪৭.৫	৪৬.৪	৭৫.৬	৫২.৫	৬৭.১	৪৮.৯	২৭.	৪২.৯	৪৬.৪	৩৮.৭
নন-সেনিটারী %	১৮.৫	২৫.১	২৪.	২৯.৭	২০.৭	৩১.৬	৩৮.৭	১২.২	১৪.৬	২৬.১	৯.১	৭০.৪	৪২.৯	৩১.৯	১৪.৭
আন্যান্য%	৩.৫	০.৯	১.৮	২.৪	১.৭	১.৬	১.৩	০.৫	১.	১.৪	০.১	১.	১.২	৩.	০.২

গ্রাফচিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

বাউফল উপজেলায় ১৩টি মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৫ টির মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় ০৭টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৪টি, টি মাদ্রাসা (ফাজিল ০৭ টি, আলিম ১০ টি ও দাখিল ৫১টি, এবতেদায়ী ১৪০ টি,কওমী ০৪টি), ২১৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ উপজেলার শিক্ষার হার ৫২.৫৭ %, উপজেলার শিক্ষা প্রতিস্ঠানের নাম সহ অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্তি-৭ এ দেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ ১.১০: কাছিপাড়া ইউনিয়নের রশিদ মিয়া ডিগ্রী কলেজ

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

বাউফাল উপজেলায় ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের মানুষ বাস করে। এ উপজেলায় মসজিদ ৮৯৫ টি, মন্দির ১৩৫ টি এবং কোন গির্জা নেই, কবরস্থান ২৭ টি , ঈদগাহ ৪৪৩ টি। উপজেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলি দুর্যোগ কালিন সময়ে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যাবহিত হয়। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাম সহকারে সংখ্যা উল্লেখ করা হল।

চিত্রঃ ১.১১: বাউফলজৈনপুরী পীর সাহেবের খানকা মসজিদ।

টেবিলঃ ১.৪:ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, ঈদগা

ইউনিয়নের নাম	মসজিদ	মন্দির	কবরস্থান	ঈদগাহ
আদাবারিয়া	৬৬	১১	০	৩৬
বাউফল	৬৮	০৭	০	৪৩
দাস পাড়া	৪৮	১৪	০১	৫১
কালাইয়া	৮৩	১৮	০৩	৭২
নওমালা	৪৬	০৩	০	৩৬
মদনপুর	১২	০৪	০	০৮
বগা	৪৮	০৮	০৫	০৭
কনকদিয়া	৬০	২১	০১	০৬
সূর্য্যমনি	৮৪	০৪	০১	২০
কেশবপুর	৮৯	১১	০৪	৩৩
ধুলিয়া	৫৯	০৭	০১	৩০
কালিসুরি	৫০	০৯	১০	০৫
কাছিপাড়া	১০২	১১	০১	২৯
নাজিরপুর	৮০	০৭	০	৬৭
মোট	**৮৯৫**	**১৩৫**	**১৭**	**৪৪৩**

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

বাউফল উপজেলায় টি ৪৪৩ টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দুর্যোগ কালিন সময়ে উঁচু স্থান হিসাবে ব্যাবহিত হয়। কাছিপাড়া আকন বাড়ী জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, হিস্যাজাত জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্,বাহেরচর জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, বাহেরচর শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম কাছিপাড়া মৃধা জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, পশ্চিম কাছিপাড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, পশ্চিম কাছিপাড়া বাজার জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, মধ্য কাছিপাড়া খাদেম পন্ডিত বাড়ী জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, পশ্চিম কাছিপাড়া বাইতুল আজম জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, মধ্য কাছিপাড়া মদিনা মসজিদ ঈদগাঁহ, পূর্ব কাছিপাড়া হাজীবাড়ীজামে মসজিদ ঈদগাঁহ্, পূর্ব কাছিপাড়া বেল্লাল বাড়ী জামে মসজিদ, রুজনা জামে মসজিদ ঈদগাঁহ্। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

চিত্রঃ ১.১২: বাউফল উপজেলার একটি ঈদগাঁ ময়দান

স্বাস্থ্য সেবা

উপজেলাতে একটি সরকারি হাসপাতাল, দুটি বেসরকারি হাসপাতাল আছে। ইউনিয়ন উপ-সাস্থ্য কেন্দ্র আছে ০৬ টি, এছাড়া ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে ৪২ টি। বাহির চর কমিউনিটি ক্লিনিক, গউরিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক,জয় বাঙ্গার হাট কমিউনিটি ক্লিনিক, *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

ব্যাংক

বাউফল উপজেলার উল্ল্যেখযোগ্য ব্যাংকসমূহ হল- সোনালী ব্যাংক ০২টি, রূপালী ব্যাংক ০১ টি, অগ্রণী ব্যাংক ০২ টি জনতা ব্যাংক ০২ টি ,পূবালী ব্যাংক ০১ টি, কৃষি ব্যাংক ০৪ টি, ইসলামি ব্যাংক ০১ টি, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০১টি ও ব্র্যাক ব্যাংক।এই উপজেলাতে মোট ১২ টি ব্যাংক রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডাক বিভাগেও আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। বাউফল উপজেলাতে সাব-পোস্ট অফিস আছে ০৫ টি, ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস ৪৫ টি , টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ০১টি। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

চিত্রঃ ১.১৩: আদাবাড়ীয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

স্থানীয় ভাবে বাউফল উপজেলাতে কিছু ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। এ উপজেলায় একটি পাবলিক খেলার মাঠ আছে। উপজেলার যাবতীয় খেলাধুলা এ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ উপজেলায় জনপ্রিয় খেলাগুলো হচ্ছে-ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও কাবাডি ইত্যাদি। এ উপজেলার ক্রীড়া সস্থার সাথে প্রায় ৪০ টি ক্লাব জড়িত। এ সব ক্লাব উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও মৌসুমী ভিত্তিক আয়োজন গুলির ভেতর রয়েছে নৌকা বাইচ,বৈশাখী মেলা,পৌশ সংক্রান্তির মেলা,মহররমের মেলা ইত্যাদি। দুর্যোগ কালিন সময়ে ক্লাব ঘর গুলি আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যাবহিত হয়।

বন ও বনায়ন

পটুয়াখালির বাউফল উপজেলাটি একটি দূর্যোগ প্রবণ অঞ্চল। পটুয়াখালী জেলার বনাঞ্চলের পরিমান খুবই কম। যেখানে বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৫% বনভূমি সেখানে পটুয়াখালী জেলার মাত্র ২% বনাঞ্চল। বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গাছের নাম কেওড়া, গেওয়া, কাকড়া, বাবুল গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও লবনাক্ততার কারণে এখানে বনাঞ্চল প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। তবে স্থানীয় লোক প্রশাসন ও এনজিও দের উদ্দ্যোগে সামাজিকভাবে বনভূমি সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ উপজেলায় সরকারী ভাবে ০২টি , এন.জি.ও কতৃক ১৮টি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬২টি নার্সারী রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

চিত্রঃ ১.১৪: উপজেলায় একটি রাস্তায় সামাজিক বনায়ন

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ঝুকি প্রবন এলাকা হওয়ায় জনসাধারনের জীবন-যাত্রার মান উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এন,জি,ও এখানে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এদের মধ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, প্রযুক্তী পীঠ, গ্রামীন শক্তি, সিসিডিপি, পিকেএসএফ, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, গ্রামীন ব্যাংক, ন্যাশনাল মাল্টিপারপাচ কোঃ, আর, এস, এফ, সৃজনী বাংলাদেশ, অনিরবান, ভিডিও, অগ্রদুত, সি এস এস, উদ্দিপন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, কারিতাস, সুশীলন উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী সংস্থা গুলো বাউফল উপজেলার জনগনকে আর্থিক ভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও দুর্যোগ প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন

কার্যক্রম চালু রেখেছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যমতে দূর্যোগ কালিন ও পরর্বতীতে ১৮০টি সমবায় এন জি ও কাজ করে থাকে।তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রাক, ট্রাস্ট, পি ডি ও, আর ডি আস, গ্রামীন নাড়ী উন্নয়ন সংস্থা, সেভ দি চিলডেন, ডারনিডা ইত্যাদি । *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

খেলার মাঠ:

বাউফল উপজেলায় একটি পাবলিক খেলার মাঠ আছে। উপজেলার যাবতীয় খেলাধুলা এ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ উপজেলায় জনপ্রিয় খেলাগুলো হচ্ছে-ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও কাবাডি ইত্যাদি। এ উপজেলার ক্রীড়া সস্থার সাথে প্রায় ৪০টি ক্লাব জড়িত। এসব ক্লাব উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। দুর্যোগ কালিন সময়ে এই মাঠ গুলি উঁচু স্থান হিসাবে ব্যাবহিত হয়।*(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

উপজেলায় ২৭টি কবরস্থান রয়েছে, বন্যার সময় এই কবরস্থান গুলি অধিকাংশ পানিতে নিম্নজিত থাকে। এ উপজেলায় সরকারী ভাবে ১টি শ্মশানঘাট রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

বরিশাল বিভাগ থেকে পটুয়াখালি জেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৪৫কি.মি ও পটুয়াখালি জেলা সদর থেকে বাউফল উপজেলা দূরত্ব সড়ক পথে ৩০কিমিঃ। উপজেলার সকল ইউনিয়নেই কিছু কিছু পাকা সড়ক রয়েছে উপজেলা সদর থেকে সকল ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি পাকা রাস্তার সংযোগ রয়েছে। ফলে পথে বাস, রিক্সা, টেম্পু, মহেন্দ্র, মটরসাইকেল, চলাচল করে এবং মালপত্র পরিবহনের জন্য ও ট্রাক্টর, লরি ইত্যাদি চলাচল করে। যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে মুলত অঞ্চল সড়ক পথ ও নদীপথ রয়েছে। অত্র উপজেলাতে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হল নৌযান যা বিদ্যমান অসংখ্য নদী ও খাল-বিলে যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হয়। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১২৮২.১৯ কিমি। উপজেলা রাস্তা ৮ টি যার মোট দৈর্ঘ্য ১১৫.৮৮ কিঃমিঃ,ইউনিয়ন রাস্তা ৪৬টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৪২৪.৬৫কিঃমিঃ, গ্রামীণ রাস্তা A ১১৩ টি যার দৈর্ঘ্য ৪৬৬.৮২ কিঃমিঃ, গ্রামীণ রাস্তা B ৯১ টি যার দৈর্ঘ্য ১২৯৫.৫৬ কিঃমিঃ। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, তুষারপাত, শিশিরপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ও আর্দ্রতা সম্বলিত গড় আবহাওয়াকে বুঝায়। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও আবাদি ফসলের ধরণ নির্ধারণ করে। তাই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখাযায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ উপজেলায়ও ক্রান্তিয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালো ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রকোপ প্রধানত মে-নভেম্বর মাসে বেশী হয়। কোন কোন বছর এ অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাস্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে। একে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ইউনিয়ন উপজেলা অফিস, বাউফল)*

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৃষ্টিপাতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাউফল উপজেলায় ২০১৩ সালে গড় বৃষ্টিপাত হয় ২৮৩০মি.মি.। ২০১৩ সালের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুলাই মাসে ৬০০ মি.মি. এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় জানুয়ারি মাসে ১৩ মি.মি.।শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ১১ মিলি মিটার, যা ঐ সময়ের বাস্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে আরো দেখাযায় যে, বছরে শীত মৌসুমে ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে, আবার বর্ষা মৌসুমে কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫মিঃমিঃ এর কম বিধায় এ মাস গুলোকে শুস্ক মাস বলা চলে। গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা যথাক্রমে নীচে দেখানো হলো- বাউফল উপজেলার আবহাওয়া পটুয়াখালী কেন্দ্রের আবহাওয়ার প্রায় অনুরূপ হবে বলে ধরা যায়।

টেবিলঃ১.৫: পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
বৃষ্টিপাত	১৩	১৬	৪৮	১০৯	২৭৪	৫৭৯	৬০০	৫২৪	৪০১	১৭৭	৬২	২০	২৮২৩

মৌসুম	মৌসুমের গড় বৃষ্টিপাত
রবি মৌসুম (নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি) প্রাক-খরিপ মৌসুম (র্মাচ-মে) খরিপ মৌসুম (জুন-অক্টোবর)	১১১ ৪৩১ ২,২৮১

(তথ্য সুত্রঃ জেলা তথ্য বাতায়ন, ডিসেম্বর ২০১৩)

তাপমাত্রা

শীত ও গ্রীষ্মে এই জেলার তাপমাত্রায় যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)

টেবিলঃ ১.৬: আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা.

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
তাপ মাত্রা	১৯.০	২১.৮	২৬.২	২৭.৯	২৮.৮	২৮.২	২৭.৪	২৭.৫	২৭.৪	২৭.৭	২৪.৯	২০.৬	২৫.৬

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

ভূমিরূপের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অত্র এলাকার ভূ-প্রকৃতির ক্রমাবনতি ঘটিয়ে চলেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ লক্ষনগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ুগত পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতি কোন ভাবেই অনুকুল নয় বরং ক্রমেই তা ভয়ংকর রূপ ধারন করছে। বৃষ্টিপাতের ধারা আশংকাজনক হারে কমে যাওয়া, দিনের বেলা উত্তপ্ত আবহাওয়া একই সাথে রাতের শেষভাগে অধিকতর ঠান্ডা হয়ে আসা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যার প্রভাব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকেও প্রভাবিত করেছে। অত্র এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজনের প্রধান অবলম্বন বৃষ্টিপাত না হওয়া আবার কখনো কখনো বৃদ্ধি পাওয়া এবং একই সাথে নদীতে পানি বেড়ে যাওয়া ও বনভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়ার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা অনাবৃষ্টি ও মরুকরণ পরিস্থিতি এই অঞ্চলের ভূ-র্ভস্থ পানির পুনঃযোজন প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায়। বাউফল উপজেলাটি পটুয়াখালি জেলার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্তিত উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৮৫০ থেকে ১০০০ ফুট বা ২৮৫ মিটার। *(তথ্য সূত্রঃ বাউফল তথ্য বাতায়ন, ডিসেম্বর ২০১৩)*

১ ৪.৪.অন্যান্য সম্পদ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

বাউফল উপজেলার ভূভাগ সমতল থেকে কিছুটা অসমতল পলল ভূমির ডাংগা ও বিল নিয়ে গঠিত। এ উপজেলাকে প্রধানতঃ দু'টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (ক) কটাল পলল ভূমি এবং (খ) মেঘনা পলল ভূমি। মোট আয়তন ৩৫,৫৮৫ হেক্টর, উপজেলার প্রায় ৭৪ শতাংশ। উপজেলার পূর্বাংশ বাদে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ এলাকা এ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এলাকাটি সমতল ডাংগা এবং প্রশস্ত বিল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং ছোট বড় খাল দ্বারা বিভক্ত। উঁচু ডাংগা জমি বর্ষা বা জোয়ারের

চিত্রঃ ১.১৫: বাউফল উপজেলার ভমি জমি ব্যবহার।

পানিতে প্লাবিত হয়না। নীচু ডাংগা এবং বিলভূমি বর্ষা ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীর ভাবে প্লাবিত হয়, তবে কিছু অংশ মাঝারি গভীর ভাবে প্লাবিত হয়। এ কটাল পলল ভূমির পলি গাংগেয় উৎস হতে আগত এবং নতুন অবস্থায় চুনযুক্ত মোট আয়তন ১২,৬০০ হেক্টর, উপজেলার প্রায় ২৬ শতাংশ। এলাকাটি উপজেলার পূর্বাংশে বিস্তৃত এবং সমতল প্রশস্ত ডাংগা ভূমি নিয়ে গঠিত। এ এলাকা প্রধানতঃ বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরভাবে প্লাবিত হয়, তবে কিছু অংশ মাঝারী গভীরভাবে প্লাবিত হয়। *(তথ্যসুত্রঃ উপজেলা কৃষি ও মৎস অফিস, বাউফল)*

কৃষি ও খাদ্য

প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান। এছাড়া অত্রএলাকাতে প্রচুর মৌসুমি শাক-সবজি উৎপাদিতৎ হয়। উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৪৮,১৮৫ হেক্টর, যার মধ্যে মোট ফসলী জমি ৭৩,৮৫০ হেক্টর, স্থায়ী পতিত জমি ১৫০ হেক্টর। এছাড়াও এক ফসলী জমি ৭,২০০ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ২০,৫০০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি রয়েছে ৮,৫৫০ হেক্টর। পটুয়াখালী জেলা মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ। নদী বিধৌত পটুয়াখালী জেলার খাল-বিল, পুকুর, নালা, নিম্নভূমি গুলো মৎস সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার নদী মোহনাগুলো ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত। *(তথ্যসুত্রঃ উপজেলা কৃষি ও মৎস অফিস, বাউফল)*

চিত্রঃ ১.১৬: উপজেলার একটি কৃষি জমি

নদী

বাউফল ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ছিল ভরপুর। সুনিবিড় অরণ্যানী, উদ্ভিদ-প্রাণী এবং নদীনালা, জলাশয় পূর্ণ এ অঞ্চলটি এর অংগকে সাজিয়ে তুলছিল সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের পূর্বে বিশাল তেতুঁলিয়া নদী, পশ্চিমে খরস্রোত লোহালিয়া নদী ও উত্তর-পশ্চিমে কারখানা নদী বয়ে গেছে। নদী ৩ টির আয়তন ৩১৩৩ হেক্টর। বাউফল ইউনিয়নে কোন বড় নদী নেই তবে ৩ টি মাত্র খাল রয়েছে। দাসপাড়া ইউনিয়নের ১নং, ০২নং, ৪নং, ৫নং, ৭নং ও ৮নং ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কারখানা নদীটি। কালাইয়া ইউনিয়নের মধ্যে তেঁতুলিয়া নদী যা কালাইয়া তেঁতুলিয়া নদী নামে পরিচিত এখানে তেতুলিয়া নদীকে কেন্দ্র

চিত্রেঃ ১.১৭:বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া নদী।

করে গড়ে উঠেছে কালাইয়া বন্দর। *(তথ্যসুত্রঃ বাউফলউপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,অফিস,)*

খাল

বাউফল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ছোট-বড় অনেক খাল রয়েছে, বাউফল ইউনিয়নে ৩ টি মাত্র খাল রয়েছে, কোন বড় নদী নেই। বাউফল ভাড়ানী খাল যার ওপারে উত্তর মদনপুরা ইউনিয়ন, দক্ষিনে নওমালা ইউনিয়ন, পূর্বে দাসপাড়া ইউনিয়ন, পশ্চিমে বগা ইউনিয়ন। মানুষের যাতায়াত এবং মালমাল আনা নেওয়ার সুবিধার জন্য এই খাল ব্যাবহার করা হয়। এছাড়া ইউনিয়নে ৭ থেকে ১০টি খাল রয়েছে। আদাবারিয়া ইউনিয়নে ৫টি খাল রয়েছে যার মধ্যে- নাপ্তানি খাল, কবির খালী খাল, আতোষখালী ডাকুয়া বাড়ী অরজুনতলার খাল,আদাবাড়িয়া লাঠিয়াল বাড়ীর খাল, দক্ষিন মাধবপুর হাজী খালী খাল। কালাইয়া ইউনিয়নে ৪ টি খাল রয়েছে কালাইয়া খাল, কালাইয়া বন্দর ঠাকুরিয়া খাল, কমলা রানীর খাল, কর্পূর কাঠী খাল, শৌলা খাল। ২০ একরের উদ্ধে খালের সংখ্যা ২ টি এবং ২০ একরের নিচে খালের সংখ্যা ৭ টি এর আয়তন ১৫.১৭ হেক্টর। *(তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,অফিস,)*

পুকুর

বাউফল মৎস্য অফিসের তথ্য মতে এ উপজেলার পুকুর সংখ্যা ৩৬,৪০৮টি এর মোট আয়তন ১৪৩৮ হেক্টর। খাস পুকুর সংখ্যা ৫৭টি যার মোট আয়তন ১২.৪৬ হেক্টর। এ উপজেলায় মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে ১০%এবং পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ৯০%পুকুর ব্যবহার করা হয়। *(তথ্য সুত্রঃ বাউফল উপজেলা মৎস অফিস,)*

চিত্রঃ ১.১৮: বাউফল উপজেলার একটি পুকুর।

লবণাক্ততা

বাউফল উপজেলাতে লবনাক্ততা স্বাভাবিক সময়ে সহনীয় মাত্রায় হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ধ্বংসাত্বক প্রভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছাস ও বন্যার কারনে কৃষি জমিতে লবনাক্ততা বেড়ে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ উপজেলাতে কোন লবনাক্ততা নাই। কিন্তু ঘুর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে এতদঞ্চলের কৃষি সেক্টরের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাগরের লবনাক্ত পানিতে প্লাবিত হয়েছে এ বিভাগের চাষ উপযোগী প্রায় ৯ লাখ হেক্টর কৃষি জমি। *(তথ্য সুত্রঃ বাউফল উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অফিস)*

আর্সেনিক দুষণ

এই উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা .০১% এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক, ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। *(তথ্য সুত্রঃ বাউফল উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অফিস,)*

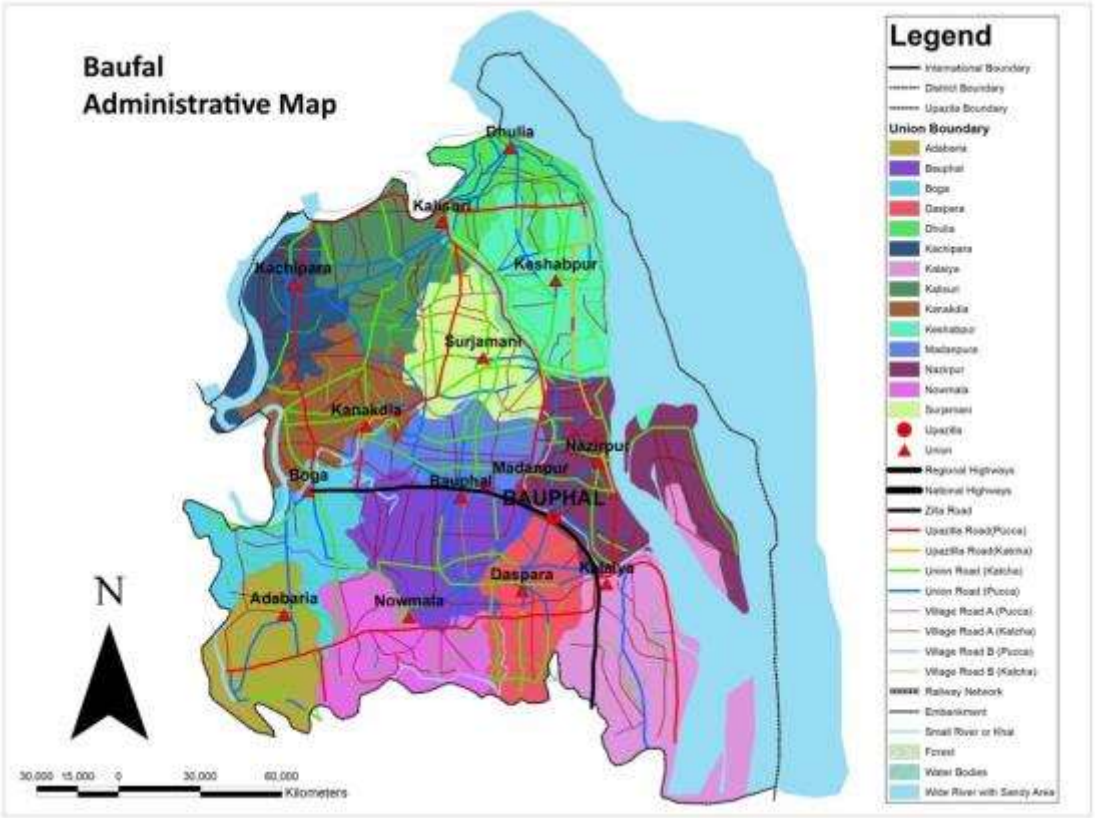

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

চিত্রঃ ২.১: দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

দুযোগ হল একটি মারাত্বক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানব সৃস্ঠ আপদের ফল দেখা দেয়। সাধারন অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপাদাপন্নতা এ দুটি উপাদান একত্রে হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। বাংলাদেশের দক্ষিন প্রান্তে অবস্থিত পটুয়াখালি জেলার বাউফল একটি উপজেলা হওয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ শিকার হয়। এই উপজেলার আয়তন ৪৮৭ বর্গ কিঃমিঃ, যেখানে ৩,১০,৫০৮ জন মানুষ বসবাস করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত ও প্রকৃতিগত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগ প্রবণ দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত। যুগ যুগ ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ হচ্ছে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, শৈত্যপ্রবাহ, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঘনকুয়াশা, আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, টর্নেডো, তাপদাহ ও কালবৈশাখী ইত্তাদি। প্রায় প্রতি বছরই উল্লেখিত দুর্যোগ সমূহ দেশের কোন না কোন অঞ্চলে আঘাত হেনে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সার্বিক দুর্যোগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পূর্বে ১৯৮৮-১৯৯১ এবং ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালে বাউফল উপজেলার ব্যাপক বন্যা ও ঝড় হয়। ২০০৭ সালে সিডর, ২০০৯ সালে আইলা, ২০১৩ সালে মহাসেন ঝড়ের কারণে এ এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। জলোচ্ছাস, ঘূর্ণি ঝড়, কালবৈশাখী,নদী ভাঙ্গন, বন্যা উপজেলার প্রধান দুর্যোগ এসব দুর্যোগের কারণে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো সহ পশুসম্পদ ও জীববৈচিত্র সহ উন্নয়ন কর্ম্মকান্ড মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও জলবায়ু পরিবরতিনের ফলে হঠাৎ করে তেতুলিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের ১০০০/১৫০০ পরিবার কে গৃহহারা হতে হয়। জনগনের মাথা পিছু আয় কমেছে বেড়েছে দারিদ্রতা। বাড়ছে মানুষের স্বাস্থ্য হানির প্রবনতা।

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত /উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
জলচ্ছাস	২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩	বেশি	মৎস্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো,
		মাঝারী	কৃষি সম্পদ, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
ঘূর্ণীঝড়	২০০৪, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৩	বেশি	কৃষি সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা
		মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু
কালবৈশাখী	১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৫, ৬ই মে ২০০২	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
		মাঝারী	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
নদী ভাঙ্গন	১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৮,এবং ২০০৯, ১৬ই মে ২০১৩সাল।	বেশি	কৃষি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
		মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ,
বন্যা	১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪, ২০০৯	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
		মাঝারী	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.২ আপদ সমুহ

বাউফল উপজেলাটি কৃষি নির্ভরও সমুদ্র উপকুলিয় নিকটবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলায় বসবাসকারীদের বেশী বেশী দূর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় উপজেলার ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানব সৃষ্ট আপদ ও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করে সকল আপদের মধ্য থাকে ৭ টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ৫টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে যদি কালবিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদ নিম্নে দেওয়া হল:

টেবিল ২.২ উপজেলার আপদ সমুহ

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		**উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার**
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		
১. তাপদাহ	১২. ভূমিকম্প	১. জলোচ্ছাস ২. বন্যা ৩. কালবৈশাখী ৪. ঘূর্ণি ঝড় ৫. নদী ভাঙ্গান
২. বন্যা	১৩. ঘূর্ণি ঝড়	
৩. পানির স্তর	১৪. জলাবদ্ধতা	
৪. অতিবৃষ্টি	১৫. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	
৫. শৈত্যপ্রবাহ	১৬. টর্নেডো	
৬. খরা	১৭. শিলাবৃষ্টি	
৭. নদীভাঙ্গন	১৮. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদুরের আক্রমণ	
৯. জলোচ্ছাস	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক	২১.লবনাক্ততা	
মানবসৃষ্ট আপদ		
২২. অগ্নিকান্ড	২৩. ভূমি দখল	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

জলোচ্ছাস

পটুয়াখালির বাউফল উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে.আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২৫ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর জলোচ্ছাস হলেও ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯ও ১৬ই জুন ২০১১ সালের জলোচ্ছাস ছিলো ব্যপক।

চিত্রঃ ২.২:জলছাসে প্লাবিত উপজেলার একটি গ্রাম।

বন্যা

পটুয়াখালির বাউফল উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত।এখানে শ্রাবন মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবোকাঠামো,আবাসন,শিক্ষা,যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে.আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ১৫ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর জলোচ্ছাস হলেও ১৯৮৮,১৯৯৮,২০০৪,এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিলো ব্যাপক।

চিত্র ২.৩: বন্যা পানিতে নিম্নজিত উপজেলার বাড়ীঘর

কালবৈশাখী

পটুয়াখালির বাউফল উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না। ১৫-২০ বছর পূর্বে এ এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় স্বাভাবিক মাত্রায় ছিলো। কিন্তু ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতি বছর পটুয়াখালির এ উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হলেও ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৫ ,এবং ২০০৭ সালের কালবৈশাখী ছিলো ব্যাপক।

চিত্রঃ ২.৪: কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম।

ঘূর্ণি ঝড়

পটুয়াখালির বাউফল উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর ঘূর্ণি ঝড় হলেও ২৩শে মে ২০০৪, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ৮ই অক্টোবার ২০১০, ১৬ই জুন ২০১১ সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক।

চিত্রঃ ২.৫: ঘূর্ণি ঝড়ের একটি চিত্র।

নদীভাঙ্গন

বাউফল ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ছিল ভরপুর। সুনিবিড় অরণ্যানী, উদ্ভিদ-প্রাণী এবং নদীনালা, জলাশয় পূর্ণ এ অঞ্চলটি এর অংগকে সাজিয়ে তুলছিল সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের পূর্বে বিশাল তেতুঁলিয়া নদী, পশ্চিমে খরস্রোত লোহালিয়া নদী ও উত্তর-পশ্চিমে কারখানা নদী বয়ে গেছে। এছাড়া উপজেলার মধ্যখানে ছোট-বড় অনেক নদী ও খাল রয়েছে। ৩টি নদী আয়তন ৩১৩৩ হেক্টর। পটুয়াখালির এ উপজেলা টি ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে শ্রাবন মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো,আবাসন,শিক্ষা,যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে আবাদী জমিতে বালি পড়ার

চিত্রঃ ২.৬: নদী ভাঙ্গনে উপজিলার নদীর তীরের কৃষি জমি।

কারনে ফসল চাষ করা যায় না যার ফলে এলাকার প্রায় ৪২ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর নদীভাঙ্গন হলেও ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৭ সালের নদীভাঙ্গন ছিলো ব্যাপক।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

বাউফল উপজেলার ঘূর্ণি ঝড়, জলচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙন, অনি,য়মিত বৃষ্টিপাত খরা, প্রভৃতি আপদগুলোর প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় ৩০৪৯৫৯ জন জনগোষ্ঠী এছাড়াও প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামোগুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল:-

টেবিলঃ ২.৩: বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
নদীভাঙ্গন	• নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানব সম্পদের ক্ষতি • পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	• বাউফল উপজেলায় অসংখ্য বাঁধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বাঁধ কালাইয়া লঞ্চ ঘাট থেকে শৌলা হয়ে সন্দীপ পর্যন্ত এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ১০ কিমি.। • এছাড়া এ উপজেলার মোট ১২৭.০০কিমি বাঁধ রয়েছে যা আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে।
ঘূর্ণি ঝড়	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • কবর স্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• বাউফল উপজেলায় ৪৯টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ২০কিঃমিঃ,উঁচু পাকা রাস্তা রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ৭৮টি উঁচু টিউবয়েল রয়েছে।
জলোচ্ছাস	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • কবর স্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• বাউফল জেলার উপাজেলতে ৪৯ টি সাইক্লোন সেন্টার আছে। • এই উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ১৭টি কবরস্থান উচু আছে। • বাউফল উপজেলায় মোট ১২৭ কিমিঃ দৈঘ্য বাঁধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বাঁধ • পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলায় ২০ কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
বন্যা	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • কবর স্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• বাউফল উপজেলার পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম হল ৩টি নদী রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ৭৮টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ৬ ফুট উঁচু মোট- ১২৭ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে। • বাউফল উপজেলা ১৭ টি কবর স্থান উঁচু রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ২০ কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে। • বাউফল উপজেলার ১৬ শতাংশ বনায়ন রয়েছে।
কালবৈশাখী	• ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানব সম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • পশু সম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• বাউফল উপজেলা ১৬ শতাংশ বনায়ন রয়েছে। • বাউফল উপজেলায় ৪৮টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

বাউফল উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, গ্রাম গুলি বিভিন্ন আপদের সম্মুখীন হয়। এ উপজেলার অধিকাংশ জনগস্ঠী কৃষি ও মৎসের উপর নির্ভশীল। সামুদ্রীক উপকুলিয় অঞ্চল হয়ায় এখানকার মানুষদেরকে আপদ গুলিকে মোকাবিলা করতে হয়। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা,বিপদাপন্নের কারন ওবিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নে সংখিপ্ত দেওয়া হলঃ

টেবিল ২.৪. সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণি ঝড়	চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া, কাছিপাড়া সহ সমগ্র উপজেলা	নদীর তীরবর্তী এলাকা	১,৩০,৫০০জন
জলোচ্ছাস	চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া, কাছিপাড়া	নদীর তীরবর্তী এলাকা	৪০,২০০জন
বন্যা	চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া, কাছিপাড়া	নদীর তীরবর্তী এলাকা	৫৬০০০জন
কালবৈশাখী	চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া, কাছিপাড়া সহ সমগ্র উপজেলা	প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম	১,২০,০০০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
নদীভাঙ্গন	কেশবপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া,ধুলিয়া,	নদীর তীরবর্তী এলাকা	২০,২০০ জন

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

বাউফল উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল-

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	বাউফল উপজেলায় মোট ১,২০,৩৬৬ একর জমিতে ১৬৭০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। ফসল উদ্বৃত থাকে যা উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই বাউফল উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	বাউফল উপজেলায় ৬০% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৪০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ৩০%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫% এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭১.৪৬%। আবহাওয়া ও জলবায় পরিবর্তনের ফলে যদি বন্যা, জলোচ্ছাস, শৈত্যপ্রবাহ,নদীভাঙ্গন হয় তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য বাউফল উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে বাউফল উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	বাউফল উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা ৩৬,৪০৮টি।এর আয়তন ১৪৩৮ হেক্টর,খাস পুকুরের সংখ্যা ৫৭ টি আয়তন ১২.৪৬ হেক্টর বেসরকারী হ্যাচারী ৩টি, এ উপজেলায় ১১৭মেঃটঃ পোনার চাহিদা রয়েছে। ৬১ মেঃটঃ পোনা এ উপজেলাতে উৎপাদিত হয়। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই বাউফল উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়। পটুয়াখালী জেলা মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ। নদী বিধৌত পটুয়াখালী জেলার খাল-বিল, পুকুর, নালা, নিম্নভূমি গুলো মৎস সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার নদী মোহনাগুলো ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
পশুসম্পদ	পূর্বে বাউফল উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ২২০ টি গবাদিপশুর খামার, ৩০,৩৮০টি ব্রয়লার মুরগীর খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি বন্যা ও জলোচ্ছাস হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	বাউফল উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো বাউফল উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে বাউফল উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থাসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	বাউফল উপজেলায় ৭০% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৪০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২০%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। অন্যান্য খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫০%, শিল্প ০.৭৬%, বাণিজ্য ৯.০১৩%, যোগাযোগ ও পরিবহন ৩.৯৫%, চাকুরি ৪.৮৩%, নির্মাণ ০.৯%, ধর্মীয় সেবা ০.০৮%, রেমিটেন্স ০.০৬% এবং অন্যান্য ২.২৫%। বাউফল উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে বাউফল উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা বেশ উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাউফল উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন,কালবৈশাখি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	বাউফল উপজেলায় গাছপালা ও বনায়নের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর ফলের গাছ আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই সফেদা গাছ রয়েছে। বাউফল উপজেলায় সরকারিভাবে ১৬ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা বাউফল উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	বাউফল উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, জলোচ্ছাস নদীভাঙ্গন, ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া জলোচ্ছাসের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই বাউফল উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত " গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান" যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো	বাউফল উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ১০ টি (১৫৮ হেক্টর) বাঁধ, ৬৪৮টি কালভার্ট ও ২২৬টি ব্রীজ রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট মোট রাস্তা ১০৩.১৪ কিঃমিঃ, পাকা ৮০.৮৬ রাস্তা কিঃমিঃ, কাঁচা রাস্তা ২২.২৮ কিঃমিঃ। সেচের জন্য বর্তমানে ৯৭.৪ % গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়া ৩৯টি হাট ও ৬টি গ্রোথ সেন্টার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো বাউফল উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	বাউফল উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস নদীভাঙ্গন, হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, জলোচ্ছাস হলে যোগাযোগের কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/ উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

বাউফল উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে বাউফল উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে বাউফল উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা ৩০ এ দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

বাউফল উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে বাউফল উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে বাঘা উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে বাউফল উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা ৩১ এ দেখানো হয়েছে।

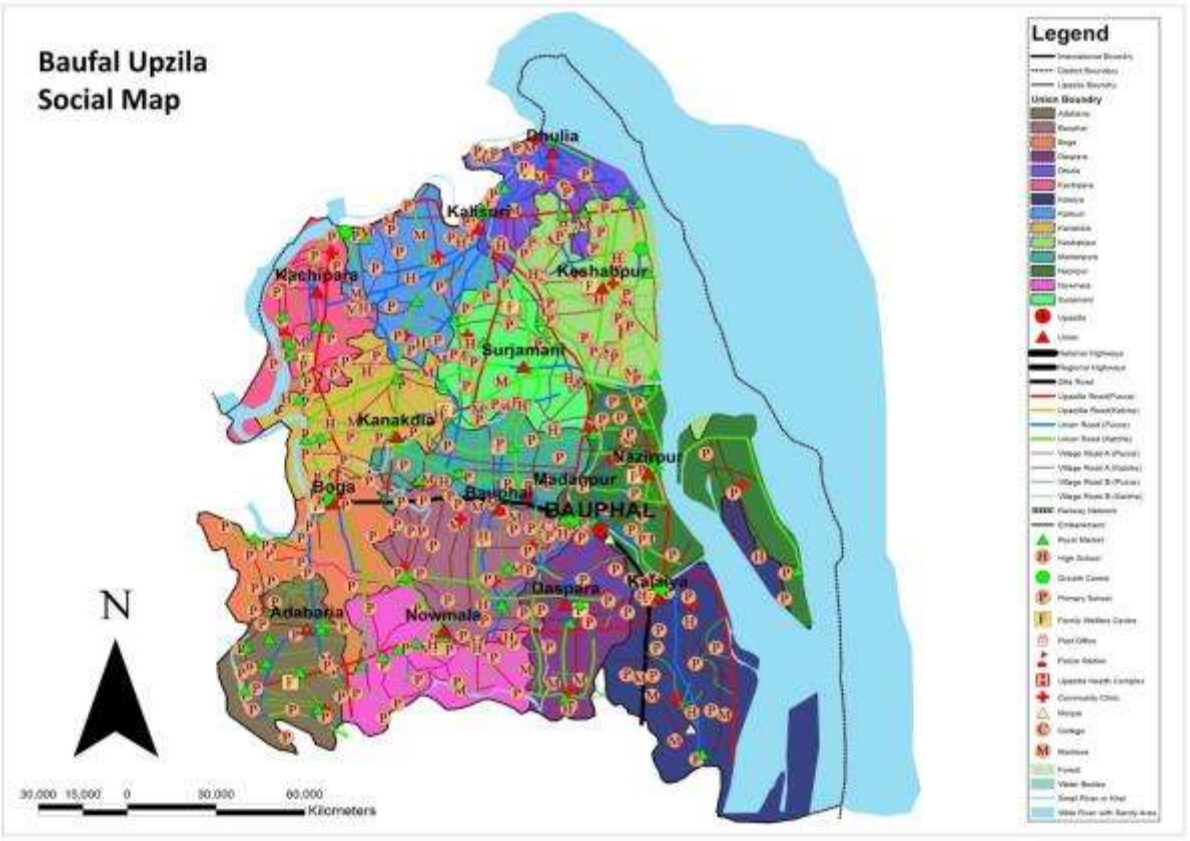

Baufal Upzila
Social Map
Legend
Dhulia
Kalisuri
Keshabpur
Kachipara
Surjamani
Kanakdia
Nazirpur
Madanpur
Boga
Bauphal
BAUPHAL
Adabaria
Nowmala
Daspara
Kalaiya
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

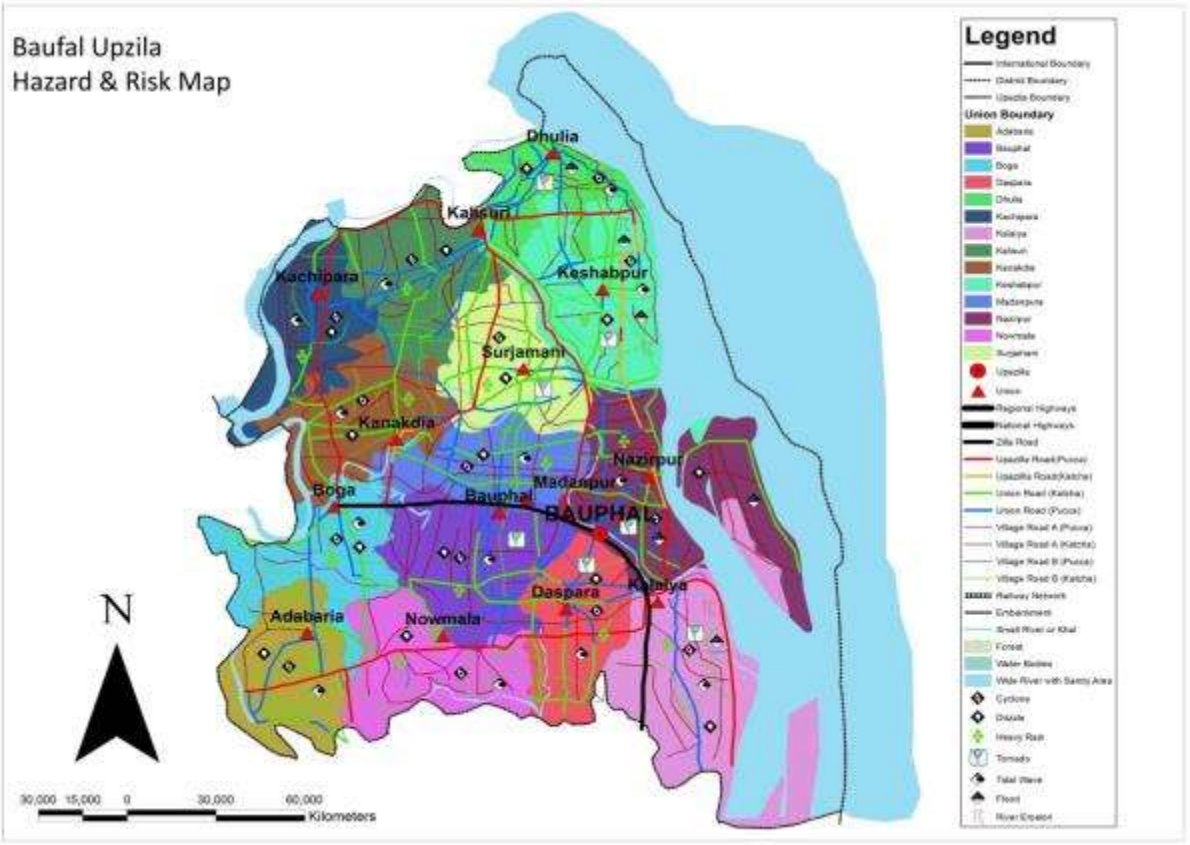

Baufal Upzila
Hazard & Risk Map
Legend
Dhulia
Kalisuri
Keshabpur
Kachipara
Surjamani
Kanakdia
Nazirpur
Madanpur
Boga
Bauphal
BAUPHAL
Daspara
Adabaria
Nowmala
N
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

বাউফল উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি না হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ফাল্গুন- চৈত্র মাস থেকেই কালবৈশাখীর প্রবনতা থাকে এবং বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য মাসে ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি জলছ্বাস হয়ে থাকে। বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য মাসে জলছ্বাস কিছুটা কম হলেও আষাঢ়-শ্রাবন মাসে বেশি দেখা দেয়। এছাড়া উপজেলার ভেতর দিয়ে ৫ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা জলোচ্ছাসে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়। জনসাধারন বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় হয়ে বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
জলোচ্ছাস												
ঘূর্ণি ঝড়												
বন্যা												
নদী ভাঙ্গান												
কালবৈশাখী												

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস

বেশী		মাঝারী		কম	

আপদের দিনপজি বিশ্লেষন

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়।

জলোচ্ছাসঃ পটুয়াখালির বাউফল উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। জলোচ্ছাসের ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না।

ঘূর্ণিঝড়ঃ পটুয়াখালির বাউফল উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘূর্ণিঝড় হয়ার প্রবনতা বেশি থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। বাউফল উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

নদীভাঙ্গনঃ বাউফল উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

কালবৈশাখীঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ , আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কালবৈশাখী বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতি বছর পটুয়াখালির বাউফল উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি ও মৎস অত্র এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষি ও মৎস পন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল-

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস,

বেশী		মাঝারী		কম	

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ/ দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি, মৎস, দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল-

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		জলোচ্ছাস	ঘূর্ণিঝড়	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী	বন্যা
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑		☑
০৩	দিনমজুর	☑	☑	☑		☑
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑		☑	☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি ইউনিয়নের আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬ জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সমূহের উপর ভোটাভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকার কৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ সহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
ঘুণীঝড়	☑	☑	☑					☑		☑
জলচ্ছাস	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑		☑
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	☑	☑							☑	
খরা	☑	☑	☑	☑						

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘ কালের (৩০ বছর বা তার অধিক সময়ের) দৈনন্দি আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদান গুলোর (বায়ুর তাপ,বায়ুর চাপ,বায়ু প্রবাহর দিক ও তার গতিবেগ , বায়ুর আদ্রতা, মেঘের পরিমান, মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টি পাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্য কিরন পৌছায়,ভূ পৃষ্ঠতা শোষণ করে। শোষিত সূর্য কিরন আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাক্রিতিক নিয়ম। প্রাক্রিতিক নিয়মের এই শোষন–বিকিরন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

টেবিল ২.১০: জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে ৩৫ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০৩ সালের মত প্রচন্ড বন্যা হলে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর কারনে ২০,২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ২০২৩৩ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	বাউফল উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ৪৭৭৬ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাউফল উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০৯ ও ২০১১ সালের মত জলচ্ছাস হলে উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, জলচ্ছাস, ঝড়, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে উপজেলার ৩৮%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে বাউফল উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে খরা দেখা দিতে পারে এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের নিম্নগামী হওয়ার কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে,অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ, বাউফল উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ- এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।বাউফল উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ৩.১: বাউফল উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বাউফল উপজেলায় হঠাৎ ঘূণী ঝড়ের আঘাতে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসূন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ১০৫৬৭টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৩৪৮০টি পরিবারের ১০৫৩০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১. জন-সচেতনতার অভাব। ২. বৃক্ষনিধন ও পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা। ৩. পানির স্তর নিচে নেমে যাও।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা। ২.প্র্যজনের তুলনায় বনায়ন কম থাকা।
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	- জনসচেতনার অভাব -হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া - প্রচন্ড গরমের কারণে	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১. বড় বড় বৃক্ষনিধন করা এবং বৃক্ষ রোপণের কোন সরকারী নীতিমালা পালন না করা
বাউফল উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৬৫৪১ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	- পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়া -উজানের ঢল নামা	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া। - প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকা	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার রবি ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	- পানির প্রবল চাপ - শ্রাবণ মাসের প্রবল	-নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
	বৃষ্টিপাত		২. নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
বাউফল উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ৭৫৮৭ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৮৮৪৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহিত বাতাস	-জলবায়ু পরিববর্তন -শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. গাছপালা নিধন করা ২. পরিবেশ দূষণ করা
বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৬৬৮৭টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পানির প্রবল চাপ -শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	- নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
বাউফল উপজেলায় বন্যা কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। তেতুলিয়া নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।	-পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকা। -উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে।	-পুকুরের কম গভীরতা	১.জাতীয় পর্যায়ে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া
বাউফল উপজেলায় বন্যার কারণে ৭২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৪৩৪২৪টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে।	-উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপ	-নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা - অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯,০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পা।	-অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হওয়া	-নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	১. নদীর পাড় মজবুত না করা
বাউফল উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-পর্যাপ্ত পানির অভাব	-পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ না করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপ সংস্কার না করা ২. গভীর নলকূপ স্থাপনের

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
			ব্যবস্থা না থাকা
বাউফল উপজেলায় বন্যা কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৬৫৪০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-জনসচেতনতার অভাব	-চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বল্পতা	১.স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব
বাউফল উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	-সর্তকতামূলক ব্যবস্থা না থাকা -বড় বড় গাছপালা নিধন	১. বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

বাউফল উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: বাউফল উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে উপজেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাউফল উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫০২৫৯টি পরিবারের	-জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া	১. বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
১৯৫২৩০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			
বাউফল উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। তেতুলিয়া নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে। ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৬৫৪১ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-বাঁধ তদারকি করা -বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিং করা ২. নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া
বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে নদী পাশের ৩৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	- টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা ৩. বাজেট বরাদ্দ করা
বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৬৬৮৭টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	-নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা - বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া
বাউফল উপজেলায় ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। বন্যার কারণে ২২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৩৪২৪ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে।	-বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	-উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	-নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	-ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। বাউফল উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯,০০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।			
বাউফল উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. চলমান গভীর নলকূপ গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অভাব নিরসন করা	১. স্থানীয় কৃষি বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপগুলো সংস্কর করা ও নতুন গভীর নলকূপ তৈরির ব্যবস্থা করা
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাউফল উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১. আবহাওয়া বার্তা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌঁছানো	১. সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. গবাদীপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাউফল উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেড়ে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	শতকরা ৮০%	৫০০০-১০০০০ জন	২-৫ বছর

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
২	আশা	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	শতকরা ৬০%	৫০০০-১০০০ জন	২-৫ বছর
৩	প্রশিকা	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	শতকরা ৪৫%	৫০০০-১০০০০ জন	২-৫ বছর
৪	প্রযুক্তী পীঠ	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	শতকরা ৩২%	৫০০০ পরিবার	২-৫ বছর
৫	গ্রামীন শক্তি	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সৌর বিদুৎ, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	শতকরা ৬৫%	৫০০০-১০০০০ জন	২-৫ বছর
৬	সিসিডিপি	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	শতকরা৬২%	৫০০০ পরিবার	২-৫ বছর

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
নদী ড্রেজিং করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	উত্তর-পশ্চিমে কারখানা নদী আদাবারিয়া ইউনিয়নে ৫টি খাল মধ্যে- নাপ্তানি খাল, কবির খালী খাল, আতোষখালী	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো
নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণকরা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	তেতুলিয়া, কারখানা,নদীর নিম্নাঞ্চল ও দাসপাড়া ইউনিয়নের ১নং, ০২নং, ৪নং, ৫নং, ৭নং ও ৮নং ওয়ার্ডের	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
			কারখানা নদীর ধারে।						সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুটথেকে২৫০ফুট	৫কোটি ৬০লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বছরের যেকোনসময়	৬০	২	১০	২৮	
কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০জন করে দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	
জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথে জনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী পুকুরসহ)	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	বাউফল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটিইউনিয়নেরসকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২৫	৩৫	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) খোলা	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	উপজেলা পরিষদে	জরুরী মুহূর্তে	৩৫	৫	৩০	৩০	
দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার	নিয়মিত (প্রতিদিন/ প্রতিঘন্টায়)		ইউনিয়ন ব্যাপি	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	পরিস্থিতি অনুসারে		উপজেলার সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী রাখা	৮টি দল (৬ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা অনুসারে		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
প্রাথমিক ত্রান বিতরন	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
বিপদ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মহিলাদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
গবাদি পশু-পাখি রাখার স্থান উঁচু, খাবার ওষুধ মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
জরুরী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
আলোবাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
কৃষি ও কর্মসংস্থান	ঐ		ঐ		৩৫	৫	৩০	৩০	
বাসস্থান মেরামত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
শিশু খাদ্য মজুদ করা, লবন, ভোজ্য তেল, দিয়াশলাই ও কেরোসিন তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা	ঐ			ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে।
আলগা চুলা ও শুকনা খড়ি মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
স্যালাইন তৈরির উপকরণ মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
নৌকা তৈরী ও মেরামত করা, ভেলা তৈরি করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
ঘড়ের বেড়া ও খুঁটি লাগানো/ মেরামত এবং মাচা উঁচু করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
জন প্রতি ১ টি রাবার টিউব/ বয়া সংগ্রহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খোলা মুখে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, ম্যাচ, পানি, ফিটকারী, চিনি, স্যালাইন ইত্যাদি পলিথিনে মুরে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
নারিকেল গাছের ডাব ও পাকা নারিকেল থাকলে তা পেড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অথবা কলসীতে পানি ভরে মুখ মোটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
হাঁস মুরগী মজবুত খাঁচায় ভরে উঁচু গাছের (যে গাছ ভেঙ্গে বা উপরে পড়ার সম্ভাবনা নাই) সাথে বেধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
শক্ত গাছের সাথে কয়েক গাছা লম্বা মোটা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
শক্ত রশি বেঁধে রাখতে হবে									
মহাবিপদ সংকেত পেলে ট্রলার ও নৌকা নিকটস্থ কোন জলায় বা পুকুরে ডুবিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা/ নৌকার মধ্যে মাটি ভরে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
মহাবিপদ সংকেত পেলে রেডিও/ টেলিভিশনে প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করা এবং ১৫ মিনিট পর পর খবর শুনতে থাকা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
মাছ ধরার জাল শক্ত গাছের সাথে পেঁচিয়ে রাখা অথবা পুকুরে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
যেসকল ঘর বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় প্রতিরোধক না, সে সকল ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে ঘরের ছাদ ও বেড়া খুলে মাটির উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়া রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
দলিল পত্র ও টাকা পয়সা পলিথিনে মুরে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা অথবা পরিবারের	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা									

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা ও ক্ষতির পরিমান অনুসারে	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	ইউপি, পৌরসভা	দূর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক সময়ে	৪০	০	৩০	৩০	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা
আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলো ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	করা হলে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
জনসেবা পুনরাম্ভ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
রাস্থা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	
ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৪০	০	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে ঝুঁকিহ্রাসের কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা, অর্থ সংকট দূর করা	২১-২২ কোটি টাকা	তেতুলিয়া নদীর ,কারখানা নদীতে ওখরস্রোতা লোহালিয়া নদীর পানিতে প্লাবিত নদীর তীর অঞ্চল।	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে
আশ্রয়কেন্দ্র	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা	২৮-২৯ কোটি	প্রতিটি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ	৪৫	১০	১০	৩৫	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে
তৈরি করা	করা	টাকা		মাস পর্যন্ত					সচেতন ও উদ্যোগী
গভীর নলকূপ স্থাপন	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ	৫০-৬০ লক্ষ	১৪টি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪০	১০	১০	৪০	করবে।
বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	২০-২৫ লক্ষ টাকা	১৪টি ইউনিয়নে	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা	২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	১৪টি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	১৪টি ইউনিয়নে	১২ মাস	২০	২০	২০	৪০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিলঃ ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আলহাজ ইঞ্জিঃমোঃমুজিবুর রহমান	চেয়ারপার্সন	০১৭১৫০০৫৮৬১
০২	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	কো-চেয়ারপার্সন	০১৭১২১২৫৭৭১
০৩	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
০৪	মোঃশামসুল আলম মিয়া	সদস্য	০১৭১৬৩৮২৪১৫
০৫	মোসাঃরুবিয়া বেগম	সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬
০৬	মনোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৭১৬২১০৫৮৬
০৭	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৭৭৫৬৮৫৯
০৮	মোঃ লুৎফর রহমান	সদস্য	০১৭১২৩১০০৫৮
০৯	মোঃ মাহবুবল আলম তালুকদার	সদস্য	০১৭১২১৪৬৬২৯
১০	অবনী মোহন	সদস্য	০১৭১৬৫১২৯১৯
১১	মোঃ মোশাররফ হোসেন	সদস্য	০১৮১৮২৬৯০৯৯
১২	মোঃ মজিবুর রহমান	সদস্য	০১৭৫৩৪৬৪৫৬৯
১৩	আাফরোজা সুরতানা	সদস্য	০১৪২২৫৬৩০৭
১৪	মোঃ কামরুল হাসান মিঞা	সদস্য	০১৭১২১৫৮৭৯১
১৫	নরেশ চন্দ্র কর্মকার	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪৩১৯
১৬	মোঃ মাহবুব হাসান	সদস্য	০১৭১৭৫০৫৬০৫
১৭	মোঃ ইউসুফ আলী	সদস্য	০১৭১৮৭৭১৫৫৮
১৮	আবদুস সোবাহান	সদস্য	০১৭১৮৭২১০২৩

তথ্যসূত্র:বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪.১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই জেলা / উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/ ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা / উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ / জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা / উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউ নিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২. আপদ কালিন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়নদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনোখাবার, জীবনরক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুতরাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারী র সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়র দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদীপশুরচিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণিচিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণিচিকিসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ারআয়োজনকরা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাসপ্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা প্রবণ এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবেনদুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।

- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

বন্যা /ঘূর্ণি ঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেন্টার।	বাউফল	১০০০	মন্তব্য
স্কুল কাম সেল্টার	চর রায়সাহেব রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	নাজিরপুর	১০০০	--
	ধানদী সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	নাজিরপুর	১০০০	--
	পূর্ব মদনপূরা রেজিঃ প্রাঃ বি কাম সাইক্লোন সেন্টার	মদনপুরা	৫০০	--
	আমিরাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কনকদিয়া	১০০০	--
	মদনপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	মদনপুরা	১০০০	--
	কায়না বাঁশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	বাউফল	১০০০	--
	বিলবিলাস সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	বাউফল	১০০০	--
	হোসনাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	বাউফল	১০০০	--
	পূর্বখেৎুরবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	দাশপাড়া	৫০০	--
	কপূবকাঠী ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ সাইক্লোন সেন্টার	কালাইয়া	১০০০	--
	কপূবকাঠী ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	কালাইয়া	১০০০	--

বন্যা /ঘূর্ণি ঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	বাউফল	১০০০	মন্তব্য
	সাইক্লোন সেন্টার			
	বগা আদর্শরেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	বগা	১০০০	--
	সাবুপুরা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	বগা	১০০০	--
	দঃ মনিপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কেশবপুর	১০০০	--
	মধ্য মমিনপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্	কেশবপুর	১০০০	--
	পাড়েরহাট রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	ধুরিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	ধুলিয়া	১০০০	--
	বাউফল সালেহিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	বাউফল পৌরসভা	১০০০	--
	নুরাইনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	সূর্যমনি	১০০০	--
	বিলবিলাস সিনিয়র মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	বাউফল	৫০০	--
	রাব্বানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালাইয়া	১০০০	--
	তাতেরকাঠী দাকিল মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	নাজিরপুর	১০০০	--
	মহাশ্রদ্ধি সিনিয়র মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেন্টার	আদাবাড়ীয়া	১০০০	--
	কাছিপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	কাছিপাড়া হিস্যাজাত সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	ছত্রকান্দা সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	শহিদ জালাল সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	আনারশিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কাছিপাড়া	১০০০	--
	কালিশুরী বর্ড সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালিশুরী	১০০০	--
	ধলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালিশুরী	৫০০	--
	রাজাপুর বোর্ড সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালিশুরী	১০০০	--
	কবিরকাঠী সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালিশুরী	১০০০	--

বন্যা /ঘূর্ণি ঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	বাউফল	১০০০	মন্তব্য
	পঞ্চিম ছিটকা সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কালিশুরী	১০০০	--
ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	বাউফল	১০০০০-১৫০০০	--
	ধানদী সাইক্লোন সেল্টার।		১০০০০-১৫০০০	--
	কালাইয়া সাইক্লোন সেল্টার।	কালাইয়া	১০০০০-১৫০০০	--
	শৌলা সাইক্লোন সেল্টার।		১০০০০-১৫০০০	--
	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	বাউফল	১০০০০-১৫০০০	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	বাউফল উপজেলা অফিস	বাউফল উপজেলা পরিষদ	৩০০০-১০,০০০জন	--
	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কার্যলয়	বাউফল উপজেলা পরিষদ	১১০০-১২০০	--
	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যলয়	বাউফল উপজেলা পরিষদ	১১০০-১২০০	--
	উপজেলা কৃষি অফিস কার্যলয়	বাউফল উপজেলা পরিষদ	১১০০-১২০০	--
ইউপি ভবন	আদাবারিয়া ইউপি ভবন	আদাবারিয়া	১৫০-২০০ জন	--
	বাউফল ইউপি ভবন	বাউফল	১৫০-২০০ জন	--
	দাস পাড়া ইউপি ভবন	দাস পাড়া	১৫০-২০০ জন	--
	কালাইয়া ইউপি ভবন	কালাইয়া	১৫০-২০০ জন	--
	নওমালা ইউপি ভবন	নওমালা	১৫০-২০০ জন	--
	মদনপুর ইউপি ভবন	মদনপুর	১৫০-২০০ জন	--
	বগা ইউপি ভবন	বগা	১৫০-২০০ জন	--
	কনকদিয়া ইউপি ভবন	কনকদিয়া	১৫০-২০০ জন	--
	সূর্য্যমনি ইউপি ভবন	সূর্য্যমনি	১৫০-২০০ জন	--
	কেশবপুর ইউপি ভবন	কেশবপুর	১৫০-২০০ জন	--
	ধুলিয়া ইউপি ভবন	ধুলিয়া	১৫০-২০০ জন	--
	কালিসুরি ইউপি ভবন	কালিসুরি	১৫০-২০০ জন	--
	কাছিপাড়া ইউপি ভবন	কাছিপাড়া	১৫০-২০০ জন	--
	নাজিরপুর ইউপি ভবন	নাজিরপুর	১৫০-২০০ জন	--
উঁচু রাস্তা	বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	বাউফল	৩৫-৪০ হাজার জন	--
	বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত	বগা	১০০০০-১৫০০০	--

বন্যা /ঘূর্ণি ঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	বাউফল	১০০০	মন্তব্য
	রাস্তা।			
	মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	কালিশুরি	১০০০০-১৫০০০	--
	কালাইয়া গ্রথ সেন্টার থেকে নওমালা ইউপি হয়ে হাজির হাট হয়ে পটুয়াখালি জেলা হেড কোয়াটার রোড(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত	কালাইয়া	১০০০০-১৫০০০	--
	ধুলিয়া বাজার থেকে জামালকাঠি হয়ে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত	ধুলিয়া	১০০০০-২০০০০	--
বাঁধ	কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে পুর্বশৌলা হয়ে বাজে সন্দীপ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ বাঁধ।	কালাইয়া	৩৫-৪০ হাজার জন	--
	দামনি কাঠী থেকে সন্যাসী কান্দা হয়ে দামনীকাঠী পর্যন্ত ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ।	বাউফল	৩৫-৪০ হাজার জন	--
	সন্যাসী কান্দা থেকে বগা ব্রীজ পর্যন্ত ০৯ কিঃমিঃ বাঁধ	বাউফল	৩৫-৪০ হাজার জন	--

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে

- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সাইক্লোন শেল্টার	বাউফল কলেজ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃ জিয়াউল হক	০১৭২৭১৯৪৬৫৩	
	ধানদী সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃইব্রাহিম ফারুক।	০১৭১৬৩৭৪৫৫৮	
	কালাইয়া সাইক্লোন সেল্টার।	এস এম ফয়সাল আহম্মেদ	০১৭১৪২৯৪৫৭৩	
	শৌলা সাইক্লোন সেল্টার।	এস এম ফয়সাল আহম্মেদ	০১৭১৪২৯৪৫৭৩	
স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার	চর রায়সাহেব রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	কলি আক্তার	০১৭৩৪১৭৮০১৪	
	ধানদী সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	সমীর চন্দ্র চক্রবর্তী।	০১৭২৫৪৩৯২৬২	
	পূর্ব মদনপুরা রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	কামরুন নেছা।	০১৭২৯৭৭৮৬২২	
	সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	হরিহর চন্দ্র রায়।	০১৭৪৫৩৯৭৩০৭	
	মদনপুর সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃরফিকুল ইসল।	০১৭৩৪২৪৭৫৬৩	
	কায়না বাশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃনাসরিন।	০১৭১৮৪৮৭৬৫৫	
	বিলবিলাস সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	শারমীর খানম।	০১৭১৬৪৩৭১৩০	
	হোসনাবাদ সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	শিরীন আক্তার জাহান	০১৭২৪১২৪১৬৫	
	পুর্ব খেজুরবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মুঃ সেলিম	০১৭১৬০৩২২৩৭	
	কপুবকাঠী ইসলামিয়া প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃইকবাল কবির	০১৭১৯৯৯২৬৬১	
	আশুরি হাট রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	জি,এম শহীদুল	০১৭২৪৮৭৩৭৫৮	
	বগা আদর্শ রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	দীপন কুমার নাগ	০১৯১৮৭০৩৯৭৩	
	সাবুপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৫৯১১৩৪৮	
	দঃ মনিপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	গৌতম চন্দ্র মন্ডল	০১৭২১১৮৮৪১১	
	মধ্য মমিপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃনাজির উদ্দীন	০১৭৩৪০৪১১২২	
	পাড়েরহাট রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃশামসুল হক	০১৭১৫৫৩৮৯৫২	
	ধুরিয়া সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃ সেকেন্দার আলী	০১৭২৩৩৯৯৬১১	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	শহিদ জালাল সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	ইসরাত জাহান	০১৭২৮০৯৪১৪৬	
	আনারশীয়া সঃ প্রাঃ বিঃকাম সাইক্লোন সেল্টার।	হাসিনা বেগম	০১৭২১৮০০৩৪৭	
	কালিশুরী বর্ড সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	অসিত রঞ্জন সরকার	০১৭১৬৮০৬৬৯৮	
	ধলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃমাকসুদা বেগম	০১৭৩৫২৯১৮৮০	
	রাজাপুর বোর্ড সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃকোহিনুর বেগম	০১৭৪৬৬৮৪৫৭	
	কবিরকাঠী সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	রাবেয়া খাতুন	০১৭২৫৭২৮৬৫৬	
	কাছিপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	উত্তম চন্দ্র সমাদ্দার	০১৭১৫১৫৫৯৬৭	
	কাছিপাড়া হিস্যাজাত সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	এফ,এম,মামুন হোসেন	০১৭৪৫২০৯২৩৭	
	ছত্রকান্দা সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃ আলেয়া বেগম	০১৭১৫৮৫৪১৮৮	
	চর রায় সাহেব রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কলি আক্তার	০১৭৩৪১৭৮০১৪	
	ধান্দী সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	সমীর চন্দ্র চক্রবর্তী	০১৭২৫৪৩৯১৬২	
	পূর্ব মদনপূরা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কামরুন নেছা	০১৭২৯৭৭৮৬২২	
	আমিরাবাদ সঃ প্রাঃ বীঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	হরিহর চন্দ্র রায়	০১৭৪৫৩৯৭৩০৭	
	মদনপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭৩৪২৪৭৫৬৩	
বাঁধ	কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে পুর্বশৌ্লা হয়ে বাজে সন্দীপ পর্যন্ত বাঁধ।	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
	দামনি কাঠী থেকে সন্যাসী কান্দা হয়ে দামনীকাঠী পর্যন্ত বাঁধ।	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
	সন্যাসী কান্দা থেকে বগা ব্রীজ পর্যন্ত কিঃমিঃ বাঁধ	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
উঁচু রাস্তা	বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	এ এন এম জাহাঙ্গীর হোসেন	০১৭১১১৪২৮০৮	
	বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ	মোঃ রফিকুল হাসান খান	০১৭১৬০৮৯৫৬৯	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।			
	মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	মোঃ গোলাম মস্তফা	০১৭১৮৬৬৯১৬২	
	কালাইয়া গ্রথ সেন্টার থেকে নওমালা ইউপি হয়ে হাজির হাট হয়ে পটুয়াখালি জেলা হেড কোয়াটার রোড(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত	মোঃ ইবর্রাহিম ফারুক	০১৭১৬৩৭৪৫৫৮	
	ধুলিয়া বাজার থেকে জামালকাঠি হয়ে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত	সামসুল হক ফকির	০১৯১৪৬৫৩৬৫৯	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৫ উপজেলারসম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	২	পি,আই,ও	সকল আশ্রয়কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে পি,আই,ও থাকবে।
গোডাউন	১০	উপজেলা চেয়ারম্যান	মালামাল সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
নৌকা	৭২০	ইউনিয়ন চেয়ারমান	উপজেলার নিজেস্ব কোন নৌকা নেই।
মাটির কিল্লা	-	-	কোন মাটির কেল্লা নাই।
গাড়ি	০২	উপজেলা চেয়ারম্যান ও পি,আই,ও	নিজেস্ব ব্যবহৃত গাড়ী।
স্পীড বোট	০১	ইউ,এন,ও	বর্তমানে অকেজ অবস্থায় রয়েছে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অলহাজ ইঞ্জিঃমোঃমজিবুর রহমান	চেয়ারম্যান	০১৭১৫০০৫৮৬১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৭৩১৪০৮৭৬৮
৪	মোঃশামসুল আলম মিয়া	সদস্য	০১৭১৬৩৮২৪১৫
৫	মোসাঃরুবিয়া বেগম	সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬

তথ্য সূত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অলহাজ ইঞ্জিঃমোঃমজিবুর রহমান	চেয়ারম্যান	০১৭১৫০০৫৮৬১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	মোসাঃরুবিয়া বেগম	মহিলা সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬
৪	মনোয়ার হোসেন	সরকারী কর্মকর্তা	০১৭১৬২১০৫৮৬
৫	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৩১৪০৮৭৬৮
৬	মোঃ কামরুল হাসান মিঞা	সদস্য	০১৭১২১৫৮৭৯১
৭	মোঃশামসুল আলম মিয়া	সদস্য	০১৭১৬৩৮২৪১৫

তথ্য সূত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়
উদ্ধার ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিলঃ টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাউফল উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুল সংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে ৩৫ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতেপারে। বাউফল উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ২০২৩৩ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে উপজেলায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আম সহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	বাউফল উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ৪৭৭৬ টি মাছ চাষের পুকুর ভেসে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। বাউফল উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাউফল উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	বাউফল উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে বাউফল উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাউফল উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত সহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে বাউফল উপজেলার ৩৮%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে বাউফলউপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপজেলায় ১০ টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে,অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগ সহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মতঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আঘাতে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মতবন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	সভাপতি	০১৭১২১২৫৭৭১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	রুনিয়া বেগম	মহিলা সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬
৪	নরেশ চন্দ্র কর্মকার	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪৩১৯
৫	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	সদস্য	০১৭২১৬৯০০১৪
৬	আঃ রহমান মিয়া	সদস্য	০১৭৩২৭৮০২০৮

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১০১৪

৫.২.২ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	সভাপতি	০১৭১২১২৫৭৭১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	আবদুস সোবাহান	সদস্য	০১৭১৮৭২১০২৩
৪	রুনিয়া বেগম	মহিলা সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬
৫	মনোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৭১৬২১০৫৮৬
৬	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	সদস্য	০১৭২১৬৯০০১৪

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	সভাপতি	০১৭১২১২৫৭৭১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৭৭৫৬৮৫৯
৪	মোঃ কামাল উদ্দিন	সদস্য	০১৭৩১৭৬০০৮১
৫	মনোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৭১৬২১০৫৮৬
৬	সামসুল হক ফকির	সদস্য	০১৯১৪৬৫৩৬৫৯

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	সভাপতি	০১৭১২১২৫৭৭১
২	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০
৩	আাফরোজা সুলতানা	মহিলা সদস্য	০১৪২২৫৬৩০৭
৪	অবনী মোহন	সদস্য	০১৭১৬৫১২৯১৯
৫	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৭৭৫৬৮৫৯
৬	আঃ জব্বার মৃধা	সদস্য	০১৭১২৩৯৬৫৬৬

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেকলিষ্ট

রেডিও) "ছক" নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত৫টিভির মাধ্যমে /চেক লিস্টপরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	--
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	--
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	--
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	✓
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	--
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓
	অন্যান্য	--

সংযুক্তি-২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	আলহাজ ইঞ্জিঃমোঃমুজিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারপার্সন	০১৭১৫০০৫৮৬১
২	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কো-চেয়ারপার্সন	০১৭১২১২৫৭৭১
৩	শামসুল আলম মিয়া	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৬৩৮২৪১৫
৪	রুনিয়া বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩২৩৫৭৬৫৬
৫	মোঃ জিয়াউল হক	মেয়র, পৌরসভা	সদস্য	০১৭২৭১৯৪৬৫৩
৬	মনোয়ার হোসেন	কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১৬২১০৫৮৬
৭	মোঃ লুৎফর রহমান	শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১২৩১০০৫৮
৮	মোঃ মাহবুবল আলম তালুকদার	মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১২১৪৬৬২৯
৯	মোঃ কামরুল হাসান মিঞা	সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১২১৫৮৭৯১
১০	মোঃ মজিবুর রহমান	যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭৫৩৪৬৪৫৬৯
১১	অবনী মোহন	খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১৬৫১২৯১৯
১২	আবদুস সোবাহান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার	সদস্য	০১৭১৮৭২১০২৩
১৩	মোঃ মোশাররফ হোসেন	পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৮১৮২৬৯০৯৯
১৪	আলী ইবনে আব্বাস	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১৮১২১৬৪২
১৫	নরেশ চন্দ্র কর্মকার	ওসি (বাউফল থানা)	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪৩১৯
১৬	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রাণী সম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১৭৭৫৬৮৫৯
১৭	মোঃ মাহবুব হাসান	পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১৭৫০৫৬০৫
১৮	আাফরোজা সুলতানা	মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৪২২৫৬৩০৭
১৯	এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	০১৭১২১২৫৭৭১
২০	এ এন এম জাহাঙ্গীর হোসেন	চেয়ারম্যান, বাহির দাশপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১১৪২৮০৮
২১	মোঃ রফিকুল হাসান খান	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৬০৮৯৫৬৯
২২	মোঃ গোলাম মস্তফা	চেয়ারম্যান, মদনপুরা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৮৬৬৯১৬২
২৩	মোঃ ইবর্রাহিম ফারুক	চেয়ারম্যান, নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৬৩৭৪৫৫৮
২৪	সামসুল হক ফকির	চেয়ারম্যান,আদাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৯১৪৬৫৩৬৫৯
২৫	আঃ জব্বার মৃধা	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১২৩৯৬৫৬৬
২৬	মোঃ মিজানুর রহমান	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৪০৮৪৩০৬৪
২৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান, ০৫নং সূর্য্যমনি ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৪৫৪৫৮৬
২৮	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	চেয়ারম্যান, বাউফল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭২১৬৯০০১৪
২৯	আঃ রহমান মিয়া	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৩২৭৮০২০৮
৩০	এস এম ফয়সাল আহম্মেদ	চেয়ারম্যান, ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৪২৯৪৫৭৩
৩১	মোস্তফা জামান আহম্মেদ	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১১৮৫৪২৯
৩২	মোঃ কামালহোসেন	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১২১৫৪১১০
৩৩	মোঃ তসলীম তালুকদার	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৫১২৯০৪২
৩৪	আবুল হোসেন	চেয়ারম্যান, ৬নং কনকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৩২০৩০১৪৪

ক্রমিক	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩৫	মোঃ ইউসুফ আলী	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য	০১৭১৮৭৭১৫৫৮
৩৬	মোঃ কামাল উদ্দিন	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩১৭৬০০৮১
৩৭	মোঃ রফিকুল ইসলাম	অধ্যক্ষ, বাউফল ডিগ্রি কলেজ	সদস্য	০১৭১২৬১৮৫৮৩
৩৮	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	প্রোগ্রাম অফিসার গ্লোব বাংলাদেশ	সদস্য	০১৭৩১৪০৮৭৬৮
৩৯	রিনা ঘোষ	ম্যানেজার স্প্রীড ট্রাস্ট	সদস্য	০১৭২০৫১০৪৩০
৪০	দেব প্রসাদ মজুমদার	ম্যানেজার ব্রাক	সদস্য	০১৭২৯০৭১৬২০
৪১	রিনা বেগম	সংরক্ষিত ১,২,৩	সদস্য	০১৭৫৬২৯২১৮৮
৪২	সামছুন্নাহার রিপা	সংরক্ষিত ৪,৫,৬	সদস্য	০১৭৪১১১৭৭৭৫
৪৩	ইসরাত জাহান	সংরক্ষিত ৭,৮,৯	সদস্য	০১৭৩৬৮৬৩৬৫৫
৪৪	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২০৫৪৮০৬০

সংযুক্তি-৩

বাউফল উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা

ক্রমিক	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১	মোঃ খলিলুর রহমান	দাশপাড়া	নাই	০১৭১০৮৬০৩৫০
২	মোঃ কামরুল হাসান (শামীম)	দাশপাড়া,২নং	নাই	০১৭২২৪৪৬১৪১
৩	মোঃ আশরাফ আলী চৌধুরী	খাজুরবাড়িয়া ৩নং	নাই	০১৭২২১২৩৮০০
৪	আবদুছ ছালাম	খাজুরবাড়িয়া ৪নং	নাই	০১৭৩৫৬৯৪৮২৬
৫	আলতাফ হোসেন প্যাদা	খাজুরবাড়িয়া ৫নং	নাই	০১৭১৫৬৩৫৯৬৪
৬	মোঃ হানিফ	খাজুরবাড়িয়া ৬নং	নাই	০১৭১৮৫১৮০৪৬
৭	মোঃ হারুন হাওলাদার	বাহিরদাশপাড়া ৭নং	নাই	০১৭১৬০৯৭৬৭৯
৮	মোঃ সুলতান গাজী	বাহিরদাশপাড়া ৮নং	নাই	০১৮২৪৪২৪৩৬১
৯	মোঃ দরবেশ উল্লাহ	চরআলগী ৯নং	নাই	০১৭৩৬১৬৫১০৯
১০	মরিয়ম	দাশপাড়া ১,২,৩ নং	নাই	০১৯২২৪৬৫৫৭১
১১	মোঃ জাকির হোসেন	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭১৯৭৮০৮৯০
১২	মোঃ ফোরকান মৃধা	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭১৩৯৫৪৭৮১
১৩	মোঃ শামসুল হক গাজী	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৪২৭৮৬৫৫৬
১৪	মোঃ মোসলেম বিশ্বাস	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৯৩৬১১২৭৫৩
১৫	মোঃ মতলেব হাং	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৫১০৩৭৪৪৯
১৬	মোঃ ছিদ্দিক মোল্লা	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৬৫০৬১৯১২
১৭	মোঃ এফ্রাজ আলী মৃধা	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৮৩৩০৪৮১৭
১৮	মোঃ শফিকুল ইসলাম	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৬৫০৬১৯৯৬
১৯	মোঃজালাল সিকদার	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭২১১৯০৭০১
২০	মোসাঃ রোকসনা আক্তার	আদাবারিয়া ইউনিয়ন	নাই	০১৭৭৮৬৪৭২৪২
২১	মো: হাবিবুর রহমান	ওয়ার্ড নং- ০১ বাউফল	নাই	০১৭৩৫১৬৫৫৬৭
২২	মো:বজলুর রহমান	ওয়ার্ড নং- ০২ বাউফল	নাই	০১৭১১২২১১২৮
২৩	মো: রাজ্জাক মোল্লা	এয়ার্ড নং ৩ বাউফল	নাই	০১৭১৩৯৫৭১৪৯
২৪	মো:সানু	ওয়ার্ড নং ৪ বাউফল	নাই	০১৭৩২৩০৮০৬০
২৫	মো:মালেক	ওয়ার্ড নং- ০৫ বাউফল	নাই	০১৭৩৬৭৪৩২৯২
২৬	মো: জালাল	ওয়ার্ড নং- ০৬ বাউফল	নাই	০১৭১৯৭৬৫২৭৩
২৭	মো:শহিদুল ইসলাম	ওয়ার্ড নং- ০৭ বাউফল	নাই	০১৯২৬১৮৪৫২৪
২৮	মো:মজিবর রহমান	ওয়ার্ড নং- ০৮ বাউফল	নাই	০১৭২০০৩৫০৩৯
২৯	মো:সোহরাব হোসেন	ওয়ার্ড নং- ০৯ বাউফল	নাই	০১৭২০৫৮৮১১০
৩০	মোসা:আফিদা বেগম	ওয়ার্ড নং- ১,২,৩ বাউফল	নাই	০১৭৫০২১৯৪০৯
৩১	মোসা: নুরজাহান বেগম	ওয়ার্ড নং- ৪,৫,৬ বাউফল	নাই	০১৭২২৫৪৩১৫৩
৩২	মোসা: আলেয়া বেগম	ওয়ার্ড নং৭,৮,৯ বাউফল	নাই	০১৭৫২১৭৪৮১০
৩৩	জনাব মোঃ ফকরূল ইসলাম	কালাইয়া ইউনিয়ন ওর্য়াড নং০১-	নাই	০১৭১১০০০৪৪৮-
৩৪	জনাব মোঃ ফিরোজ হাং	ওর্য়াড নং০২- কালাইয়া	নাই	০১৭১৩৪৯২ ৯৫১-
৩৫	জনাব মোহাম্মাদ আলী	ওর্য়াড নং০৩- কালাইয়া	নাই	০১৭১৬ ১৭৬ ৩৯৩
৩৬	জনাব নুরু মোল্লা	ওর্য়াড নং০৪- কালাইয়া	নাই	০১৭৩৫ ২৬৭ ৫৭৪

ক্রমিক	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৩৭	জনাব নজরুল ইসলাম	ওর্য়াড নং০৫- কালাইয়া	নাই	০১৭৩৫৪৫৯২৮৮
৩৮	জনাব নুরুল ইসলাম	ওর্য়াড নং০৬-	নাই	০১৭১৬ ০৫৭ ১৮৪
৩৯	জনাব সোহরাব হোসেন	ওর্য়াড নং০৭-	নাই	০১৭২০ ৬২২ ৯৯৯
৪০	জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন খান	ওর্য়াড নং০৮-	নাই	০১৭৪৭০৬৬২০৮
৪১	জনাব সেকান্দার খান	ওর্য়াড নং০৯-	নাই	০১৭৪২০৭৮৪৯৪
৪২	জনাবা মোর্সেদা বেগম	ওর্য়াড নং১-, ২ ,৩	নাই	০১৭৩৪৮৫০১৪৯
৪৩	জনাবা নাছিমা বেগম	ওর্য়াড নং৪-,৫,৬	নাই	০১৭৬০০৫৬১৬১
৪৪	জনাবা খায়রুন নেহার	ওর্য়াড নং৭-,৮,৯	নাই	০১৭২৮৬৩১৪৯৫
৪৫	আহসান হাবিব মিন্টু	ওর্য়াড নং-০১ নাজিরপুর ইউনিয়ন	নাই	০১৭১২৫৪৬২৭১
৪৬	ফকু আহম্মেদ	ওর্য়াড নং-০২	নাই	০১৭১৮৭২৮৭০৭
৪৭	রুবেল তালুকদার	ওর্য়াড নং-০৩	নাই	০১৭২১১৩৫৪০১
৪৮	আলী আহম্মেদ	ওর্য়াড নং-০৪	নাই	০১৭৫৭৬৪৬২০০
৪৯	আঃ লতিফ মোল্লা	ওর্য়াড নং-০৫	নাই	০১৮১৬৫৫০২০৯
৫০	আঃ রাজ্জাক	ওর্য়াড নং-০৬	নাই	০১৭৫১৬৪২০৮৮
৫১	মনির হোসেন	ওর্য়াড নং-০৭	নাই	০১৭৩৫৫৩৮৫১২
৫২	মোঃ হাবিবুর রহমান	ওর্য়াড নং-০৮	নাই	০১৭১৩৮৬৯৪৭৪
৫৩	বাবুল বেপ্যারী	ওর্য়াড নং-০৯	নাই	০১৭১৮৮৪৭৮৫৩
৫৪	মুকুল আক্তার	ওর্য়াড নং-১,২,৩	নাই	০১৭২৬৯০৯২৮০
৫৫	নাগিচ বেগম	ওর্য়াড নং-৪,৫,৬	নাই	০১৭১২৪০৭৬০৪৫
৫৬	মাহিনুর বেগম	ওর্য়াড নং-৭,৮,৯	নাই	০১৭২১৩৪৪৮১৮
৫৭	আঃ আজিজ হাং	মদনপুরা ইউনিয়ন ১নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭১৯৮৭৯০০৭
৫৮	মোঃ আলতাফ হোসেন	২ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮১৩৮৫৭৯৬৮
৫৯	মোঃ আবু হানিফ খন্দকার	৩ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭১০৪০৬০৩৭
৬০	গাজী আবদুল লতিফ	৪ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭৩৫৪৫৯৫৭৩
৬১	মোঃ ইউনুচ মৃধা	৫ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭২৪১০৯৬৫৭
৬২	মোঃ আবদুল আলী	৬ নং ওয়ার্ড	নাই	
৬৩	মোঃ হুমায়ন কবির	৭ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭৬২৪৪৩০৬২
৬৪	আঃ খালেক	৮ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭৩৫৬৮৬১৭৪
৬৫	আবুল কালাম	৯ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭২৭১০৪২৩৭
৬৬	মোসা: রিনা বেগম	১,২, ৩ নং ওয়ার্ড মদনপুরা	নাই	০১৭৪৩৩৯৪৫৬৬
৬৭	মোসা: মাহমুদা বেগম	৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড মদনপুরা	নাই	০১৭২৮৬৩৩৬২৬
৬৮	মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম	৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড মদনপুরা	নাই	০১৭১৭৩৬৯৮৯০
৬৯	মো: শাহআলম সিকদার	বগা ইউনিয়ন ১ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭৫৭৫৩৮১৮৮
৭০	মো: সেলিম ঘরামী	ওয়ার্ড নং ০২	নাই	০১৭৪৯১৪৫৯০০
৭১	মো: সোহরাব হাওলাদার	ওয়ার্ড নং ০৪ -	নাই	০১৭৪৭৭২৫২০৪
৭২	আবদুল আলী হোসেন মৃধা	ওয়ার্ড নং ০৫ -	নাই	০১৭১৬৪৮৬৮৮৫
৭৩	মো: মিজানুর রহমান মৃধা	ওয়ার্ড নং ০৬ -	নাই	০১৭২৭৬৭৫৮০১

ক্রমিক	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৭৪	নাজেম আলী সিকদার	ওয়ার্ড নং ০৭ -	নাই	০১৭২৩১৪৫৭৭১
৭৫	আবদুল হোসেন মুন্সী	ওয়ার্ড নং ০৮ -	নাই	০১৭৫৭০২৫৪৩৮
৭৬	আবদুল খালেক	ওয়ার্ড নং ০৯ -	নাই	০১৯৩২৯৫০২১২
৭৭	মোসা: সাহেরা বেগম	ওর্য়াড নং-১,২,৩	নাই	০১৯৩২৯৫০২১২
৭৮	ইউপি সদস্য মহিলা	ওর্য়াড নং-৪,৫,৬	নাই	০১৭৫৪৪৮৭০৬৪
৭৯	মোসা: জোহরা বেগম	ওর্য়াড নং-০৭, ০৮, ০৯,	নাই	০১৭৫৪৪৮৭০৬৪
৮০	মুকুন্দ্র মিস্ত্রী	ওয়ার্ড নং ০৩ -	নাই	০১৭১৬৭৪৩৬৫৪
৮১	শাহআলম সিকদার	১ নং ওয়ার্ড, কেশবপুর	নাই	০১৭৫৭৫৩৮১৮৮
৮২	সেলিম ঘরামী	ওয়ার্ড নং ০২	নাই	০১৭৪৯১৪৫৯০০
৮৩	মো: সোহরাব হাওলাদার	ওয়ার্ড নং ০৪ -	নাই	০১৭৪৭৭২৫২০৪
৮৪	আবদুল আলী হোসেন মৃধা	ওয়ার্ড নং ০৫ -	নাই	০১৭১৬৪৮৬৮৮৫
৮৫	মিজানুর রহমান মৃধা	ওয়ার্ড নং ০৬ -	নাই	০১৭২৭৬৭৫৮০১
৮৬	নাজেম আলী সিকদার	ওয়ার্ড নং ০৭ -	নাই	০১৭২৩১৪৫৭৭১
৮৭	আবদুল হোসেন মুন্সী	ওয়ার্ড নং ০৮ -	নাই	০১৭৫৭০২৫৪৩৮
৮৮	আবদুল খালেক	ওয়ার্ড নং ০৯ -	নাই	০১৯৩২৯৫০২১২
৮৯	মোঃ হোসেন আলী গাজী	কনকদিয়া	নাই	০১৭১০২২০১০৭
৯০	মোঃ আঃ ছালাম খান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৩৯৫৩৫৬৬
৯১	মোঃ মজিবর রহামান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৩০৮৬৩০৩
৯২	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	কনকদিয়া	নাই	০১৯১৪৭১৯৯৫৩
৯৩	আবু সাদেক	কনকদিয়া	নাই	০১৭২৬৬৪০৬৯৮
৯৪	মোঃ সোহরাব হোসেন	কনকদিয়া	নাই	০১৭৩৫৩৩৪০৭৬
৯৫	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৫০৭৫৯৩৩৫
৯৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	কনকদিয়া	নাই	০১৭৫৪৭৬৮৮৪৫
৯৭	মোঃ মিলন মাতব্বর	কনকদিয়া	নাই	০১৭২৭৮২৭৮৭১
৯৮	মোসাঃ নাসরিন আক্তার (রীনা)	কনকদিয়া	নাই	০১৭৩৩৮৭১১৬৫
৯৯	মোসাঃ কামরুন্নাহার	কনকদিয়া	নাই	০১৭৪৬০৩৪৪২১
১০০	মোসাঃ মজিরুন্নাহার	কনকদিয়া	নাই	০১৭৩৯৫৫৭২৯৭
১০১	মোঃ হোসেন আলী গাজী	কনকদিয়া	নাই	০১৭১০২২০১০৭
১০২	মোঃ আঃ ছালাম খান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৩৯৫৩৫৬৬
১০৩	মোঃ মজিবর রহামান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৩০৮৬৩০৩
১০৪	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	কনকদিয়া	নাই	০১৯১৪৭১৯৯৫৩
১০৫	আবু সাদেক	কনকদিয়া	নাই	০১৭২৬৬৪০৬৯৮
১০৬	মোঃ সোহরাব হোসেন	কনকদিয়া	নাই	০১৭৩৫৩৩৪০৭৬
১০৭	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	কনকদিয়া	নাই	০১৭১৫০৭৫৯৩৩৫
১০৮	বোরহান উদ্দিন তালুকদার	সূর্য্যমনি ইউনিয়ন	নাই	০১৭১৮৫৫৬১৫২
১০৯	মোঃ শাহাবুদ্দিন শিকদার	সূর্য্যমনি ইউনিয়ন	নাই	০১৭১৬২৮২৭২৯
১১০	মোঃ শাহাবুদ্দিন হাওলাদার	০৫নং সূর্য্যমনি ইউনিয়ন	নাই	০১৭১৭৯০১০৪৫
১১১	মোঃ ফরিদ উদ্দিন শিকদার		নাই	০১৭২৮৭৩৫৬৫০
১১২	মোঃ মামুন হাওলাদার	ইন্দ্রকুল	নাই	০১৭১৬৩৮২০১৭
১১৩	মোঃ হানিফ ভূইয়া মিন্টু	রামনগর	নাই	০১৭২৫৫৬২৭৮৭
১১৪	মোঃ হারুন অর রশিদ	রামনগরসূর্য্যমনি-	নাই	০১৭৪৪৬১৩১২৪
১১৫	মোঃ মাইনুল ইসলাম ফুয়াদ	নুরাইনপুর	নাই	০১৭৩৫৬৮৬৭৭০
১১৬	মোসাঃ হালিমা বেগম	ওর্য়াড নং-১,২,৩	নাই	০১৭৩৯৩৪৮৮০৬
১১৭	মোসাঃ সাহিনুর বেগম	ওর্য়াড নং-৪,৫,৬	নাই	০১৭৪১৫৮৯৮৭১

ক্রমিক	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১১৮	মোসাঃ রেকসনা আক্তার	ওর্য়াড নং-৭,৮,৯	নাই	০১৭৩৭৭৯১০৭৩

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,১০১৪

সংযুক্তি-৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চর রায়সাহেব রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	কলি আক্তার	০১৭৩৪১৭৮০১৪	-
ধানদী সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	সমীর চন্দ্র চক্রবর্তী।	০১৭২৫৪৩৯২৬২	-
পূর্ব মদনপুরা রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	কামরুন নেছা।	০১৭২৯৭৭৮৬২২	-
সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	হরিহর চন্দ্র রায়।	০১৭৪৫৩৯৭৩০৭	-
মদনপুর সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃরফিকুল ইসল।	০১৭৩৪২৪৭৫৬৩	-
কায়না বাশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃনাসরিন।	০১৭১৮৪৮৭৬৫৫	-
বিলবিলাস সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	শারমীর খানম।	০১৭১৬৪৩৭১৩০	-
হোসনাবাদ সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	শিরীন আক্তার জাহান	০১৭২৪১২৪১৬৫	-
পুর্ব খেজুরবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মুঃ সেলিম	০১৭১৬০৩২২৩৭	-
কপুবকাঠী ইসলামিয়া প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃইকবাল কবির	০১৭১৯৯৯২৬৬১	-
আশুরি হাট রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	জি,এম শহীদুল	০১৭২৪৮৭৩৭৫৮	-
বগা আদর্শ রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	দীপন কুমার নাগ	০১৯১৮৭০৩৯৭৩	-
সাবুপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৫৯১১৩৪৮	-
দঃ মনিপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	গৌতম চন্দ্র মন্ডল	০১৭২১১৮৮৪১১	-
মধ্য মমিপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃনাজির উদ্দীন	০১৭৩৪০৪১১২২	-
পাড়েরহাট রেজিঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃশামসুল হক	০১৭১৫৫৩৮৯৫২	-
ধুরিয়া সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোঃ সেকেন্দার আলী	০১৭২৩৩৯৯৬১১	-
শহিদ জালাল সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	ইসরাত জাহান	০১৭২৮০৯৪১৪৬	-
আনারশীয়া সঃ প্রাঃ বিঃকাম সাইক্লোন সেল্টার।	হাসিনা বেগম	০১৭২১৮০০৩৪৭	-
কালিশুরী বর্ড সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	অসিত রঞ্জন সরকার	০১৭১৬৮০৬৬৯৮	-
ধলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃমাকসুদা বেগম	০১৭৩৫২৯১৮৮০	-
রাজাপুর বোর্ড সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃকোহিনুর বেগম	০১৭৪৬৬৮৪৫৭	-
কবিরকাঠী সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	রাবেয়া খাতুন	০১৭২৫৭২৮৬৫৬	-
কাছিপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	উত্তম চন্দ্র সমাদ্দার	০১৭১৫১৫৫৯৬৭	-
কাছিপাড়া হিস্যাজাত সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	এফ,এম,মামুন হোসেন	০১৭৪৫২০৯২৩৭	-
ছত্রকান্দা সঃ প্রাঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার।	মোসাঃ আলেয়া বেগম	০১৭১৫৮৫৪১৮৮	-
চর রায় সাহেব রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কলি আক্তার	০১৭৩৪১৭৮০১৪	-
ধান্দী সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	সমীর চন্দ্র চক্রবর্তী	০১৭২৫৪৩৯১৬২	-
পূর্ব মদনপূরা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	কামরুন নেছা	০১৭২৯৭৭৮৬২২	-
আমিরাবাদ সঃ প্রাঃ বীঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	হরিহর চন্দ্র রায়	০১৭৪৫৩৯৭৩০৭	-
মদনপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেন্টার	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭৩৪২৪৭৫৬৩	-

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বাউফল ইউনিয়ন পরিষদ	জসিম উদ্দিন খান	০১৭২১-৬৯০০১৪	-
আদা বাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সামসুল হক ফকির	০১৯১৪-৬৫৩৬৫৯	-
দাশপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	এস এম জাহাঙ্গীর হাসেন	০১৭১১-১৪২৮০৮	-
নওমালা ইউনিয়ন পরিষদ	এ্যডমোঃ কামাল হোসেন বিশ্বাস .	০১৭১২১৫৪১১০	-
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	মোঃদেলওয়ার হোসেন	০১৭২০-৫৪৮০৬৬	-

উপজেলা শিক্ষা অফিস	মোঃলুৎফুর রহমান	০১৭১২-৩১০০৫৮	-
উপজেলা আনসার ভিডিপি কার্যালয়	মো:কামাল উদ্দিন	-	-
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	মনোয়ার হোসেন	০১৭১৬-২১০৫৮৬	-

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	০১৭২১৬৯০০১৪	-
বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	আঃ রহমান মিয়া	০১৭৩২৭৮০২০৮	-
মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	এস এম ফয়সাল আহম্মেদ	০১৭১৪২৯৪৫৭৩	-
কালাইয়া গ্রথ সেন্টার থেকে নওমালা ইউপি হয়ে হাজির হাট হয়ে পটুয়াখালি জেলা হেড কোয়াটার রোড(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত	মোস্তফা জামান আহম্মেদ	০১৭১১১৮৫৪২৯	-
ধুলিয়া বাজার থেকে জামালকাঠি হয়ে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত	মোঃ কামালহোসেন	০১৭১২১৫৪১১০	
কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে পুর্বশৌ্লা হয়ে বাজে সন্দীপ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ বাঁধ।	মোঃ তসলীম তালুকদার	০১৭১৫১২৯০৪২	
দামনি কাঠী থেকে সন্যাসী কান্দা হয়ে দামনীকাঠী পর্যন্ত ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ।	আবুল হোসেন	০১৭৩২০৩০১৪৪	
সন্যাসী কান্দা থেকে বগা ব্রীজ পর্যন্ত ০৯ কিঃমিঃ বাঁধ	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	০১৭১৮৭৭১৫৫৮	
বাউফল হেড কোয়াটার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	আঃ রহমান মিয়া	০১৭২১৬৯০০১৪	
বগা গ্রথ সেন্টার (শাপলাখালী সড়ক) থেকে কানাকান্দার হাট হয়ে সুরাজমনি গ্রথ সেন্টার হয়ে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	এস এম ফয়সাল আহম্মেদ	০১৭৩২৭৮০২০৮	
মমিনপুর গ্রথ সেন্টার থেকে কালিশুরি গ্রথ সেন্টার হয়ে বাহির চর গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা।	মোস্তফা জামান আহম্মেদ	০১৭১৪২৯৪৫৭৩	
কালাইয়া গ্রথ সেন্টার থেকে নওমালা ইউপি হয়ে হাজির হাট হয়ে পটুয়াখালি জেলা হেড কোয়াটার রোড(বাউফলের অংশ) পর্যন্ত	মোঃ কামালহোসেন	০১৭১১১৮৫৪২৯	
ধুলিয়া বাজার থেকে জামালকাঠি হয়ে ধুলিয়া ইউপি পর্যন্ত	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
কালাইয়া লঞ্চঘাট থেকে পুর্বশৌ্লা হয়ে বাজে সন্দীপ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ বাঁধ।	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
দামনি কাঠী থেকে সন্যাসী কান্দা হয়ে দামনীকাঠী পর্যন্ত ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ।	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	
সন্যাসী কান্দা থেকে বগা ব্রীজ পর্যন্ত ০৯ কিঃমিঃ বাঁধ	এস.এম দেলোয়ার হোসাইন	০১৭২০৫৪৮০৬০	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ডাঃমোঃমাহাবুব হাসান	০১৭১৭-৫০৫৬০৫	-
কাছিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সাইফুল ইসলাম	০১৭৪৬-৩৯৮২১৩	-
ধুলিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	মোঃরাসেল পালোয়ান	০১৭৪৫-৬৩৮৭৯৬	সন্তোষজনক
কেশবপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	মিনু আক্তার	০১৭৬০-৪২৬২৫৯	-
সুর্যমনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	মোঃসাইফুল ইসলাম	০১৭১৮-৫৬৪৫০৬	-
মদনপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	মোঃশরিফুল ইসলাম	০১৭১০-১৮০৩৯৮	-

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
-	-	-	**এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশন নেই।**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	--	-	-
-	-	-	-

ইঞ্জিনচালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
কেশবপুর	মোঃ জাহাঙ্গীর সিকদার	০১৭৩০৬৮৯৩৪৫	-
কেশবপুর	মোঃ আবুল বাশাড়	০১৭৮৯২১১৭৫২	-
কেশবপুর	মোঃ সিদ্দিক ফরাজী	০১৭৮৯৮০৯৭৬০	-
কেশবপুর	মোঃ নাসির মীরা	০১৭৫৪৭৬৮৮৫৮	-
কেশবপুর	মোঃ বাবুল খা		-

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
কেশবপুর	মোঃ কাজি বাবুল	০১৭২৮-২৯০৩৬০	-
কেশবপুর	মোঃ আনোয়ার হুসাইন খান	০১৭৩৪-১৭০১১৪	-
কেশবপুর	মোঃ ফয়সাল গাজী	০১৭৪৬-৮৫৬৫৩	-
কেশবপুর	মোঃ আক্কাস ফারাজি	০১৭২১১-৯০২০৯	-
কেশবপুর	মোঃদুলাল হাং		-

তথ্যসুত্রঃ বাউফল উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,১০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	৪৮৭ বর্গ কিমি		গীর্জা	নেই
ইউনিয়ন	১৪ টি		ঈদগাঁহ্	৪৪৩ টি
মৌজা	১৩৫ টি		ব্যাংক	১২ টি
গ্রাম	১৪৭ টি		পোস্ট অফিস	৫০ টি
পরিবার	৫৯,০৭৯		ক্লাব	৪০
মোট জনসংখ্যা	৩,০৪,৯৫১		এন জি ও	১৮
পুরুষ	১,৫২,৩৮৪		হাট বাজার	৭৭ টি
মহিলা	১,৫২,৫৭৫		কবরস্থান	৪৭ টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৯৫		শ্মশান ঘাট	২৫
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২ টি		মুরগির খামার	৭০
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৩ টি		কুটির শিল্প কারখানা	২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৫ টি		গভীর নলকূপ	৪২২৩
কলেজ	১৩ টি		অগভীর নলকূপ	-
মাদ্রাসা(দাখিল, ফাজিল,এবতেদায়ী)	২১২ টি		হস্ত চালিত নলকূপ	-
ব্র্যাক স্কুল	-		খাদ্য গুদাম	১১টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	০১ টি		নদী	৩টি (৩১৩৩হেক্টর)
শিক্ষার হার	৬৪%		খাল	০৯টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৪২ টি		বিল	১৫০ হেক্টর
বাঁধ	১২৭কিঃমিঃ		হাওড়	১
স্লুইচ গেট	১৫		পুকুর (ব্যক্তিমালিকানাধিন)	৩৬,৪০৮ (১৪৩৮হেক্টর)
ব্রীজ	২২৬ টি		খাস পুকুর	৫৭ টি (১২.৪৬হেক্টর)
কালভার্ট	৬৪৮ টি		জলাশয়	২
আশ্রয় কেন্দ্র	৪৯		কাঁচা রাস্তা	১০৪০.১১ কিমি
মসজিদ	৬১০ টি		পাকা রাস্তা	১৮৪.৪৬ কিমি
মন্দির	১৪০ টি		এইচবিবি	১৫.০০ কিঃমিঃ
বনায়ন	০২%		মোবাইল টাওয়ার	৫
			খেলার মাঠ	৪০

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

দুর্যোগ সর্তকবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে পৌঁছানোর নামই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বরে ফোন করে আবহাওয়া ও বন্যা পূর্বাভাস এবং নদী বন্দরের পূর্ব সতর্কতা জানা সম্ভব।

সংযুক্তি-৭

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং শুপারিশ সমুহ (ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)
বাউফল উপজেলা

 সুচনাঃ ইংরেজী ২৫/৮/২০১৪ তারিখ (বহঃস্পতি বার) সকাল ১১:৩০মিঃ স্থানঃ বাউফল উপজেলা কনফারেন্স রুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা দুর্যোগ কমিটির আলহাজ ইঞ্জিঃমোঃমুজিবুর রহমান (উপজেলা চেয়ারম্যান)অনুপস্থিত থাকায় সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত (উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান) মোসারাফ হোসেন খান। কো-চেয়ারপার্সন- জনাব আজহারুল ইসলাম (ইউএনও), সদস্য সচিব এস.এম দেলোয়ার হোসাইন (পিআইও) সহ ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাটি পরিচালনা করেন সদস্য সচিব এস.এম দেলোয়ার হোসাইন (পিআইও)। মিটিং এর মুল উদ্দেশ্য ছিল উপজেলা দুর্যোগ কমিটির সাথে মত বিনিময় /শেয়ারিং এবং শুপারিশ সমুহ ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং। মুল কার্যক্রম, ফিডব্যাক সম্মুহ ও উপস্থিতিদের বিশেষ আলোচনা নিম্নে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হলঃ

 মুল কার্যক্রমঃ

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।
- দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র ও মানচিত্র প্রদর্শন।
- উপস্থাপনা ও ফিডব্যাক গ্রহন ও সম্মতিক্রমে রিপোর্টে অন্তভুক্তিকরন।

 ফিডব্যাক সম্মুহঃ

- অনিয়মিত বৃস্টিপাত ও খরাকে উপজেলার আপদ গুলোর সাথে নতুন আপদ হিসাবে যোগ না করার পরামর্শ।
- উপজেলার মোট ১২৭.০০কিমি বাঁধ রয়েছে তার মধ্যে একটি বাঁধ কালাইয়া লঞ্চ ঘাট থেকে শৌলা হয়ে সন্দীপ পর্যন্ত এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ১৫কিঃমিঃ নয় ১০ কিমি.।
- বাউফল উপাজেলতে ৪৮টি নয় ৪৯ টি সাইক্লোন সেন্টার আছে।
- চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া,ইউনিয়নের গ্রাম গুলিকে ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা হিসাবে রিপোর্টে সংযুক্তি করার পরামর্শ।
- ইউনিয়ন সেচ্চাসেবক হিসাবে ইউনিয়ন মেম্বার ও গ্রাম পুলিশদের রাখার প্রস্তাব।
- উপজেলা সমবায় অফিসারের নাম মোঃ কামরুল হাসান এর স্থলে মোঃ কামরুল আহসানহবে।

 বিশেষ আলোচনাঃ

উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান মোসারাফ হোসেন খান তার আলোচনায় সুশীলনের এই কাযর্ক্রমকে স্বাগত জানান এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানান তাদের উপজেলার এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্টটি সঠিক ভাবে করার জন্য এর সাথে জরিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান । উপজেলার ভবিষ্যতে দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রনয়নে এই রিপোর্টটি ফলপ্রসু হবে বলে তিনি মনে করেন। অনিয়মিত বৃস্টিপাত ও খরাকে উপজেলার আপদ গুলোর সাথে নতুন আপদ হিসাবে যোগ না করার পরামর্শ কারন বৃস্টিপাত ও খরা সাভাবিক ও সহনিয় পর্যা্যে রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আজহারুল ইসলাম উপজেলা দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র সঠিক বলে তিনি মনে করেন। জলচ্ছাস এই উপজেলার প্রধান আপদ হয়ায় ভেংগে যাওয়া ও ত্রুটি পুর্ন বাধ পুনঃসংস্কারনের দরকার। এখানকার প্রত্যেকটি আপদ এক উপজেলা আপদ অন্য উপজেলার সাথে মিল রয়েছে। চন্দ্রদীপ,কেশবপুর, ধুরিয়া, নাজিরপুর, নাজিরপুর, কালাইয়া, ইউনিয়নের গ্রাম গুলিকে বেশি ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা হিসাবে রিপোর্টে সংযুক্তি করার পরামর্শ। আলী ইবনে আব্বাস উপজেলা প্রকৌশলী অফিসার বলেন উপজেলার মোট ১২৭.০০কিমি বাঁধ রয়েছে তার মধ্যে একটি বাঁধ কালাইয়া লঞ্চ ঘাট থেকে শৌলা হয়ে সন্দীপ পর্যন্ত এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ১৫কিঃমিঃ নয় ১০ কিমি.। একটি সুন্দর ও সচ্ছ রিপোর্টের জন্য সিডিএমপি ও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানান। সুশীলন যে উপজেলার ইউনিয়নে কাজ করেছে তা তাদের তথ্য, উপাত্ত দেখে বোঝা যায়। বিশেষ করে ব্রীজ,কালভার্ট,রাস্তাঘাটের বিস্তারিত তথ্য দেখে আমি অত্যান্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ। উপজেলার সকল রাস্তা উচু করলে জলচ্ছাস ও বন্যায় উপজেলা রক্ষ পাবে। এস.এম দেলোয়ার হোসাইন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বক্তব্যে বলেন এই রিপোর্টটি করার জন্য সুশীলনের প্রতিনিধি আমার সাথে সর্বাক্ষনিক যোগাযোগ রেখেছে অনেক পরামর্শ, মতামত নিয়েছে।

আমি অত্যান্ত আনন্দিত হব উপজেলার এই রিপোটটি ফাইনাল কপি হাতে পেলে। সভাপতি সুশীলনকে উপজেলার সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ও সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করেন।

সংযুক্তি ৮:

উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১	কাছিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯	৪৮০	কাছিপাড়া	হ্যা
২	কাছিপাড়া হিস্যাজাত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৩৯	কাছিপাড়া	হ্যা
৩	দরিয়াবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৪	কাছিপাড়া	হ্যা
৪	উত্তর কারখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৪৯	কাছিপাড়া	হ্যা
৫	পাকডাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১৯৬	কাছিপাড়া	হ্যা
৬	কারখানা রাহিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯	২৭১	কাছিপাড়া	হ্যা
৭	অমরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৯৮	কাছিপাড়া	হ্যা
৮	ছত্রকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৩৯	কাছিপাড়া	হ্যা
৯	শহীদ জালাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২২৭	কাছিপাড়া	হ্যা
১০	আনারশিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৪৭	কাছিপাড়া	হ্যা
১১	পশ্চিম কাছিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৭২	কাছিপাড়া	হ্যা
১২	কালিশুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১	৪৪৫	কাছিপাড়া	হ্যা
১৩	কালিশুরী বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	১৫৬	কাছিপাড়া	হ্যা
১৪	ধলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪১	কাছিপাড়া	হ্যা
১৫	সিংহেরাকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৬৩	কাছিপাড়া	হ্যা
১৬	রাজাপুর বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	২৪৮	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭	পশ্চিম ছিটকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	২২৪	কাছিপাড়া	হ্যা
১৮	কবিরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২১৯	কাছিপাড়া	হ্যা
১৯	ছিটকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	২১৫	কাছিপাড়া	হ্যা
২০	পশ্চিম সিংহেরাকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২১৬	কাছিপাড়া	হ্যা
২১	ধুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	৬০০	ধুলিয়া	হ্যা
২২	ধুলিয়া বারুজীবিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৮০	ধুলিয়া	হ্যা
২৩	ধুলিয়া এন.কে. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৫৮	ধুলিয়া	হ্যা
২৪	মঠবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	৩১৯	ধুলিয়া	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
২৫	মেহেন্দীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২৫৬	ধুলিয়া	হ্যা
২৬	আলোকী ডনভ্যান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪৮	ধুলিয়া	হ্যা
২৭	চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৪৩	ধুলিয়া	হ্যা
২৮	পুর্ব ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৮০	কেশবপুর	হ্যা
২৯	পশ্চিম ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২১২	কেশবপুর	হ্যা
৩০	বাজেমহল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	৩২০	কেশবপুর	হ্যা
৩১	মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৪৪৬	কেশবপুর	হ্যা
৩২	কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২৭১	কেশবপুর	হ্যা
৩৩	মধ্য কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২৩	কেশবপুর	হ্যা
৩৪	কেশবপুর এন.এস. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২২২	কেশবপুর	হ্যা
৩৫	সানেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১৭৭	কেশবপুর	হ্যা
৩৬	গাজীমাঝি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১৭৯	কেশবপুর	হ্যা
৩৭	নুরাইনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯	৫২৭	কেশবপুর	হ্যা
৩৮	পূর্ব ইন্দ্রকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৩৬	কেশবপুর	হ্যা
৩৯	পশ্চিম ইন্দ্রকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২২৯	কেশবপুর	হ্যা
৪০	রামনগর বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৩৮	কেশবপুর	হ্যা
৪১	উত্তর পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	১৫৭	কেশবপুর	হ্যা
৪২	পশ্চিম গোয়ালিয়াবাঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৫৭	কেশবপুর	হ্যা
৪৩	দক্ষিন পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৭	কেশবপুর	হ্যা
৪৪	দক্ষিন কনকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৩৩৩	কনকদিয়া	হ্যা
৪৫	উত্তর কনকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২০৮	কনকদিয়া	হ্যা
৪৬	বীরপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২	৩৬৩	কনকদিয়া	হ্যা
৪৭	আয়লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	২৪৮	কনকদিয়া	হ্যা
৪৮	নারায়ন পাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৩৭	কনকদিয়া	হ্যা
৪৯	কলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২১০	কনকদিয়া	হ্যা
৫০	আমিরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	১৮৪	কনকদিয়া	হ্যা
৫১	ঝিলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৮৫	কনকদিয়া	হ্যা
৫২	হোগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	৩৬৬	কনকদিয়া	হ্যা
৫৩	শাপলাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৫০	বগা	হ্যা
৫৪	রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০	২২৪	বগা	হ্যা
৫৫	দক্ষিন রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৬	বগা	হ্যা
৫৬	সাবুপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৪৫	বগা	হ্যা
৫৭	বালিয়া চাঁদপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২০৭	বগা	হ্যা
৫৮	বামনীকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২৪৭	বগা	হ্যা
৫৯	ধাউরা ভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১৫৩	বগা	হ্যা
৬০	কৌখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২৫১	বগা	হ্যা
৬১	মদনপুরা বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৭২	মদনপুরা	হ্যা
৬২	উত্তর দ্বিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২১৯	মদনপুর	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
৬৩	উত্তর পশ্চিম মদনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৭৪	মদনপুরা	হ্যা
৬৪	মধ্য মদনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	৩৩৭	মদনপুরা	হ্যা
৬৫	পূর্ব মদনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২২৬	মদনপুরা	হ্যা
৬৬	দক্ষিন দ্বিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১২৭	মদনপুর	হ্যা
৬৭	মদনপুরা দরগাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২০৮	মদনপুরা	হ্যা
৬৮	নাজিরপুর বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	৩৬৯	নাজিরপুর	হ্যা
৬৯	ছয়হিস্যা তাঁতেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৯২	নাজিরপুর	হ্যা
৭০	ধানদী বাহাদুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৫৪	নাজিরপুর	হ্যা
৭১	নিমদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২৫৫	নাজিরপুর	হ্যা
৭২	নাজিরপুর ছোট তালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৫৫	নাজিরপুর	হ্যা
৭৩	বড় ডালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২৩৬	নাজিরপুর	হ্যা
৭৪	কচুয়া ডালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৪০	নাজিরপুর	হ্যা
৭৫	বড় ডালিমা আযাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬২	নাজিরপুর	হ্যা
৭৬	রামনগর তাঁতেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২১০	নাজিরপুর	হ্যা
৭৭	চর ওয়াডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৩৬	নাজিরপুর	হ্যা
৭৮	কালাইয়া কোটপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১৭১	কালাইয়া	হ্যা
৭৯	পূর্ব কালাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৫৫৭	কালাইয়া	হ্যা
৮০	উত্তর শৌলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	৩০১	কালাইয়া	হ্যা
৮১	দক্ষিন শৌলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	২৫৫	কালাইয়া	হ্যা
৮২	মধ্য কর্পূরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৮৩	কালাইয়া	হ্যা
৮৩	উত্তর কর্পূরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২৩৭	কালাইয়া	হ্যা
৮৪	কালাইয়া বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২৩৫	কালাইয়া	হ্যা
৮৫	উত্তর কালাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	৪২০	কালাইয়া	হ্যা
৮৬	কর্পূরকাঠী ইসলামীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৩১৩	কালাইয়া	হ্যা
৮৭	দক্ষিন কর্পূরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৭৮	কালাইয়া	হ্যা
৮৮	বাউফল দাসপাড়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০	৪৬৬	দাসপাড়া	হ্যা
৮৯	পূর্ব দাসপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৩৮	দাসপাড়া	হ্যা
৯০	উত্তর দাসপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৪৫৪	দাসপাড়া	হ্যা
৯১	মধ্য দাসপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৫৭৪	দাসপাড়া	হ্যা
৯২	চর আলগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২২১	দাসপাড়া	হ্যা
৯৩	পশ্চিম বাহির দাসপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৩৩৪	দাসপাড়া	হ্যা
৯৪	পূর্ব খেজুরবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	৩১০	দাসপাড়া	হ্যা
৯৫	হোসনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	৩৬২	বাউফল	হ্যা
৯৬	বিলবিলাস-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৩১০	বাউফল	হ্যা
৯৭	বিলবিলাস-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	৩৩৫	বাউফল	হ্যা
৯৮	গোসিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২৩৫	বাউফল	হ্যা
৯৯	কায়না বাঁশবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪২	বাউফল	হ্যা
১০০	জৌতা অলিপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪৭	বাউফল	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১০১	বাউফল নুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২১৭	বাউফল	হ্যা
১০২	মধ্য জৌতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২৫১	বাউফল	হ্যা
১০৩	বাউফল আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২	৫৯৪	বাউফল	হ্যা
১০৪	পূর্ব জৌতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪২	বাউফল	হ্যা
১০৫	মাধবপুর বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	২৬৯	আদাবারিয়া	হ্যা
১০৬	মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	৪৯১	আদাবারিয়া	হ্যা
১০৭	লক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	১৪৭	আদাবারিয়া	হ্যা
১০৮	দক্ষিন মহাশ্রাদ্ধি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	২৫৪	আদাবারিয়া	হ্যা
১০৯	পূর্ব মহাশ্রাদ্ধি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২৭৪	আদাবারিয়া	হ্যা
১১০	পশ্চিম মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১১২	আদাবারিয়া	হ্যা
১১১	বটকাজল বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	৪০৪	নওমালা	হ্যা
১১২	বগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০	৪৯৪	বগা	হ্যা
১১৩	মৈশাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪২	বগা	হ্যা
১১৪	মধ্য নওমালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	২৪৫	নওমালা	হ্যা
১১৫	দক্ষিন কেশবপুর আক্রামিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫৯	কেশবপুর	হ্যা
১১৬	পশ্চিম নওমালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২৪৪	নওমালা	হ্যা
১১৭	পূর্ব নওমালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫	৩০৫	নওমালা	হ্যা
১১৮	মধ্য বটকাজল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	৩১৩	নওমালা	হ্যা
১১৯	মল্লিকডুবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	১৩৯	কেশবপুর	হ্যা
১২০	উত্তর মধ্য রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৪১	কালিসুরি	হ্যা
১২১	ভূইয়ার হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৩৪৪	কালিসুরি	হ্যা
১২২	দক্ষিন বটকাজল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৭৫	নওমালা	হ্যা
১২৩	জামালকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫০	নওমালা	হ্যা
১২৪	মমিনপুর এ.এইচ. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২১৯	নওমালা	হ্যা
১২৫	রাজাপুর দীঘিরপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫১	কালিসুরি	হ্যা
১২৬	পশ্চিম বাউফল নুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৯৪	বাউফল	হ্যা
১২৭	দক্ষিন পূর্ব মদনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫৫	মদনপুরা	হ্যা
১২৮	পশ্চিম নুরাইনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৫	মদনপুরা	হ্যা
১২৯	পশ্চিম কনকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫০	কনকদিয়া	হ্যা
১৩০	কুম্ভখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫১	কনকদিয়া	হ্যা
১৩১	উত্তর পূর্ব মদনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	মদনপুরা	হ্যা
১৩২	সূর্যমনি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	১৫০	সূর্যমনি	হ্যা
১৩৩	দাসপাড়া আমেনা খাতুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২০৮	দাসপাড়া	হ্যা
১৩৪	আলী আকবর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	৩৩১	দাসপাড়া	হ্যা
১৩৫	নিজ বটকাজল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৫	নওমালা	হ্যা
১৩৬	নওমালা সরদার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	নওমালা	হ্যা
১৩৭	বজলুর রহমান ফাউন্ডেশন সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩০	নওমালা	হ্যা
১৩৮	দক্ষিন মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	আদাবারিয়া	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১৩৯	পশ্চিম বটকাজল (কুলু বাড়ী) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	নওমালা	হ্যা
১৪০	বাউফলরবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫২	কাছিপাড়া	হ্যা
১৪১	নারায়নপাশা সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৪৬	কনকদিয়া	হ্যা
১৪২	ঘুচরাকাঠী সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪		ধুলিয়া	হ্যা
১৪৩	পশ্চিম কায়না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২১৬	বগা	হ্যা
১৪৪	জয়ঘোড়া সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২২০	বগা	হ্যা
১৪৫	মধ্য চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৬২	ধুলিয়া	হ্যা
১৪৬	পশ্চিম বিলবিলাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩৩	বাউফল	হ্যা
১৪৭	চর চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	১৫২	ধুলিয়া	হ্যা
১৪৮	সাপলেজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫০	আদাবারিয়া	হ্যা
১৪৯	পশ্চিম গোসিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২৫		হ্যা
১৫০	সুলতানাবাদ উত্তর নাজিরপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৩	১৬৩	নাজিরপুর	হ্যা
১৫১	আড়াই নাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	নাজিরপুর	হ্যা
১৫২	পশ্চিম বটকাজল (খান বাড়ী) রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৯০	নওমালা	হ্যা
১৫৩	বাকলা তাঁতেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৮	নাজিরপুর	হ্যা
১৫৪	উত্তর পাকডাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৫	কালাইয়া	হ্যা
১৫৫	মধ্য কালাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২০	কালাইয়া	হ্যা
১৫৬	দক্ষিন ভরিপাশা মুন্সি হাচন আলী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৩	১৪২	কালাইয়া	হ্যা
১৫৭	দক্ষিন রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৬	কালাইয়া	হ্যা
১৫৮	চর কচুয়া মিয়াজান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩৯	কালাইয়া	হ্যা
১৫৯	পূর্ব বিলবিলাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	২০০	বাউফল	হ্যা
১৬০	তালতলী ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৮৫	বাউফল	হ্যা
১৬১	বাউফলরবন জোমাদ্দার বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২৩	বাউফল	হ্যা
১৬২	আশুরী হাওলাদার হাট ভিডিসি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫১	বাউফল	হ্যা
১৬৩	কারখাড়া দিঘিরপাড় পশ্চিম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২৫	বাউফল	হ্যা
১৬৪	পশ্চিম বীরপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২২	বাউফল	হ্যা
১৬৫	রনভৈরব সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	বাউফল	হ্যা
১৬৬	পশ্চিম রাজাপুর উদয়ন সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	বাউফল	হ্যা
১৬৭	মধ্য ইন্দ্রকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৭	বাউফল	হ্যা
১৬৮	মধ্য গোয়ালিয়াবাঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৭	বাউফল	হ্যা
১৬৯	কেশবপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১০৩	কেশবপুর	হ্যা
১৭০	মধ্য কাছিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭১	দক্ষিন বিলবিলাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৯৪	কাছিপাড়া	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১৭২	আলেয়া রহমান লেডিস ক্লাব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫১	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৩	ভাংড়া ভিডিসি সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১৫৫	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৪	হাতেম মৃধার হাট ভিডিসি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৫	চর বাসুদেবপাশা রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৫	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৬	দিঘির পাড় এস.ডি.ও. রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৭	রাজনগর পূর্বাঞ্চল রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬১	কাছিপাড়া	হ্যা
১৭৮	তাঁতেরকাঠী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬০	নাজিরপুর	হ্যা
১৭৯	দক্ষিন কায়না রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১০৭	নাজিরপুর	হ্যা
১৮০	কায়না পশ্চিম গোসিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫১	নাজিরপুর	হ্যা
১৮১	গুলিঠা মৌজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	নাজিরপুর	হ্যা
১৮২	কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫১	নাজিরপুর	হ্যা
১৮৩	ভাংড়া কাঞ্চন আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১২	নাজিরপুর	হ্যা
১৮৪	আতোষখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩৫	নাজিরপুর	হ্যা
১৮৫	নয়া হাট ভিডিসি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬৮	নাজিরপুর	হ্যা
১৮৬	উত্তর রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২১	রাজনগর	হ্যা
১৮৭	চর রঘুনাথদ্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪২	নাজিরপুর	হ্যা
১৮৮	উত্তর সাবুপুরা রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩৯	উত্তর সাবুপুরা	হ্যা
১৮৯	সন্ন্যাসীকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪১	সন্ন্যাসীকান্দা	হ্যা
১৯০	দক্ষিন কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৩	কেশবপুর	হ্যা
১৯১	পূর্ব বটকাজল হাওলাদার পাড়া সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৮	পূর্ব বটকাজল	হ্যা
১৯২	দক্ষিন বগা আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩৭	বগা	হ্যা
১৯৩	দক্ষিন কৌখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	দক্ষিন কৌখালী	হ্যা
১৯৪	দঃ গোসিংগা আঃ কাদের সরদার সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৪	১৫২	দঃ গোসিংগা	হ্যা
১৯৫	জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩০	জাফরাবাদ	হ্যা
১৯৬	বানাজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	বানাজোড়া	হ্যা
১৯৭	পূর্ব ছোট ডালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৩	পূর্ব ছোট ডালিমা	হ্যা
১৯৮	কনকদিয়া এস.এস. মা/বি সংলগ্ন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৪	২৫০	কনকদিয়া	হ্যা
১৯৯	মমিনপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৮	কনকদিয়া	হ্যা
২০০	হাতেম আলী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কনকদিয়া	হ্যা
২০১	চাবুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১২৫	কনকদিয়া	হ্যা
২০২	রায় তাঁতেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬০	নাজিরপুর	হ্যা
২০৩	পশ্চিম লক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৮৯	নাজিরপুর	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
২০৪	চর কারখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৪	নাজিরপুর	হ্যা
২০৫	দক্ষিন ধানদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৭	নাজিরপুর	হ্যা
২০৬	ব্রাক্ষনের বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৯৫	নাজিরপুর	হ্যা
২০৭	ইন্দ্রকুল চৌমহনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	নাজিরপুর	হ্যা
২০৮	কালাইয়া স্বনির্ভর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৪৩	কালাইয়া	হ্যা
২০৯	দক্ষিন কলতা প্যাদা বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪০	কালাইয়া	হ্যা
২১০	দক্ষিন মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কালাইয়া	হ্যা
২১১	চন্দনবাড়ীয়া দাশের হাওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩০	কালাইয়া	হ্যা
২১২	দক্ষিন কৌখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কালাইয়া	হ্যা
২১৩	দঃ গোসিংগা আঃ কাদের সরদার সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৪	১৫২	বাউফল	হ্যা
২১৪	জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩০	বাউফল	হ্যা
২১৫	বানাজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	বাউফল	হ্যা
২১৬	পূর্ব ছোট ডালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৩	বাউফল	হ্যা
২১৭	কনকদিয়া এস.এস. মা/বি সংলগ্ন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৪	২৫০	কনকদিয়া	হ্যা
২১৮	মমিনপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১১৮	কনকদিয়া	হ্যা
২১৯	হাতেম আলী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কনকদিয়া	হ্যা
২২০	চাবুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১২৫	কনকদিয়া	হ্যা
২২১	রায় তাঁতেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৬০	নাজিরপুর	হ্যা
২২২	পশ্চিম লক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৮৯	কনকদিয়া	হ্যা
২২৩	চর কারখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৪	কাছিপাড়া	হ্যা
২২৪	দক্ষিন ধানদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪৭	কাছিপাড়া	হ্যা
২২৫	ব্রাক্ষনের বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৯৫	কাছিপাড়া	হ্যা
২২৬	ইন্দ্রকুল চৌমহনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কাছিপাড়া	হ্যা
২২৭	কালাইয়া স্বনির্ভর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২৪৩	কালাইয়া	হ্যা
২২৮	দক্ষিন কলতা প্যাদা বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৪০	কালাইয়া	হ্যা
২২৯	দক্ষিন মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কালাইয়া	হ্যা
২৩০	চন্দনবাড়ীয়া দাশের হাওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৩০	কালাইয়া	হ্যা
২৩১	পূর্ব মল্লিকডুবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৯৬	কালাইয়া	হ্যা
২৩২	চর ওয়াডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১২৭	কালাইয়া	হ্যা
২৩৩	উত্তর অলিপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫০	কালাইয়া	হ্যা
২৩৪	চন্দ্রপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৭০	কালাইয়া	হ্যা
২৩৫	জোড় পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১২৪	কালাইয়া	হ্যা
২৩৬	শিবপুর সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	৪৮	কালাইয়া	হ্যা
২৩৭	আয়নাবাজ কালাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	২০৫	কালাইয়া	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
২৩৮	চর রায়সাহেব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা	৩	২৪৯	কালাইয়া	হ্যা
২৩৯	অলিপুরা নকুলের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	৭০	কালাইয়া	হ্যা
২৪০	হাজির হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	৬৫	কালাইয়া	হ্যা
২৪১	পশ্চিম খাজুরবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	১৫৫	কালাইয়া	হ্যা
২৪২	পূর্ব কাছিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	৬৫	কাছিপাড়া	হ্যা
২৪৩	কালিকাপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	৫০	কালিকাপুর	হ্যা
২৪৪	বাউফল ছাঃ ফাজিল মাদ্রাসা	২২	৩৫২	বাউফল	হ্যা
২৪৫	কালাইয়া রববানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	২৩	৫৬২	কালাইয়া	হ্যা
২৪৬	মোহসেন উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা	২৩	৩৩৬	কালাইয়া	হ্যা
২৪৭	বিলবিলাস ফাজিল মাদ্রাসা	৩০	৩৯৮	বাউফল	হ্যা
২৪৮	নুরাইনপুর নেছাঃ ফাজিল মাদ্রাসা	২২	৪২৮	বাউফল	হ্যা
২৪৯	বাজেমহাল ওবায়দিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	২১	৩৬০	বাউফল	হ্যা
২৫০	ধানদী ফাজিল মাদ্রাসা	২২	৪৮০	বাউফল	হ্যা
২৫১	উঃ কনকদিয়া আলিম মাদ্রাসা	২১	২৫০	কনকদিয়া	হ্যা
২৫২	পশ্চিম নওমালা আলিম মাদ্রাসা	২০	৩০৩	নওমালা	হ্যা
২৫৩	পূর্ব আদাবাড়িয়া ডি.এস আলিম মাদ্রাসা	১৯	৩৩০	পূর্ব আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৫৪	বাসারাবাদ আলিম মাদ্রাসা	২০	২৯৫	আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৫৫	কারখানা আলিম মাদ্রাসা	২০	৩০০	আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৫৬	পোনাহরা আলিম মাদ্রাসা	২০	৬৭৪	আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৫৭	কেশবপুর এফ.এইচ আলিম মাদ্রাসা	২১	৫১০	কেশবপুর	হ্যা
২৫৮	গুলবাগ আলিম মাদ্রাসা	১২	২০৩	কেশবপুর	হ্যা
২৫৯	ইন্দ্রকুল আকবারিয়া আলিম মাদ্রাসা	২০	৩২৮	কেশবপুর	হ্যা
২৬০	চন্দ্রপাড়া ঢালী আছিয়া খাতুন আলিম মাদ্রাসা	২০	৩০০	কেশবপুর	হ্যা
২৬১	উত্তর কর্পূরকাঠী ইদ্রিসীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২২৪	কেশবপুর	হ্যা
২৬২	কর্পূরকাঠী মানসুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৫৬	কেশবপুর	হ্যা
২৬৩	কোটপাড় ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩	২৩০	কেশবপুর	হ্যা
২৬৪	কে.এস.বি দাখিল মাদ্রাসা	১৭	২১০	কেশবপুর	হ্যা
২৬৫	চর আলগী রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	১৮৪	কেশবপুর	হ্যা
২৬৬	পূর্ব দাসপাড়া নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২০৬	দাসপাড়া	হ্যা
২৬৭	চর আলগী দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২১৫	দাসপাড়া	হ্যা
২৬৮	পূর্ব খেজুরবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৮০	দাসপাড়া	হ্যা
২৬৯	উত্তর দাসপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭	২২০	দাসপাড়া	হ্যা
২৭০	দক্ষিন যৌতা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২০৬	দাসপাড়া	হ্যা
২৭১	মধ্য নওমালা ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮	১৮৪	নওমালা	হ্যা
২৭২	পূর্ব নওমালা ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২১২	পূর্ব নওমালা	হ্যা
২৭৩	আদাবাড়িয়া ফাতেমা জোহরা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৪৮	আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৭৪	বিলবিলাস অলীপুরা দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২১২	আদাবাড়িয়া	হ্যা
২৭৫	দক্ষিন হোসনাবাদ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৭	২১৪	আদাবাড়িয়া	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
২৭৬	বগা ইউনিয়ন দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২১৫	বগা	হ্যা
২৭৭	গোসিংগা রশিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	৩৬৯	কাছিপাড়া	হ্যা
২৭৮	জাকেরাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	১৯	২১১	কাছিপাড়া	হ্যা
২৭৯	গোসিংগা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২০০	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮০	পূর্ব কাছিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	১৬৮	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮১	পশ্চিম কাছিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৪৮	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮২	সিংহেরাকাঠী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৮৮	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৩	সিংহেরাকাঠী কোরআন সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা	১৫	৩০৪	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৪	জাকেরাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	১৪	১৬৪	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৫	মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৭৪	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৬	পূর্ব এস.এস বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৭৪	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৭	পাতিলাপাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৬৮	কাছিপাড়া	হ্যা
২৮৮	পশ্চিম কালিশুরী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২১২	পশ্চিম কালিশুরী	হ্যা
২৮৯	ধুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২২৩	ধুলিয়া	হ্যা
২৯০	ধুলিয়া আঃ রহমান সরদার বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২২৮	ধুলিয়া	হ্যা
২৯১	পূর্ব চাঁদকাঠী ডি.এস দাখিল মাদ্রাসা	১৩	২১৭	ধুলিয়া	হ্যা
২৯২	চাঁদকাঠী জে.এন দাখিল মাদ্রাসা	১৪	১৬৮	চাঁদকাঠী	হ্যা
২৯৩	তালতলি ভরিপাশা ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা			কেশবপুর	হ্যা
২৯৪	ভরিপাশা সৈয়দ মর্তুজা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২০০	কেশবপুর	হ্যা
২৯৫	ভরিপাশা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	১৬৮	কেশবপুর	হ্যা
২৯৬	মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৪৮	কেশবপুর	হ্যা
২৯৭	পূর্ব এস.এস বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৮৮	কেশবপুর	হ্যা
২৯৮	ইন্দ্রকুল বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	৩০৪	কেশবপুর	হ্যা
২৯৯	উঃ মদনপুরা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	১৬৪	মদনপুরা	হ্যা
৩০০	বড় ডালিমা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৬০	মদনপুরা	হ্যা
৩০১	সুলতানাবাদ ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৫	১৮৭	মদনপুরা	হ্যা
৩০২	ছয়হিস্যা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২০২	মদনপুরা	হ্যা
৩০৩	পূর্ব ইন্দকুল চৌঃ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২০২	মদনপুরা	হ্যা
৩০৪	পূর্ব ইন্দকুল এফ.কে বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৬০	মদনপুরা	হ্যা
৩০৫	নুরাইনপাশা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	৩৬৫	মদনপুরা	হ্যা
৩০৬	দ্বিপাশা ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২০৮	মদনপুর	হ্যা
৩০৭	রাজাপুর ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২০২	মদনপুর	হ্যা
৩০৮	রাজাপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২২৪	মদনপুর	হ্যা
৩০৯	নুরাইরপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২৭৪	মদনপুর	হ্যা
৩১০	রহমত নগর ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৭৪	মদনপুর	হ্যা
৩১১	রামনাগর তাঁতেরকাঠী ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫	২৬৮	মদনপুর	হ্যা
৩১২	নাজিরপুর ইব্রাহীম সেলিম স্মৃতি বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৬	২১২	নাজিরপুর	হ্যা
৩১৩	মাধবপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৪	২২৩	মাধবপুর	হ্যা
৩১৪	নুরাইনপুর কলেজ	১৪	৩২০	বাউফল	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
৩১৫	কালিশুরী ডিগ্রী কলেজ	১২	৪৩৮	কালিশুরী	হ্যা
৩১৬	বাউফল ডিগ্রী কলেজ	১৬	৫১৯	বাউফল	হ্যা
৩১৭	ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রী কলেজ	১১	৩৫৪	বাউফল	হ্যা
৩১৮	ইঞ্জিনিয়ার ফারুক তালুকদার মহিলা কলেজ	১২	৪৪৮	বাউফল	হ্যা
৩১৯	ডাঃ ইয়াকুব শরীফ ডিগ্রী কলেজ	১২	৪৩২	বাউফল	হ্যা
৩২০	আবদুর রশিদ খান ডিগ্রী কলেজ	১১	৫৬০	বাউফল	হ্যা
৩২১	কাছিপাড়া আঃ রশিদ মিয়া ডিগ্রী কলেজ	১০	৬৩২	কাছিপাড়া	হ্যা
৩২২	কেশবপুর মহাবিদ্যালয়	১২	৫৪৩	কেশবপুর	হ্যা
৩২৩	ধুলিয়া স্কুল এন্ড কলেজ	১১	৮৫০	ধুলিয়া	হ্যা
৩২৪	কনকদিয়া স্যার সলিমুল্লাহ স্কুল এন্ড কলেজ	১৩	৮৩৫	কনকদিয়া	হ্যা

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, বাউফল

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র

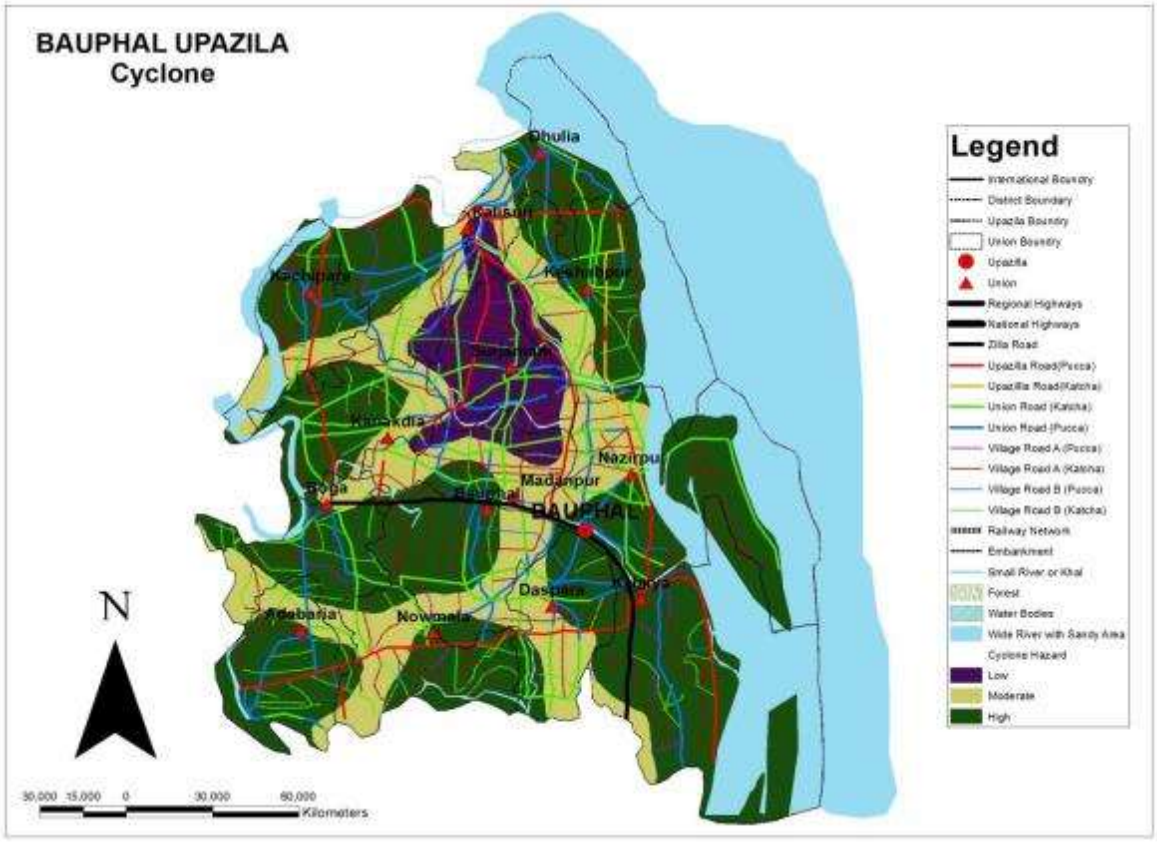

সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)

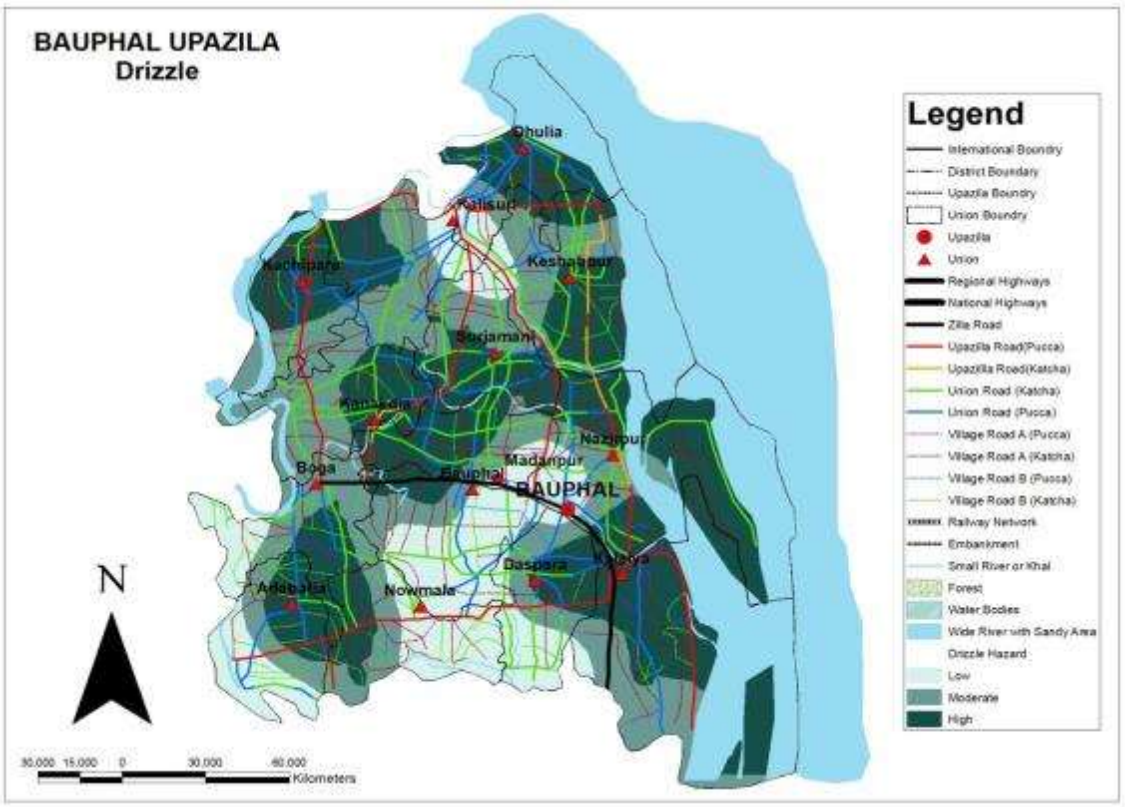

সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র

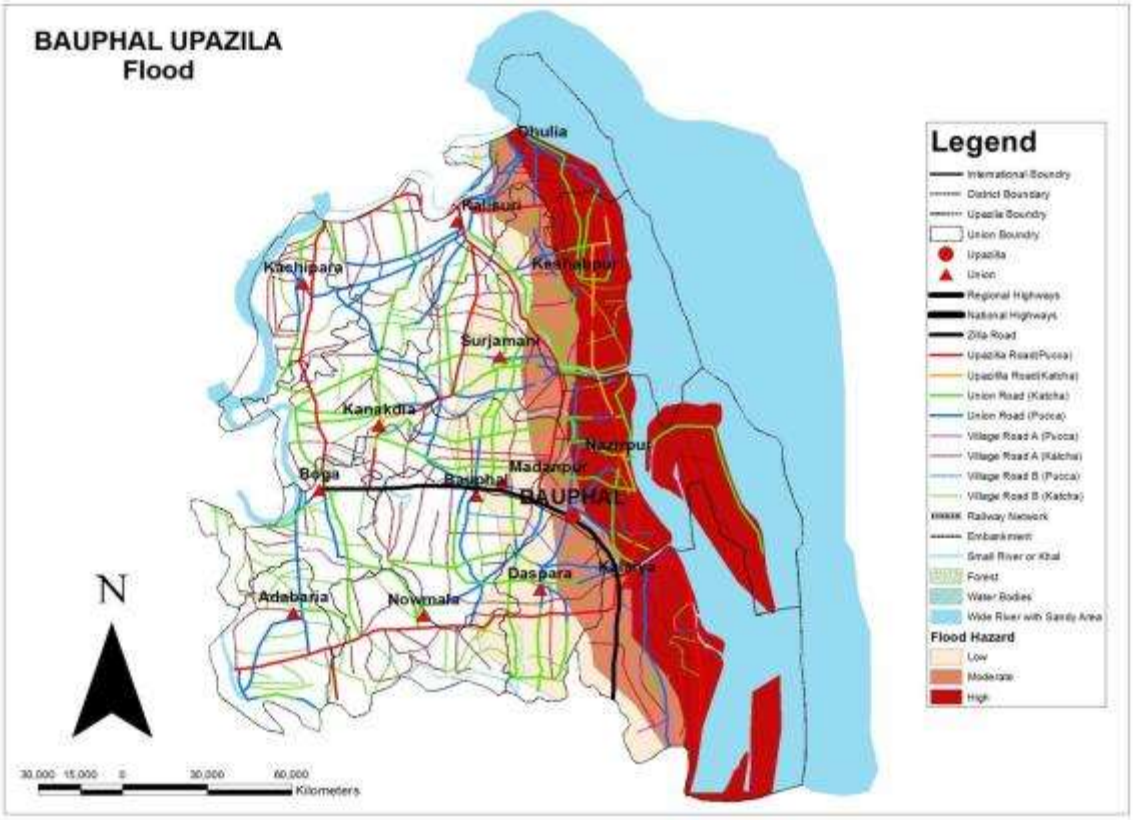

সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (অতিবৃষ্টি)

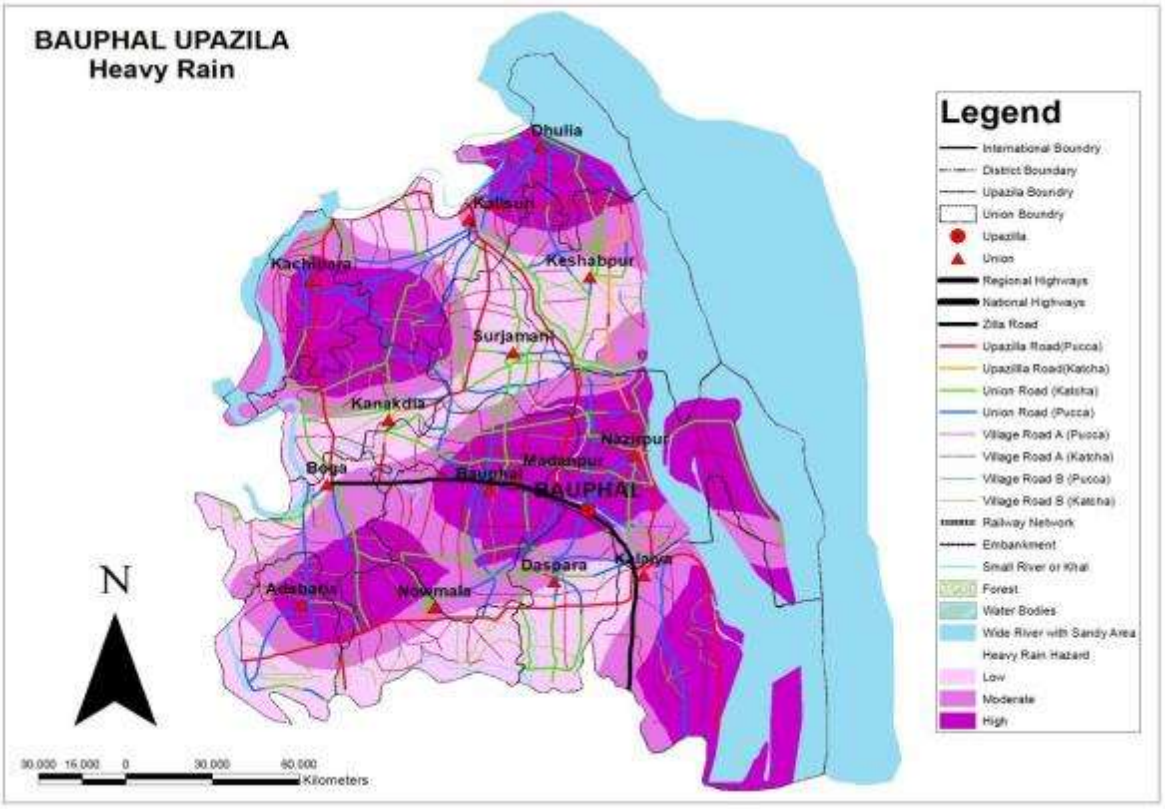

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (নদী

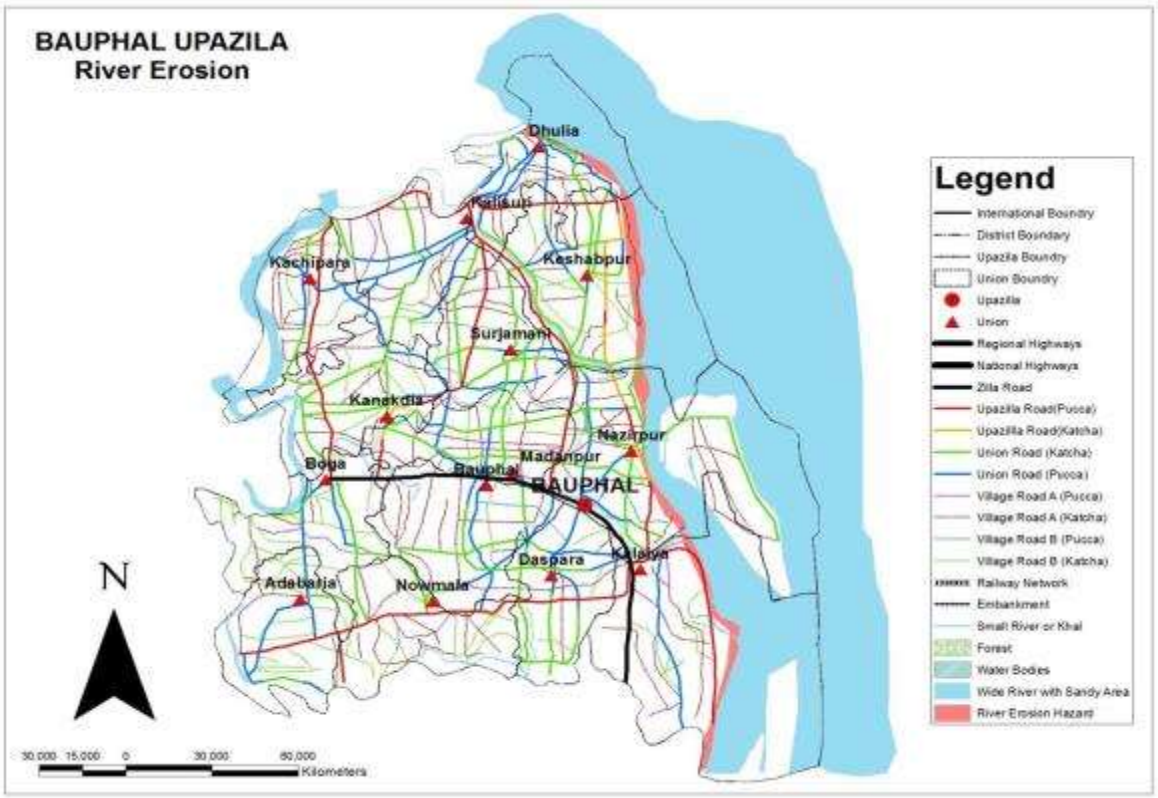

সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (জলোচ্ছাস)

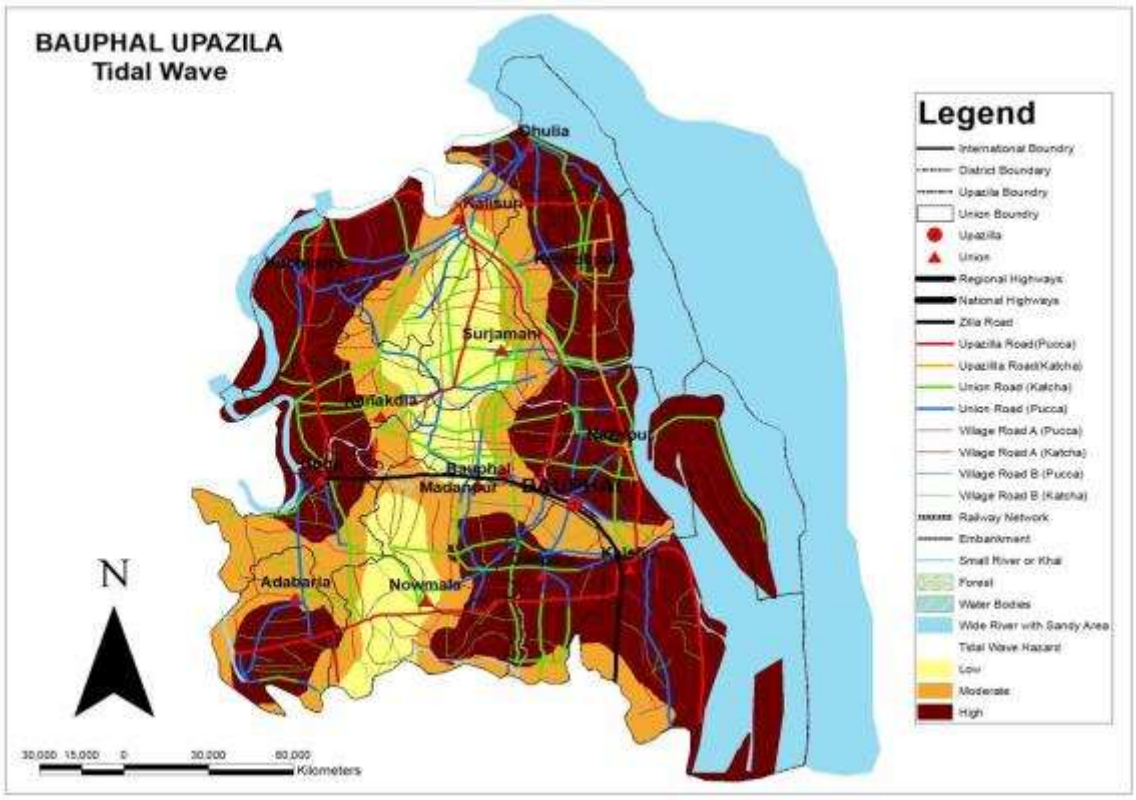

সংযক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (টর্নেডো)

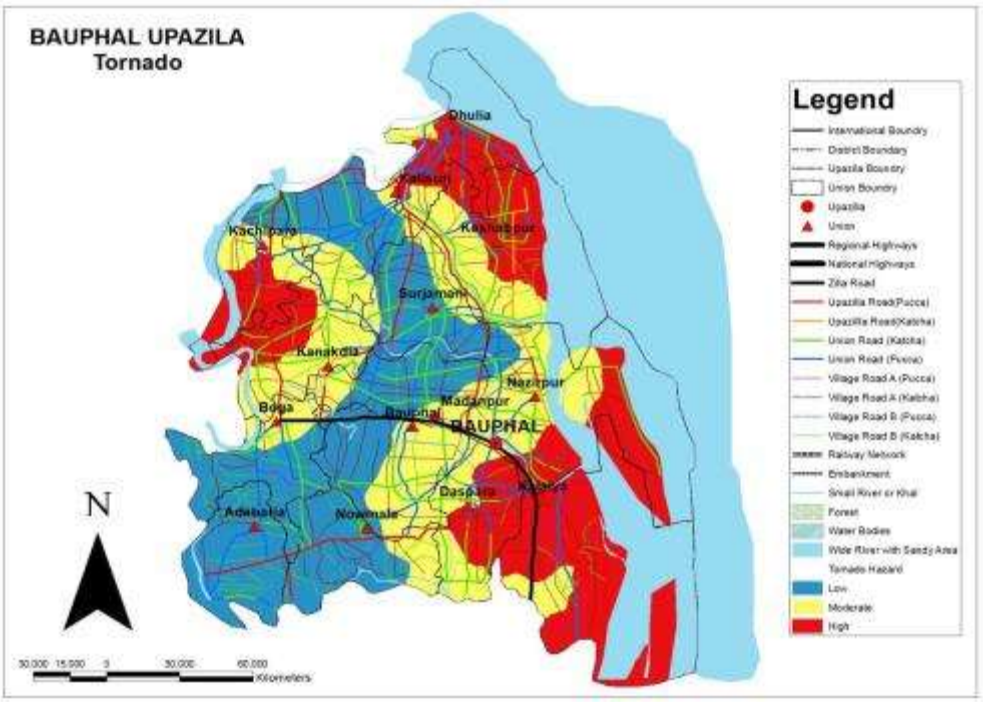

সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন)

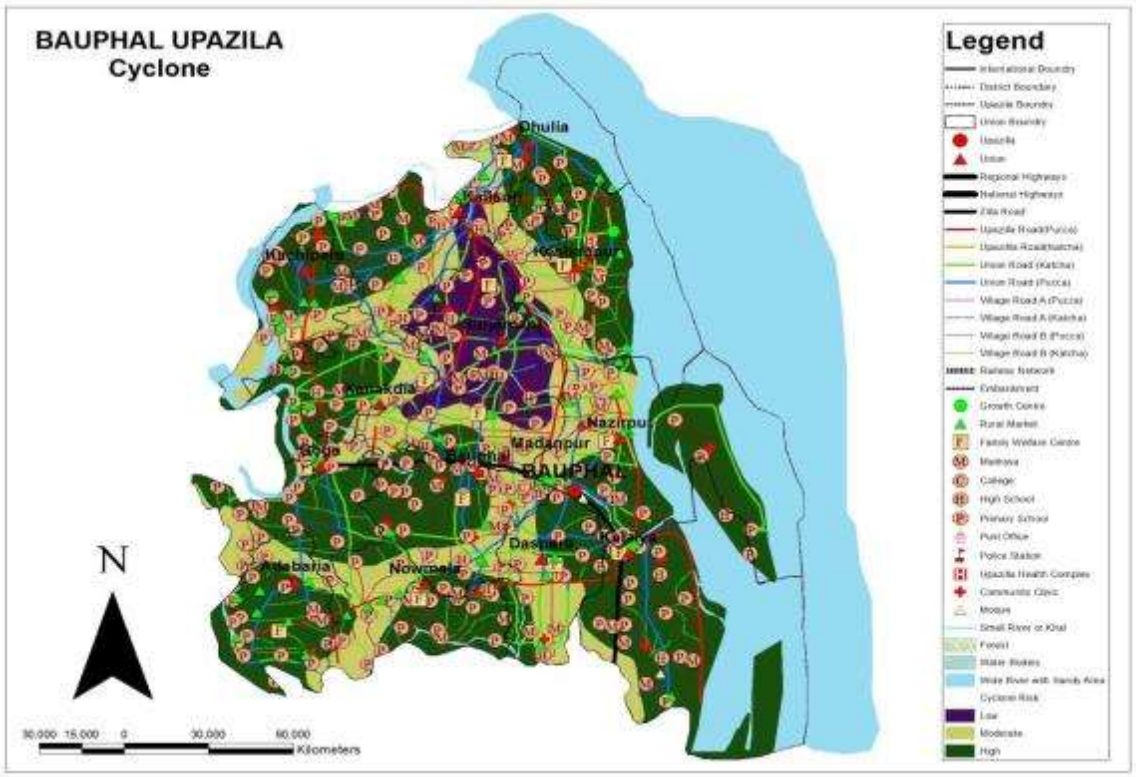

সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)

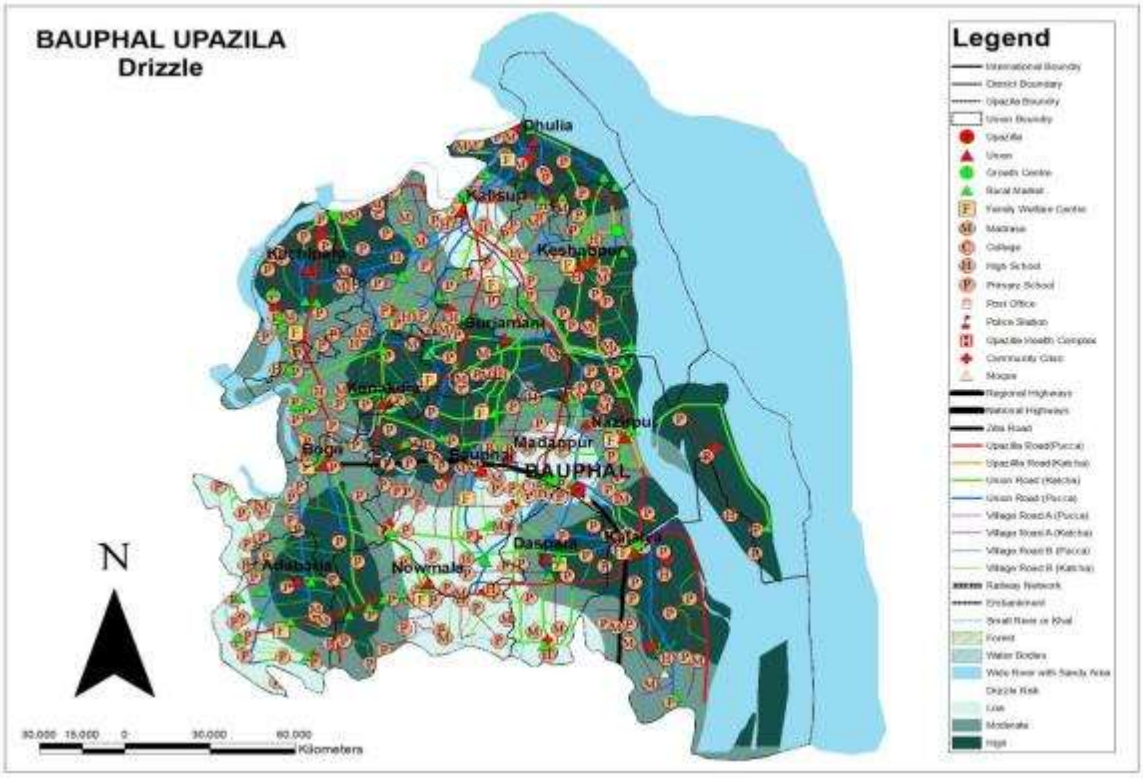

সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

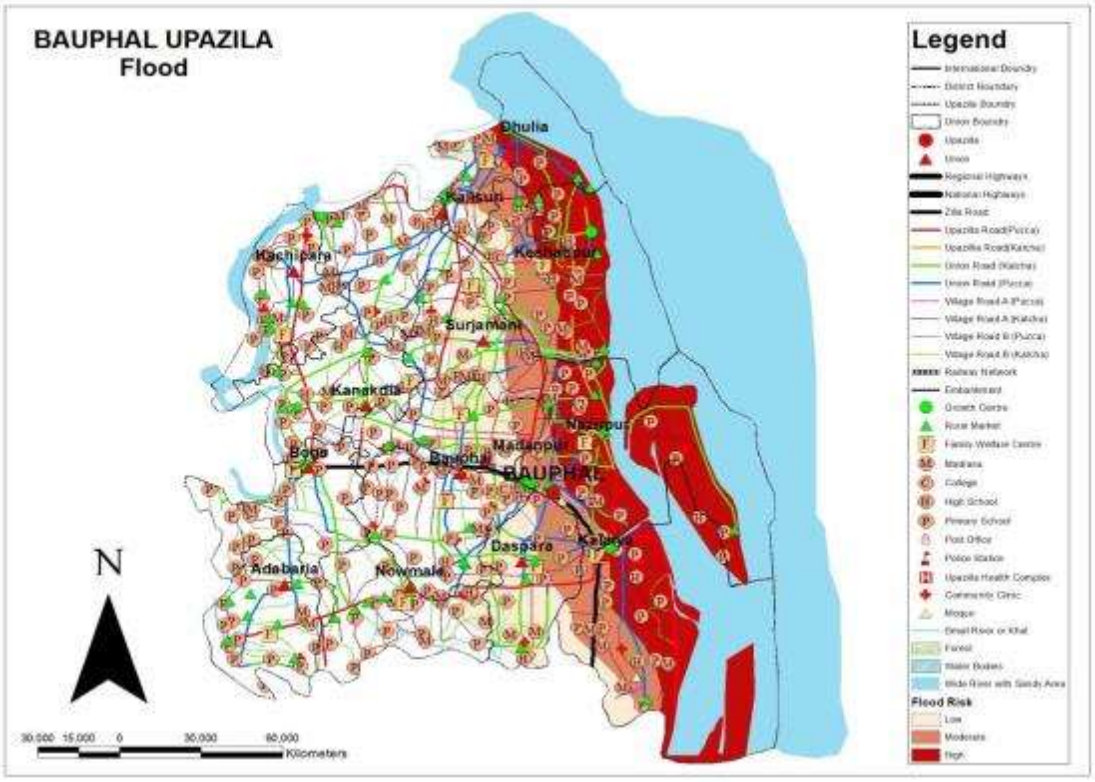

সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙন)

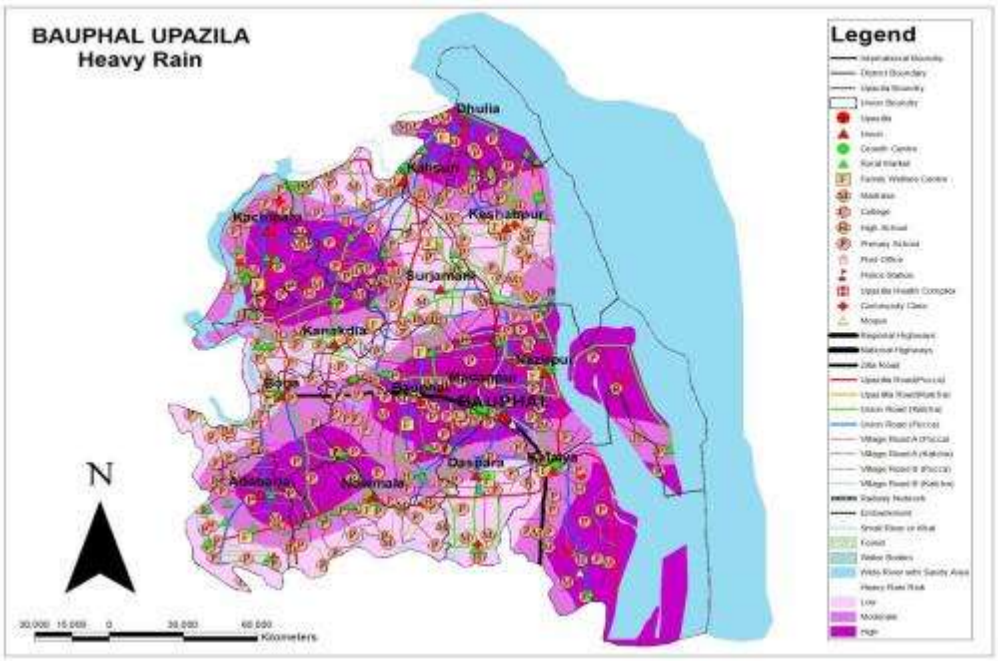

সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)

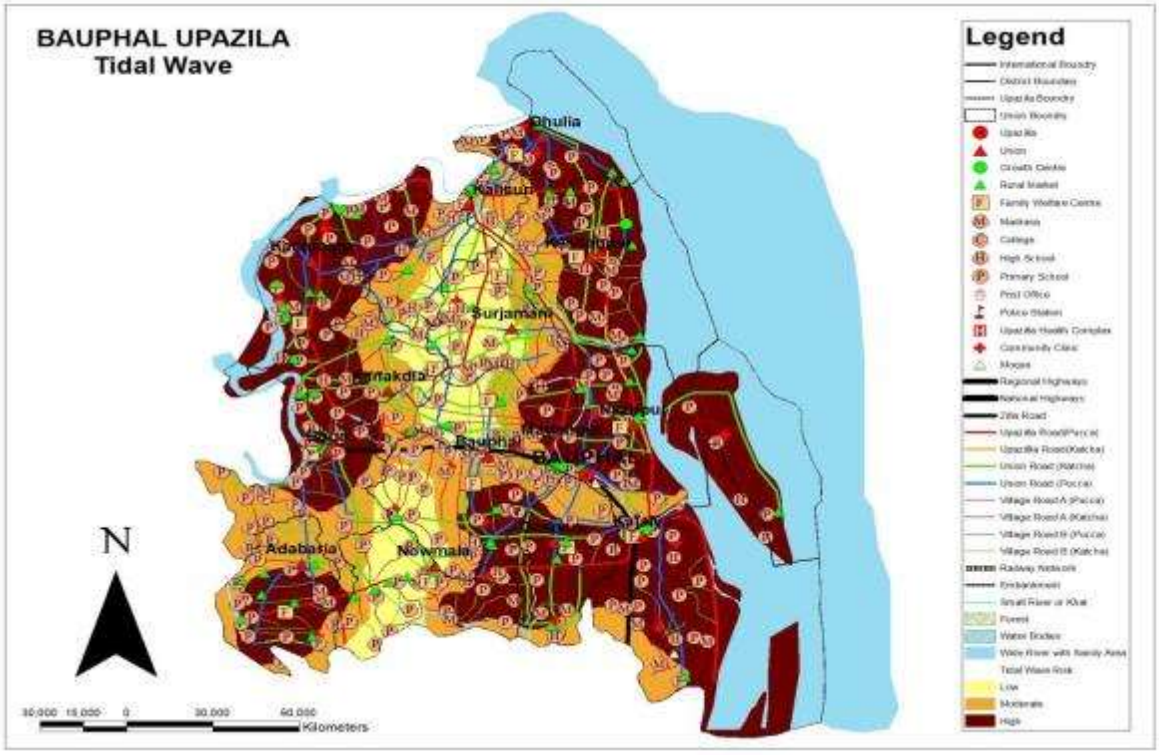

সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)

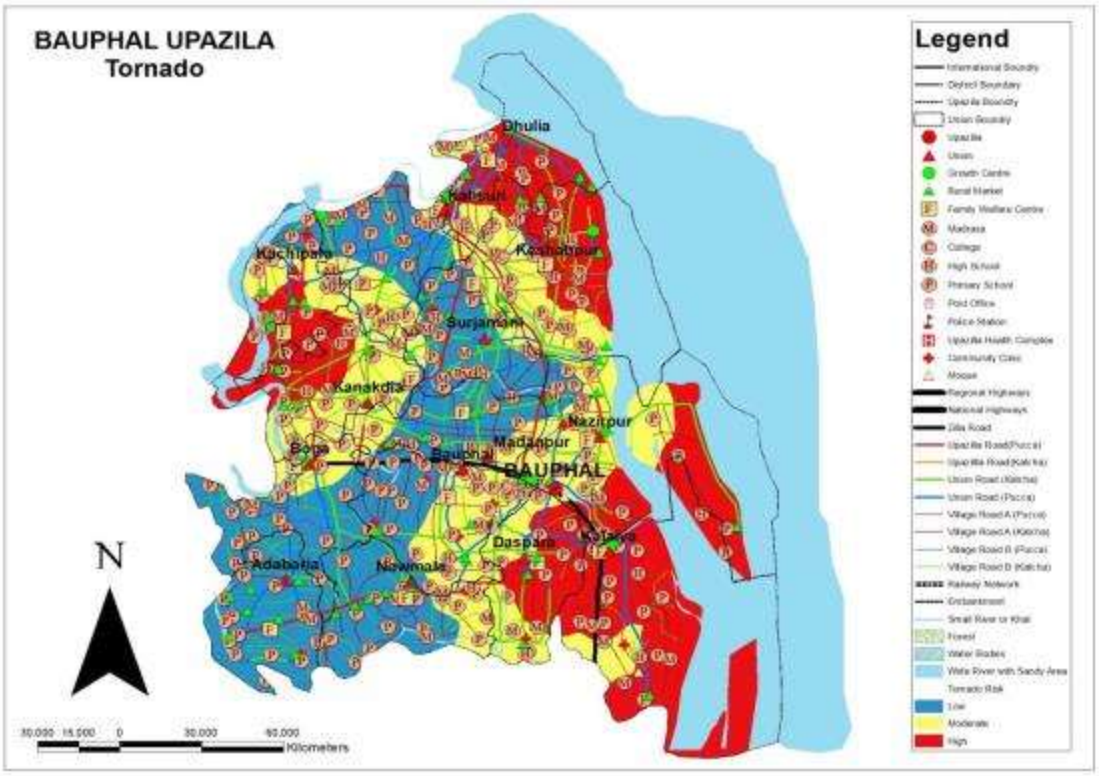

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

U N
D P
Empowered lives.
Resilient nations.